ইসলামের আলোকে

বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা

ড. আহমদ আলী

ইসলামের আলোকে
বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা

ইসলামের আলোকে
বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা

ড. আহমদ আলী

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

বি আই এল আর এল এ সি-১৪

ISBN : 978-984-90208-9-9

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
শা'বান ১৪৩৬ হিজরী

প্রকাশক
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২- ৯৫৭৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.org

প্রচ্ছদ : সালসাবিল

কম্পোজ : লেখক

মুদ্রণ
নিউ সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

দাম : ২০০/- (দুইশত টাকা মাত্র) US $ 5

ISLAMER ALOKE BASHSTHANER ODHIKAR O NIRAPOTTA (Right and Security of Home on the Light of Islam), written by Professor Dr. Ahmad Ali and Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh, Phone : 02-9576762, Mobile : 01761-855357, Price : Tk. 200, US $ 5

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ আবাসস্থল বা বাসগৃহ যে কোন মানুষের একান্ত কাম্য এবং সভ্যতার অন্যতম দাবী। আধুনিক সভ্যতায় মানবজীবনে উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি সাধিত হলেও নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে **"ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা"** শীর্ষক অত্র গ্রন্থটির মাধ্যমে বাসগৃহ ও আবাসস্থলগুলোতে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ইসলামের দিকনির্দেশনা ও বিধি-বিধানগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রতিটি আবাসগৃহ ও অধিবাসীর অশান্তি দূরীভূত হয়ে শান্তিময় হয়ে ওঠে।

একটি আবাসগৃহ বা আবাসস্থল নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য গৃহে বসবাসকারী প্রত্যেক সদস্যের যেমন কতিপয় নিয়মনীতির অনুসরণ করা জরুরি, তদ্রূপ অন্যান্য আত্মীয় ও অভ্যাগতদেরও কিছু বিধিবিধান পালন আবশ্যক। সেই সাথে নিকট প্রতিবেশীদেরও যাতে কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয় সেই বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার ব্যাপারেও ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা।

গৃহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আগমন-নির্গমনে ইসলামের বিধিবিধান পালনে যত্নবান হওয়া। বস্তুত প্রতিটি আবাসস্থলের অধিবাসীগণ যাতে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করতে পারে এজন্য ইসলামের যে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ও বিধিবিধান রয়েছে এ পুস্তকে সেগুলো পর্যায়ক্রমে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিক্‌হের আলোকে বিশুদ্ধ তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। মূল্যবান এই গবেষণা-গ্রন্থটি সকল মত ও পেশার পাঠকদের জন্যই আলোকবর্তিকা হিসেবে অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ইসলামী আইন যতোটা সামগ্রিক মানব রচিত আইন ততোটা সামগ্রিক নয়। মানব রচিত আইনে দৃশ্যমান ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধের প্রতি যতোটা গুরুত্ব দেয়া হয়, সমস্যা ও সংকটের অন্তর্নিহিত উপাদানগুলো প্রতিরোধের বিষয়টি ততোটা গুরুত্ব পায় না। আর শরী'আহ আইন সমস্যা সৃষ্টির উপাদানগুলোকে গোড়াতেই প্রতিরোধ করে। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের চেয়ে অপরাধ প্রতিরোধকে বেশি

গুরুত্ব দেয় বলে ইসলামী আইন বেশী কার্যকর ও কল্যাণজনক। বিজ্ঞ লেখক এই গ্রন্থে বলিষ্ঠভাবে বাসস্থানের নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলি দলীলভিত্তিক আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, বাসগৃহের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, সাজসজ্জা ও নান্দনিকতা রক্ষায় এবং পারিবারিক অপরাধ প্রতিরোধে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিধিবিধান অনুসরণের বিকল্প নেই।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আহমদ আলী একজন বিদগ্ধ গবেষক। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাবিদগণের মধ্যে যারা ইসলামী আইন সম্পর্কে গবেষণা করেন, তাদের মধ্যে তিনি ইতোমধ্যে নিজের প্রজ্ঞা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। বিগত দুই বছর থেকে তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল "ইসলামী আইন ও বিচার"-এর নির্বাহী সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠান থেকে তার গবেষণালব্ধ প্রায় এক ডজন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সবগুলো গ্রন্থই পাঠক ও বিজ্ঞমহলে সমাদৃত হয়েছে। আমরা এই নিভৃতচারী শিক্ষাবিদের **"ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা"** শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদানে অভিষিক্ত করুন। আশা করি তাঁর নিরলস গবেষণা দ্বারা জাতি আরো উপকৃত হবে। আমরা মহান আল্লাহ্র দরবারে তার দীর্ঘায়ূ কামনা করি।

গ্রন্থটিতে আধুনিক আবাসন সংক্রান্ত সমস্যাদি চিহ্নিত করে এ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানাবলি ও দিকনির্দেশনা সংযোজনের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনসহ আরো বহুমাত্রিক গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আবাসন সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি এ গ্রন্থে সংযোজনের অনুরোধ লেখকের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে তিনি এগুলো সংযোজনের আশ্বাস দিয়েছেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা গ্রন্থটি আরো বর্ধিত কলেবরে প্রকাশের আশা রাখি। এ গ্রন্থ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং কুরআন ও সুন্নাহ এর অনুসরণের মাধ্যমে আমাদের আবাসগৃহগুলো শান্তি ও সুখময় করে দিন। আমীন ।।

এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

লেখকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওয়া তা'আলার অসংখ্য শুকর আদায় করছি, যিনি আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও **"ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা"** শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করার তাওফীক দান করেছেন। আনন্দের বিষয় হলো- গ্রন্থটি 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ জন্য ল' রিসার্চ সেন্টার পরিবারের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা, বিশেষ করে মুহতারাম জেনারেল সেক্রেটারি এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেবের স্নেহসুলভ নির্দেশনা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আমি সর্বপ্রথম 'ইসলামে বাসস্থান : অধিকার ও নিরাপত্তা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করি এবং এটি ২০০১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ কর্তৃক আয়োজিত একটি সেমিনারে পাঠ করি। অতঃপর এটি উক্ত অনুষদ থেকে প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকা 'জার্নাল অব আর্টস'-এর ১৯তম সংখ্যায় ছাপানো হয়। পরে এর কিছু অংশ প্রয়োজনীয় সংযোজন ও পরিমার্জন করে "আবাসগৃহে প্রবেশাধিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শিরোনামে 'ইসলামী আইন ও বিচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বলাই বাহুল্য, উপর্যুক্ত বিষয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করবো- এ চিন্তা আমার অন্তরে কখনো উদয় হয় নি এবং প্রয়োজনও অনুভব করি নি। সর্বপ্রথম ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টারের উপপরিচালক বন্ধুবর শহীদুল ইসলাম প্রবন্ধটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে রূপ দিতে অনুরোধ জানান। আমি প্রথমে ভাবছিলাম, আর সামান্য কিছু সংযোজন ও পরিমার্জন করে একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচনা করে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে পারবো। কিন্তু না, তাঁর একান্ত আগ্রহের কারণে প্রবন্ধটিকে পুস্তিকায় সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হলো না। তাঁর পর পর নির্দেশনায় এখানে অনেক নতুন বিষয় সংযোজন করতে হয়েছে এবং পুরাতন অনেক বিষয়কেও পরিমার্জিত করতে হয়েছে। এভাবে বিষয়টির প্রতি আমার আগ্রহের কমতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত এ গ্রন্থ রচনার কাজ আমাকে সম্পন্ন করতে হয়। এ কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

جزاه الله تعالى عني أحسن الجزاء في الدارين.

'স্বাধীন, নিরাপদ ও মনোরম আবাসন' রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই একান্ত কাম্য। ইসলাম একটি সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যেকের নিরাপদ, স্বাধীন, সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর আবাসনের কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলামের এ নির্দেশনার আলোকে যদি আমরা আমাদের আবাসন আইন ঢেলে সাজাই এবং তা মেনে চলি, তা হলে আমরা যেমন অনৈতিকতার রাহুগ্রাস থেকে রক্ষা পেতে পারি, তেমনি আবাসিক আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও প্রভূত সুফল পেতে পারি। আমি এ গ্রন্থে আবাসনের অধিকার, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইসলামের নির্দেশনাসমূহ তোলে ধরতে চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে আবাসন সংক্রান্ত অন্যান্য আইনেরও কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছি। তবে তা অত্যন্ত সীমিত ও সংক্ষিপ্ত। সময়ের স্বল্পতা ও বহুবিধ ব্যস্ততার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা সম্ভব হলো না বলে পাঠকবর্গের নিকট দুঃখ প্রকাশ করছি। আশা করছি, গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণে এ সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা, আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবূল করুন! এর অসীলায় আমাকে, আমার মাতা-পিতা, পরিবার, সন্তান-সন্ততি, আসাতিযা কিরাম, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং এ গ্রন্থ লিখতে ও প্রকাশ করতে যাঁরা আমাকে নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ দান করুন! আমীন!!

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ড. আহমদ আলী
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
জুন, ২০১৫

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام الأكملان على محمَّدٍ خير خلق الله ودعاته. وبعد ..

ভূমিকা

অন্ন-বস্ত্রের মতো বাসস্থানও মানবজাতির জন্য একটি মৌলিক প্রয়োজনীয় উপকরণ। এটি মানব সভ্যতার একটি বড় নিদর্শনও। প্রত্যেক মানুষেরই বসবাসের জন্য আবাসস্থলের দরকার হয়। আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে প্রত্যেকের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য হলো নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে অবস্থান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে শান্তির আবাস বানিয়েছেন।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

سَلَامَةُ الرَّجُلِ فِي الفِتْنَةِ أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ .

"ফিতনায় নিরাপদে থাকার উপায় হলো নিজের ঘরের মধ্যে অবস্থান করা।"[২]

ঘরের এই শান্তি ও নিরাপত্তা তখনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে স্বাধীনভাবে বসবাস এবং প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে। তার এ স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা হলে গৃহের আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। বলা বাহুল্য, যুগে যুগে ও দেশে দেশে মানুষ নিরাপদ, স্বাধীন, রুচিসম্মত ও স্বাস্থ্যকর আবাসের প্রয়োজন প্রকটভাবে অনুভব করেছে এবং এতদুদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন সময় নানা বিধি-বিধানও প্রণয়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS [UDHR])-এর ১২ নং অনুচ্ছেদে গৃহের নিরাপত্তার স্বীকৃতি দান

---

১. আল-কুর'আন, ১৬ (সূরা আন-নাহল): ৮০

২. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-ফাতহুল কাবীর,* তাহকীক: ইউসূফ আন-নাবহানী, (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০৩), খ. ২, পৃ. ১৫৪, হা. নং: ৬৯২১
বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, হাদীসটির সনদ হাসান। (আলবানী, *সাহীহু ও দা'ঈফুল জামি'ইস সাগীর,* হা. নং: ৫৯৬২)

করা হয়।[৩] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের ৪৩ নং ধারায়ও গৃহে নির্বিঘ্নে বসবাসের নিশ্চয়তা দান করা হয়।[৪] আর ইসলাম একটি বাস্তবধর্মী ও সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তার সূচনালগ্ন থেকেই প্রত্যেক মানুষের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আবাসনের সুব্যবস্থা করেছে। মানুষেরা যাতে নিজ নিজ গৃহে মনোরম পরিবেশে স্বাধীনভাবে ও নির্বিঘ্নে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে, সে জন্য ইসলাম বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে ও দিকনির্দেশনা দিয়েছে। ১৯৯০ সালে মিসরের রাজধানী কায়রোতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) কর্তৃক ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ক কায়রো ঘোষণার (THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM) ১৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

> (b) Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in his home, among his family, with regard to his property and his relationships. It is not permitted to spy on him, to place him under surveillance or to besmirch his good name. The State shall protect him from arbitrary interference.

---

৩. Article-12
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
"কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়াল-খুশিমত হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান ও সুনামের ওপর আক্রমণ করা চলবে না। প্রত্যেকেরই এ জাতীয় হস্তক্ষেপ কিংবা আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার থাকবে।
(www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a12, Date: 23. 09. 2014)

৪. বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৩ নং ধারা- গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের
(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকিবে; এবং
(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে।
(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ১২)

"খ) প্রত্যেকেরই জীবন-যাপন ও কাজকর্মে, নিজ বাড়িতে, নিজ পরিবারে, নিজ সম্পত্তির ব্যাপারে এবং আত্মীয়তা বা অন্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রেখে নিরুপদ্রবে থাকার অধিকার রয়েছে। কোন ব্যক্তির উপর গুপ্তচরবৃত্তি, তাকে নজরে বা পাহারায় রাখা অথবা তার সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কাজ করা যাবে না। রাষ্ট্র তাকে অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারমূলক যে কোন রকম অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করবে।"[৫]

ইসলামের এ সব বিধি-নিষেধ ও নির্দেশনা সত্যিকারভাবে পালন করা হলে আমরা অনেক পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক অনাচার থেকে মুক্তি পেতে পারি। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় বাসস্থানের অধিকার, নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য রক্ষায় ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১. বাসস্থানের অধিকার প্রতিষ্ঠা

ক. মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান

বাসস্থান মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। গৃহহীন ও বাস্তুহারা লোকদের ছন্নছাড়া ও বিপর্যস্ত অবস্থার ওপর চিন্তা করলে এ নিয়ামতের গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মহান আল্লাহ এ পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের জন্য শান্তিতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং এ জন্য যাবতীয় উপায়-উপকরণও সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর এ মহা নিয়ামতের কথা মানব জাতিকে স্মরণ করে দিয়ে বলেন,

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে শান্তির আবাস বানিয়েছেন এবং তিনিই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা (তাঁবুর হালকা) ঘর বানাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা সফরকালে তা সহজভাবে (বহন করে) নিতে পারো, আবার কোথাও অবস্থানকালেও (তা ব্যবহার করতে পারো)। ভেড়ার পশম, উটের কেশ ও ছাগলের লোম থেকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমাদের (ঘর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে) ব্যবহারের (উপযোগী) অনেক আসবাবপত্র ও সামগ্রী (যেমন বিছানাপত্র, চাদর ও পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি) বানাবার ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন।"[৬]

---

৫. http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm
Date: 06. 04. 2015.

৬. আল-কুর'আন, ১৬ (সূরা আন-নাহ্ল): ৮০

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সালিহ ('আলাইহিস সালাম)-এর কাওম 'ছামূদ'কে তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

"তোমরা স্মরণ করো, যখন আল্লাহ্ তা'আলা 'আদ জাতিকে ধ্বংস করার পর তাদের স্থলে তোমাদেরকেই অভিষিক্ত করেছেন এবং যমীনে তিনি তোমাদের প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। তোমরা এর সমতল ভূমি থেকে (মাটি দিয়ে) প্রাসাদ নির্মাণ করছো আর পাহাড় কেটে কেটে নিজেদের ঘর-বাড়ি তৈরি করছো। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ স্মরণ করো এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।"[৭]

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছামূদ জাতিকে একান্ত অনুগ্রহবশত এ শিল্পকার্য ও নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন যে, যাতে তারা সমতল জায়গায় সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারতো এবং পাহাড় খনন করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরি করতে পারতো। এ থেকে জানা যায়, সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহের একটি প্রকাশ।

ইসলাম বাসস্থানকে মানুষের একটি মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় জীবন-উপকরণ হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে। তদুপরি ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো স্থানে বসবাস করার স্বাধীনতা দান করেছে। একইভাবে প্রত্যেককে ইচ্ছে অনুযায়ী বাসস্থান ত্যাগ ও স্থানান্তরের স্বাধীনতা দিয়েছে ইসলাম। কায়রো ঘোষণার ১২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

Every man shall have the right, within the framework of Shari'ah, to free movement and to select his place of residence whether inside or outside his country and if persecuted, is entitled to seek asylum in another country.

"শরীয়াহ্-নির্দেশিত সীমার মধ্যে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরা, স্বদেশের সীমার ভেতরে বা বাইরে নিজ বাসস্থান নির্বাচনের অধিকার রয়েছে এবং সে যদি নির্যাতিত হয় তাহলে অন্য রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় চাওয়ার অধিকার রয়েছে।"[৮]

---

৭. আল-কুর'আন, ৭ (সূরা আল-আ'রাফ): ৭৪

৮. http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm
Date: 06. 04. 2015.

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

"তিনিই তো সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ করো এবং তাঁর রিয্‌ক থেকে তোমরা আহার করো। (কিন্তু এ কথা ভুলে যেও না যে, মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।"[৯]

তিনি আরো বলেন ,

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

"যারা নিজেদের প্রতি যুলম করেছে, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা (যমীনে) কী অবস্থায় ছিলে'? তারা বলে, 'আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম'। ফেরেশতারা বলে, 'কেন, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা সেখানে হিজরত করে চলে যেতে'? (আসলে) ওরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কতো নিকৃষ্টতম আবাস!।"[১০]

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরই তার সামর্থ্য ও পছন্দ অনুযায়ী পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বসবাস করার অধিকার রয়েছে। অনুরূপভাবে তার নিজ দেশসহ যে কোনো দেশ ছেড়ে যাওয়ার স্বাধীনতাও রয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR)-এর ১৩ নং অনুচ্ছেদে[১১] এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের ৩৬ নং ধারায়ও[১২] মানুষের বসবাসের এ অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

---

৯. আল-কুরআন, ৬৭ (সূরা আল-মুল্‌ক) : ১৫

১০. আল-কুরআন, ৪ (সূরা আন-নিসা') : ৯৭

১১. Article 13.

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

"(১) নিজ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

(২) প্রত্যেকেরই নিজ দেশসহ যে কোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।"

(www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a12, Date : 23. 09. 2014)

১২. বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৬ নং ধারা- চলাফেরার স্বাধীনতা

৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ

খ. বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা

খ. ১. বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা যুলম ও হারাম

কাউকে তার বসতবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা বা বিতাড়িত করাকে ইসলাম চরম যুলম মনে করে। আল্লাহ তা'আলা বানূ ইসরা'ঈল থেকে তিনটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি হলো- তারা পরস্পর একে অপরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করবে না। অন্য দুটি হলো- পরস্পর খুন-খারাবী করবে না এবং স্বগোত্রের কেউ কারো হাতে বন্দী হলে অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে নেবে। তারা প্রথমোক্ত দুটি নির্দেশই অমান্য করেছিল। তবে তৃতীয় নির্দেশটি পালনে বিশেষ তৎপর ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٤) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ... ﴾

"আর স্মরণ করো যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুন-খারাবী করবে না এবং একে অপরকে ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবে না, তখন তোমরা তা স্বীকার করে নিয়েছিলে, তোমরা তো নিজেরাই (এ) সাক্ষ্য দিচ্ছো। অতঃপর এই তো হচ্ছো তোমরা, যারা একে অপরকে হত্যা করতে লাগলে, তোমাদের একদলকে তোমরা তাদের ভিটে-মাটি থেকে বিতাড়িত করে দিতে লাগলে এবং তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে আক্রমণ করতে থাকলে। আর যদি তারাই কারো বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছো। অথচ তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।"[১৩]

যারা অপরকে তার ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে, বিতাড়িত করে দেয়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন,

مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.

ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর, ২০১১)

১৩. আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) : ৮৪ - ৫

"যে ব্যক্তি কারো জমির কোনো অংশ অন্যায়ভাবে দখল করে নেয়, (কিয়ামতের দিন) এর সাত তবক যমীন তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে।"[১৪]

অন্য রিওয়ায়াতে তিনি বলেছেন,

مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ.

"যে ব্যক্তি কারো জমির সামান্য অংশও বিনা অধিকারে দখল করে নেয়, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন পর্যন্ত তাকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।"[১৫]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলোতে জমির মধ্যে ঘর-বাড়ির কথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

খ. ২. বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদকারীদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ

যারা ঘর-বাড়ি থেকে লোকদেরকে উচ্ছেদ করে দেয়, তারা যালিম। তাদের সাথে সখ্যতা ও সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা অবৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে এবং বহিষ্কার কার্যে সহায়তা করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা যালিম।"[১৬]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যারা মুসলিমদেরকে নিজেদের দেশ ও ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করে বা বহিষ্কার কার্যে অংশগ্রহণ করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন।

খ. ৩. বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ

যারা ঘর-বাড়ি থেকে লোকদেরকে উচ্ছেদ করে দেয়, প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাও বৈধ। বানূ ইসরা'ঈলের একটি দলকে নিজেদের দেশ ও ঘর-বাড়ি থেকে শত্রুরা বিতাড়িত করার পরও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করায় আল্লাহ তা'আলা তাদের নিন্দা করে বলেন,

---

১৪. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আল-মাযালিম, পরিচ্ছেদঃ ইছমু মান যালামা শাইয়ান মিনাল আরদি), হা. নংঃ ২৩২০; মুসলিম, আবুল হুসাইন, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আল-মুসাকাত, পরিচ্ছেদঃ তাহরীমুয যুলম..), হা. নংঃ ৪২২২

১৫. বুখারী, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-মাযালিম, পরিচ্ছেদঃ ইছমু মান যালামা শাইয়ান মিনাল আরদি), হা. নংঃ ২৩২২

১৬. আল-কুর'আন, ৬০ (সূরা আল-মুমতাহানাহ) : ৯

﴿قَالُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾

"তারা বললো, আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করবো না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন অল্প কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ তা'আলা যালিমদের ভালোভাবেই জানেন।"[১৭]

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত আয়াতে যে লড়াই করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা আধিপত্য বিস্তারকারী স্বৈরশক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যদি কোনো স্বৈরশক্তি কোনো দেশ বা জনপদ দখল করে নেয়, তবেই ঐ দেশ বা জনপদবাসীদের ওপর তার বিরুদ্ধে লড়াই করা কর্তব্য হবে। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনো নাগরিক যদি অপর কোনো নাগরিকের বাড়ি-ঘর দখল করে নেয়, তা হলে জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা বৈধ নয়। এ অবস্থায় বাড়ির মালিককে রাষ্ট্রের প্রশাসন ও আইন-আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কারো বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করার কিংবা অস্ত্রধারণ করার একমাত্র বৈধ কর্তৃপক্ষ হলো সরকার। আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়।

খ. ৪. ভাড়াটিয়াকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা অন্যায়

ভাড়াটিয়া যে যাবত বাড়ি ভাড়ার শর্তসমূহ মেনে চলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা অন্যায়। ইসলামী আইনে অন্যান্য চুক্তির মতো 'ভাড়া চুক্তি'ও মালিক ও ভাড়াটিয়া উভয়পক্ষকেই যথাযথভাবে পালন করে চলতে হয়।[১৮] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

" হে ঈমানদারগণ, অঙ্গীকারগুলো পুরোপুরি মেনে চলো।"[১৯]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ .

"মুসলিমগণ তাদের পরস্পরের শর্তানুযায়ী কাজ করবে।"[২০]

---

১৭. আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) : ২৪৬

১৮. সারাখসী, শামসুদ্দীন, *আল-মাবসূত,* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০০), খ. ২১, পৃ. ২৯৭

১৯. আল-কুর'আন, ৫ (সূরা আল-মা'য়িদাহ): ১

২০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদঃ আজরুস সামসারাহ) ইমাম বুখারী হাদীসটি তারজামাতুল বাবের অংশরূপে উল্লেখ করেছেন।

অতএব, ভাড়াটিয়া যতদিন ভাড়ার শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলেন, ততদিন তার সম্মতি ব্যতীত তাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা জায়িয নয়। তবে তিনি যদি চুক্তির পরিপন্থী কোনো কাজ করেন[২১] কিংবা চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়, তবেই বাড়ি-মালিকের পক্ষে তাকে উচ্ছেদ করা জায়িয হবে। এ সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ।

গ. অন্যায় ও অসংযত আচরণকারীদের ঘর থেকে বের করে দেয়া জায়িয

যারা অন্যায় ও অসংযত আচরণ করে, তাদেরকে তাওবা করা পর্যন্ত বা সুপথে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের জন্য শাস্তিস্বরূপ সাময়িকভাবে ঘর থেকে বের করে দেয়া জায়িয। সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন সব পুরুষের ওপর লা'নাত করেছেন, যারা নারীদের মতো বেশ-ভূষা ধারণ করে এবং এমন সব নারীর ওপরও লা'নাত করেছেন, যারা পুরুষদের মতো বেশ-ভূষা ধারণ করে। তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছেন, أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. "এদেরকে তোমরা তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।"[২২]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আল-বুখারী [১৯৪-২৫৬ হি.] (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "খলীফা আবূ বাক্‌র আছ-ছিদ্দীক (রা.)-এর বোন উম্মু ফারওয়াহ (রা.) যখন তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুশোকে কাতরতার সাথে বিলাপ করছিলেন, তখন আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা.) তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেন।"[২৩] বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনজাশাহ নামের একজন কৃষাঙ্গ গোলামকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন। সে উষ্ট্র চালনার সময় মহিলাদের রূপ-লাবণ্য ইত্যাদি বর্ণনা করে গান গাইতো।[২৪]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি ঘরের আন্তঃপরিবেশ কিংবা সমাজ দূষিত হয়- এরূপ কোনো অবৈধ কিংবা অনৈতিক কাজে জড়িত হয়, তাকে শাস্তিস্বরূপ সাময়িকভাবে ঘর থেকে বের করে দেয়া জায়িয। বলাই বাহুল্য, এটা যেহেতু তা'যীরী (অর্থাৎ শিষ্টাচার শিক্ষাদানমূলক) শাস্তি, তাই

---

২১. যেমন কেউ বসবাস করার কথা বলে ঘর ভাড়া নিলো; কিন্তু সে সেখানে বসবাস না করে তাকে বিদ্যালয়ে কিংবা কারখানায় পরিণত করলো।

২২. বুখারী, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-লিবাস, পরিচ্ছেদঃ ইখরাজুল মুতাশাব্বিহীন ...), হা. নং: ৫৫৪৭

২৩. বুখারী, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়- আল-খুছূমাত, পরিচ্ছেদঃ ইখরাজু আহলিল মা'আছী..)

২৪. ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *ফাতহুল বারী,* (বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.), খ. ১০, পৃ. ৩৩৪

وأخرج النبي صلى الله عليه و سلم أنجشة ... وأنجشة هو العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء.

পরিবারের কর্তাব্যক্তি পরিবারের সদস্যদের ওপর এ শাস্তি কার্যকর করতে পারেন। অনুরূপভাবে সরকার প্রধান, তাঁর প্রতিনিধি কিংবা মুহতাসিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজ-সংশোধন কর্মী)ও সমাজের সার্বিক পরিবেশ সুস্থ রাখার স্বার্থ বিবেচনায় এরূপ শাস্তি কার্যকর করতে পারেন।[২৫]

২. স্ত্রীর বাসগৃহের ব্যবস্থা করা

ক. স্বামীদের ওপর স্ত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব

আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের ওপর স্ত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আরোপ করেছেন। তিনি স্বামীদেরকে স্ত্রীদের সাথে ন্যায়ানুগ জীবন যাপন করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"তোমরা তাদের সাথে ন্যায়ানুগভাবে জীবন যাপন করো।"[২৬]

স্ত্রীদের জন্য রুচিসম্মত ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করাও ন্যায়ানুগ জীবন যাপনের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু আত্মরক্ষা এবং নিজেদের 'ইযযাত-আব্রু ও ধন-সম্পদ হিফাযত করার জন্য স্ত্রীদের ঘরের প্রয়োজন নেহায়ত, তাই তাদের জন্য ঘরের সুব্যবস্থা করা তাদের স্বামীদের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস করো, তাদেরকে বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও।"[২৭]

এ আয়াতটিতে স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার পর 'ইদ্দাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাসের জন্য জায়গা দিতে বলা হয়েছে। তা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, যেহেতু তালাক দেওয়ার পরও সামর্থ্যানুযায়ী স্ত্রীদের বসবাসের ব্যবস্থা করা পুরুষদের ওপর ওয়াজিব, সেহেতু তালাক দেওয়ার পূর্বে নিকাহাধীন থাকা অবস্থায় তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করা অধিক উত্তমরূপে ওয়াজিব হবে।[২৮] আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾

---

২৫. সিনামী, 'উমার, *নিসাবুল ইহতিসাব,* (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, আল-কিসমঃ আস-সিয়াসাতুশ শার'ইয়্যাতু ওয়াল কাদা'), পৃ. ৩৯৮

২৬. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা'): ১৯

২৭. আল-কুর'আন, ৬৫ (সূরা আত-তালাক): ৬

২৮. যায়দান, ড. আবদুল কারীম, *আল-মুফাছ্ছাল ফী আহকামিল মার'আতি,* (বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭), খ. ৭, পৃ. ১৮০, ১৯৬

> "তাদেরকে (অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের 'ইদ্দাত চলাকালীন সময়ে) তাদের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়।"[২৯]

এ আয়াতটিতে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তাতে তাদের বসবাস বহাল রাখা কোনো কৃপা নয়; বরং প্রাপ্য আদায়। বসবাসের অধিকার স্ত্রীদের অন্যতম হক। আয়াতে বলা হয়েছে, এই হক কেবল তালাক দিলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না; বরং 'ইদ্দাতের দিনগুলোতেও গৃহে বসবাস করার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। 'ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যুলম ও হারাম।

খ. স্ত্রীর জন্য পৃথক আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা

স্বামীর কর্তব্য হলো, সে তার স্ত্রীর জন্য এমন একটি পৃথক নিরাপদ আবাসস্থলের ব্যবস্থা করবে, যেখানে সে তার মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রেখে নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারবে এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও ওঠাবসা করতে পারবে। তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে স্বামীর নিজ পিতামাতার সাথে বা তার অন্য কোনো আত্মীয়-স্বজনের[৩০] সাথে একত্রে রাখা সমীচীন নয়। তবে সে যদি সন্তুষ্টচিত্তে তাদের সাথে একত্রে থাকতে চায়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, এটা তার একটি বৈধ অধিকার। সে ইচ্ছে করলে তা ত্যাগ করতে পারে। আবার সে যে কোনো সময় তাদের যে কারো সাথে একত্রে বসবাস করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। তাদের সাথে একত্রে বসবাস করার জন্য তাকে বাধ্য করার অধিকার কারো থাকবে না। এটি হানাফী, শাফি'ঈ ও হাম্বালী ইমামগণের অভিমত।

মালিকী মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, একই ঘরে নিজের পিতামাতার সাথে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীকে রাখা জায়িয নয়। দরিদ্র ও অভাবী ঘরের স্ত্রী হলে তাদের সাথে তাকে সম্মানের সাথে একত্রে রাখা জায়িয। তবে যদি তাদের সাথে তাকেও একত্রে রাখা হলে তার কোনোরূপ কষ্ট বা ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা হলে তাকেও তাদের সাথে রাখা জায়িয নয়।

যদি স্বামী স্ত্রীকে নিজের পিতামাতার সাথে একত্রে বসবাস করার শর্ত আরোপ করে বিয়ে করে এবং কিছুদিন পর শর্ত মুতাবিক সে তাদের সাথে একত্রে বসবাসও করে, অতঃপর স্বতন্ত্র বাসস্থান দাবি করে, তা হলে মালিকী মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, তার এ পৃথক বাসস্থান দাবি করার অধিকার নেই। তবে যদি তাদের সাথে একত্রে থাকার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা কষ্ট পাচ্ছে- এ

---

২৯. আল-কুর'আন, ৬৫ (সূরা আত-তালাক): ১

৩০. যেমন ভাই-বোন, ভাগ্নে, ভাতিজা ইত্যাদি।

ধরনের কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দিতে পারে, তা হলে তার সে দাবি কার্যকর করতে হবে। হাম্বালী ইমামগণের মতে, স্বামী যদি অক্ষম হয়, তা হলে তার দাবিতে সাড়া দেয়া তার জন্য ওয়াজিব নয়। আর যদি সক্ষম হয়, তা হলে তার দাবি পূর্ণ করা উচিত। কারো কারো মতে, শর্তের বাইরে তা পূর্ণ করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব নয়।[৩১]

ফকীহ (ইসলামী আইনবিদ)গণের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী স্বামীর (অন্য স্ত্রীর) সন্তানদের সাথে, যদি তারা বড় ও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, স্ত্রীকে একই ঘরে একত্রে রাখা জায়িয নয়। কেননা তার সাথে স্বামীর সন্তানেরা থাকলে তার অনেক অসুবিধা ও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে সে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের সাথে একত্রে বসবাস করলে স্বতন্ত্র কথা। কারণ, এটিও তার একটি বৈধ অধিকার। সে ইচ্ছে করলে যে কোনো সময় তার এ অধিকার ত্যাগ করতে পারে।

যদি সন্তানরা ছোট হয়, তা হলে হানাফী ইমামগণের মতে, তার সাথে তাদেরকে একত্রে রাখা জায়িয এবং তাদের সাথে একত্রে বসবাস করতে অস্বীকার করার অধিকার তার থাকবে না। মালিকীগণের মতে, স্ত্রী যদি বিয়ের সময় স্বামীর সন্তানদের সম্পর্কে অবগত থাকে, তা হলে তাদের সাথে একত্রে বসবাস করতে অস্বীকার করার অধিকার তার থাকবে না। যদি বিয়ের সময় তাদের ব্যাপারে স্ত্রী অবগত না হয়ে থাকে, হতে পারে তারা সে সময় কোনো ধাত্রীর কাছে ছিল; স্বামী তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করে নি; তবেই সে তাদের সাথে একত্রে বসবাস করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে। যদি তাদের পিতা ছাড়া তাদের কোনো ধাত্রী বা লালন-পালনকারী না থাকে, তা হলেও তাদের সাথে থাকতে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার তার থাকবে না।[৩২]

গ. স্বামীর স্বচ্ছলতা ও স্ত্রীর অবস্থান অনুযায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

মালিকী, হাম্বালী ও অধিকাংশ হানাফী ইমামের দৃষ্টিতে, স্বামী তার আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং নিজের স্ত্রীর আর্থিক সঙ্গতি ও অবস্থা উভয় দিক লক্ষ্য রেখেই তার বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। তবে অধিকাংশ শাফি'ঈ ইমামের মতে, কেবল স্ত্রীর আর্থিক সঙ্গতি ও অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তার আবাসস্থলের সংস্থান করতে হবে। তবে তাঁদের মধ্যে ইমাম ইব্রাহীম আশ-শীরাযী [৩৯৩-৪৭৬ হি.]

---

৩১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ২৫, পৃ. ১০৯ (সূত্র : বাদা'য়িউছ্ ছানা'ই, খ. ৫, পৃ. ২১১৩; বুস্তানুল আরিফীন, পৃ. ৩৪; কাশশাফাল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫৩; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৪৭৪)

৩২. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ২৫, পৃ. ১১০ (সূত্রঃ আল-বাহরুর রা'য়িক, খ. ৪, পৃ. ২১০; আল-'উকূদুদ দুররিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৭১; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ১, পৃ. ৫৮১)

(রাহ.)-এর মতে, স্ত্রীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে কেবল স্বামীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সঙ্গতির দিকেই নজর রাখতে হবে। স্ত্রীদের অবস্থানের দিকে নয়। তিনি বলেন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস করো, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও।"[৩৩]

এ আয়াতে তালাকপ্রাপ্তাদেরকে নিজের সামর্থ্যানুযায়ী আবাস দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অতএব, নিকাহাধীন স্ত্রীদের জন্য আয়াতের বিধান আরো উত্তমরূপে প্রযোজ্য হবে। তদুপরি স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে যেমন স্বামীর স্বচ্ছলতা, দুর্দশা ও মধ্যম অবস্থার নিরিখেই পার্থক্য সূচিত হয় এবং তার আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই স্ত্রীর ভরণ-পোষণের মান নির্ধারিত হয়, তেমনি স্ত্রীর আবাসস্থলও তার আর্থিক স্বচ্ছলতা, দুর্দশা ও মধ্যম অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারণ করতে হবে।[৩৪]

ঘ. প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য আলাদা বাসগৃহের ব্যবস্থা করা

যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে, তা হলে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। একই ঘরে তাদেরকে রাখা বৈধ নয়। কেননা তারা একই ঘরে থাকলে তাদের মধ্যে হর-হামেশা বিবাদ-বিসম্বাদ লেগে থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। তদুপরি তা তাদের সাথে যে ন্যায়ানুগ জীবন-যাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারও পরিপন্থী। তবে তারা যদি সন্তুষ্টচিত্তে তাদের এ অধিকার ত্যাগ করে, তবেই সে তাদের জন্য পৃথক পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে। তবে ইমাম ইবনু 'আবদিস সালাম আল-মালিকী [৬৭৬-৭৪৯ হি.] (রাহ.)-এর মতে, তারা রাযী হলেও তাদের এ অধিকার নষ্ট হবে না।

যে বাড়িতে তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে তাদেরকে একত্রে রাখা অধিকাংশ ফাকীহের মতে- জায়িয, যদি প্রত্যেকের বাসস্থানের সাথে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সুযোগ-সুবিধা থাকে এবং আলাদাভাবে তালাবদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকে। এ ধরনের বাড়িতে একত্রে রাখার ক্ষেত্রে তাদের সম্মতি শর্ত নয়। তবে কোনো কোনো মালিকী ইমামের মতে, এ ধরনের বাড়িতে রাখতে হলেও তাদের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। তাই যদি এ

---

৩৩. আল-কুর'আন, ৬৫ (সূরা আত-তালাক): ৬

৩৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ২৫, পৃ. ১১১-২ (সূত্রঃ ইরশাদুস সারী, খ. ৮, পৃ. ২২৯; শারহু মিনহাজিত তুল্লাব, খ. ২, পৃ. ১০২; মুগনিউল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৩২)

ধরনের বাড়িতে একত্রে থাকতে তারা অস্বীকৃতি জানায় অথবা তাদের কোনো একজন অপছন্দ করে, তা হলে তাদেরকে এ ধরনের ঘরেও একত্রে রাখা জায়িয নয়। এ মতটি তাঁদের মাযহাবের দুর্বলতম অভিমত।[৩৫]

ঙ. সকল স্ত্রীর জন্য সমমানসম্পন্ন বাসগৃহের ব্যবস্থা করা

যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে, তা হলে সকলের জন্য সমমানসম্পন্ন ঘরের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। কেউ ধনীর মেয়ে হোক, কেউ গরীবের মেয়ে হোক, কেউ দ্বিতীয় বিবাহের স্ত্রী হোক, কেউ প্রথম বিবাহের স্ত্রীর হোক, কেউ পুরাতন হোক, কেউ নতুন হোক, সকলকেই এ ক্ষেত্রে সমানভাবে দেখতে হবে, তাদের মধ্যে বৈষম্য করা হারাম। একজনকে যে মানের ঘর দেবে, অন্যান্য স্ত্রীকেও ঠিক সেই রূপ ঘর দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾

> "যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তা হলে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাকো।"[৩৬]

হাদীসে স্ত্রীদের মধ্যে বৈষম্যকারীদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস সালাম) বলেন,

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ.

> "যে ব্যক্তির দুজন স্ত্রী আছে এবং সে যদি তাদের একজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে, তা হলে সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার শরীরের এক পার্শ্ব ঝুলতে থাকবে।"[৩৭]

চ. স্ত্রীর আবাসস্থল নির্বাচন প্রসঙ্গ

স্বামী তার ইচ্ছে অনুযায়ী তার স্ত্রীকে যে কোনো সুবিধাজনক এলাকায় থাকার ব্যবস্থা করতে পারে- এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হলো, একান্ত আপনজনদের মাঝে কিংবা সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকদের পাশে স্ত্রীর আবাসের ব্যবস্থা করা। যদি স্ত্রী কোনো জায়গায় অবস্থানের কারণে স্বামী বা তার আত্মীয়-

---

৩৫. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ২৫, পৃ. ১০৯ (সূত্রঃ ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ২০৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ১৮৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৫, পৃ. ১৯৬; আল-ফুরূ', খ. ৫, পৃ. ৩৬৪; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৩; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ৩১৬)

৩৬. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা'): ৩

৩৭. নাসা'ঈ, আহমাদ ইবনু শু'আইব, *আস-সুনান,* (অধ্যায়ঃ 'ইশরাতুন নিসা', পরিচ্ছেদঃ মাইলুর রাজুলি ইলা বা'দি নিসা'ইহি), হা. নংঃ ৩৯৪২

স্বজন কর্তৃক কোনো শারীরিক নির্যাতন বা আর্থিক ক্ষতি অথবা মানসিক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে কিংবা হচ্ছে অথবা এরূপ আশঙ্কা বোধ করে এবং এ মর্মে সে আদালতে অভিযোগ পেশ করে, তা হলে বিচারক তাকে নিরাপদ জায়গায় সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকদের পাশে তার আবাসের ব্যবস্থা করে দিতে নির্দেশ দেবে।[৩৮]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০-এর ১৫ নং ধারার ১. গ. ও ঘ. উপ-ধারায়ও অংশীদারী গৃহে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জন্য নিরাপদ আবাসের ব্যবস্থা করার আদেশ দেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীতে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ।

ছ. ঘরে স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের[৩৯] বসবাস প্রসঙ্গ

যদি স্ত্রী তার স্বামীর মালিকানাধীন কিংবা ভাড়াকৃত ঘরে তার সাথে তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে (পূর্ববর্তী স্বামীর সন্তান-সন্ততি ব্যতীত) কাউকে রাখতে চায়, তবে তার নিজের ইচ্ছায় এরূপ কিছু করার অধিকার তার থাকবে না। স্বামী তাকে এরূপ কাজ করা থেকে বারণ করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর যেমন অধিকার আছে যে, সে তার স্বামীর নিকট থেকে এমন ঘর দাবি করে নেবে, যেখানে স্বামীর কোনো আত্মীয়-স্বজন থাকতে বা আসতে না পারে, অনুরূপভাবে স্বামীরও অধিকার আছে যে, সে যে ঘর স্ত্রীকে থাকার জন্য দিয়েছে সেখানে স্ত্রীর কোনো আত্মীয়কে থাকতে না দেয়। তবে স্বামী যদি তার স্ত্রীর উক্তরূপ ইচ্ছায় সম্মতি প্রকাশ করে, তবেই স্ত্রী তার সাথে তার আত্মীয়-স্বজনদের রাখতে পারবে এবং তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহ ফাখরুদ্দীন আয-যায়লা'ঈ [মৃ.৭৪৩হি.] (রাহ.) বলেন,

> وَهَذَا لأَنَّهُمَا يَتَضَرَّرَان بالسُّكْنَى مَعَ النَّاس ، فَإِنَّهُمَا لاَ يَأْمَنَان عَلَى مَتَاعِهِمَا ، وَيَمْنَعُهُمَا ذَلِكَ مِنْ كَمَال الاسْتِمْتَاعِ وَالْمُعَاشَرَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَا ذَلِكَ ؛ لأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ، فَلَهُمَا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ .
>
> "এর কারণ হলো- ঘরে অন্য লোকের সাথে বসবাসের কারণে তারা দু জনেই ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। কেননা ঘরে অন্য লোকের উপস্থিতির কারণে তারা তাদের আসবাবপত্রের নিরাপত্তাহীনতা বোধ করতে পারে।

---

৩৮. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ২৫, পৃ. ১১২ (সূত্র: আল-বাহরুর রা'য়িক, খ. ৪, পৃ. ২১১; আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, খ. ৪, পৃ. ১৬; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ৪৫৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১২৫)

৩৯. এখানে স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন বলতে তার পিতামাতা অথবা অন্য মাহরাম আত্মীয় বা তার পূর্ববর্তী স্বামীর সন্তান-সন্ততিকে বোঝানো হয়েছে।

উপরন্তু, তা তাদের খোলামেলা সম্ভোগ ও মেলামেশার জন্যও প্রতিবন্ধক হতে পারে। তবে তারা দুজনেই যদি এ অবস্থা মেনে নেয়, তা হলে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এটা তাদের দু' জনের অধিকার। কাজেই এ বিষয়ে তাদের দুজনকেই একমত হতে হবে।"[৪০]

যদি স্ত্রী তার পূর্ববর্তী স্বামীর সন্তান-সন্ততিকে তার সাথে ঘরে রাখতে চায়, স্বামীর সম্মতি ছাড়া তা তার জন্য জায়িয হবে না। কাজেই যদি স্বামী সম্মত না হয়, তা হলে স্ত্রী তার ঐ সন্তান-সন্ততিকে তার সাথে রাখতে পারবে না। চাই বিয়ের সময় স্বামী তার স্ত্রীর ঐ সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে অবগত থাকুক বা না থাকুক- তাতে হুকমের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না। এটিই হানাফী, শাফি'ঈ ও হাম্বালী ইমামগণের অভিমত। তবে মালিকী ইমামগণের মতে, যদি স্বামী বিয়ের সময় অবগত হয় যে, তার স্ত্রীর পূর্ববর্তী স্বামীর সন্তান-সন্ততি রয়েছে, তা হলে স্ত্রী যদি তার সাথে তার ঐ সন্তান-সন্ততিকে রাখতে চায়, তা হলে স্বামী তাকে বাধা দিতে পারবে না। অনুরূপভাবে যদি ঐ সন্তান-সন্ততির লালনপালনের জন্য কোনো ধাত্রী না থাকে, তা হলেও স্বামী স্ত্রীকে তার সাথে তার পূর্ব স্বামীর সন্তান রাখতে বাধা দিতে পারবে না, যদিও সে বিয়ের সময় বিষয়টি অনবগত থাকে। কিন্তু যদি তাদের জন্য কোনো ধাত্রী থাকে, তা হলে স্ত্রীর জন্য তার সাথে তাদের রাখা জায়িয হবে না।

যদি স্ত্রীর ঘরটি স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মালিকানাধীন হয়, তা হলে স্ত্রী যদি তার সাথে তার আত্মীয়-স্বজনকে রাখতে চায়, তা হলে স্বামী তাকে বাধা দিতে পারবে না।[৪১]

জ. গৃহে স্ত্রীর নিরাপত্তা-সঙ্গিনীর আবাসনের ব্যবস্থা করা

স্ত্রীর নিরাপত্তাসঙ্গিনী বলতে স্বামীর অনুপস্থিতিতে ঘরে স্ত্রীর সাথে বসবাসকারী মহিলাকে বোঝানো হয়। আরবীতে তাকে الْمُؤْنِسَةُ বলা হয়।

স্বামী যদি ঘরের বাইরে থাকে এবং স্ত্রী ঘরে একাকী হয়, এ ধরনের অবস্থায় প্রয়োজনে (যেমন- ঘরে বিপদের আশঙ্কা থাকলে অথবা শত্রু কর্তৃক স্ত্রী আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকলে) স্ত্রীর সাথে অন্য একজন মহিলাকে রাখা এবং তার বসবাসের ব্যবস্থা করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। এটা হাম্বালী ইমামগণের

৪০. যায়লা'ঈ, ফাখরুদ্দীন 'উছমান, *তাবয়ীনুল হাকা'য়িক,* (কায়রোঃ দারুল কিতাবিল ইসলামী, ১৩১৩ হি.), খ. ৩, পৃ. ৫৮

৪১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ২৫, পৃ. ১১১ (সূত্রঃ তাবয়ীনুল হাকা'য়িক, খ. ৩, পৃ. ৫৮; ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রা'য়িক, খ. ৪, পৃ. ২১০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ৫৯৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১১৭; আল-বাহজাহ, খ. ১, পৃ. ৪১২)

অভিমত। অধিকাংশ হানাফী ইমামও এ মত পোষণ করেন। তাঁদের কথা হলো- স্ত্রীকে এরূপ কোনো ঘরে থাকতে বাধ্য করা, যেখানে সে নিজের নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে আর এ অবস্থায় যদি তার সাথে কোনো নিরাপত্তা-সঙ্গিনীও না থাকে, তাহলে এরূপ অবস্থা তাকে সংকটের মধ্যে ফেলে দেওয়ার নামান্তর। পবিত্র কুর'আনে স্ত্রীদেরকে কোনোরূপ সংকটে ফেলতে ও ক্ষতি করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾

"তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না।"[৪২]

অধিকন্তু, তা পবিত্র কুর'আনে স্ত্রীদের সাথে যে ন্যায়ানুগ জীবন যাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারও পরিপন্থী।[৪৩]

তবে স্বামী যদি তার স্ত্রীর জন্য এমন এলাকায় থাকার ব্যবস্থা করে, যেখানে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ প্রতিবেশীরা রয়েছে এবং স্ত্রীও উক্ত এলাকায় কোনোরূপ নিঃসঙ্গতা ও ভয় অনুভব করে না, তা হলে তার সাথে থাকার জন্য নিরাপত্তা-সঙ্গিনীর ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে না।

শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, স্ত্রীর সাথে তার নিরাপত্তা-সঙ্গিনী রাখা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। হানাফীগণের মধ্যেও কেউ কেউ এ মত পোষণ করেন। তবে অনেক হানাফী ইমামই (যেমন বিশিষ্ট ফাকীহ হাসান আশ-শুরুনবুলালী [৯৯৪-১০৬৯ হি.] রাহ. প্রমুখ) মনে করেন যে, তাঁদের এ মত সে অবস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে, যখন স্বামী সৎ লোকদের মাঝে তার স্ত্রীর আবাসের ব্যবস্থা করে থাকে এবং স্ত্রীও সেখানে থাকতে কোনোরূপ নিঃসঙ্গতা ও ভয় অনুভব করে না। যদি স্ত্রীর ঘর লোকালয় থেকে দূরে হয় এবং আশেপাশে অন্য কোনো ঘর না থাকে এবং সে নিজের জান-মালের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করে, তা হলে তার জন্য নিরাপত্তা-সঙ্গিনীর ব্যবস্থা করা ওয়াজিব হবে।[৪৪]

---

৪২. আল-কুর'আন, ৬৫ (সূরা আত-তালাক): ৬

৪৩. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }-"তোমরা তাদের সাথে ন্যায়ানুগভাবে জীবনযাপন করো।" (আল-কুর'আন, ৪ [সূরা আন-নিসা']: ১৯)

৪৪. ইবনু নুজাইম, যাইনুদ্দীন, *আল-বাহরুর রা'য়িক*, (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ), খ. ৪, পৃ. ২১১; ইবনু 'আবিদীন, মুহাম্মাদ আমীন, *রাদ্দুল মুহতার*, (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০০), খ. ৩, পৃ. ৬০২; বুহূতী, মানছূর, *কাশশাফুল কিনা'*, (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪০২ হি.), খ. ৫, পৃ. ৪৬৪

৩. গৃহে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

ক. স্বাস্থ্যকর আবাসের ব্যবস্থা করা

পিতামাতার ওপর শিশুর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, তার জন্য একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর আবাসের ব্যবস্থা করা, যাতে সে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠতে পারে।

খ. আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করা

পিতামাতার ওপর শিশুর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, একটি নির্দিষ্ট বয়সে তার জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

> مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.
>
> "তোমরা তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে নামাযের জন্য আদেশ করো। দশ বছর বয়সে তাদেরকে নামাযের জন্য (হালকা) প্রহার করো এবং তাদের প্রত্যেকের শয্যা আলাদা করে দাও।"[৪৫]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দশ বছর বয়সে প্রত্যেক শিশুর জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করা উচিত।[৪৬] ইমাম আবূ হামিদ আল-গাযালী [৪৫০-৫০৫ হি.] (রাহ.) বলেন, "ছয় বছর বয়স হলে তাকে আদব শিখাবে, নয় বছর বয়সে তার বিছানা পৃথক করে দেবে।"[৪৭]

সন্তানদের আলাদা শয্যার ব্যবস্থা পৃথক পৃথক কক্ষেও হতে পারে, একই কক্ষের বিভিন্ন জায়গায়ও হতে পারে; তবে প্রত্যেকের শয্যা আলাদা হতে হবে। কেননা দশ

---

৪৫. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (অধ্যায়ঃ আস-সালাত, পরিচ্ছেদঃ মাতা ইয়ুমারুল গুলামু বিস সালাতি), হা. নংঃ ৪৯৫

৪৬. 'আইনী, বাদরুদ্দীন, *শারহু সুনানি আবী দাউদ*, (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৯), খ. ২, পৃ. ৪১৬

৪৭. বর্ণনা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

... فإذا بلغ ست سنين أدب فإذا بلغ تسع سنين عزل فراشه فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة فإذا بلغ ست عشرة سنة زوجه أبوه....

"...সন্তান ছয় বছর বয়সে পৌঁছলে আদব শিক্ষা দেবে, নয় বছর বয়সে পৌঁছলে তার বিছানা পৃথক করে দেবে, তেরো বছর বয়সে পৌঁছলে তাকে নামাযের জন্য প্রহার করবে এবং ষোল বছর বয়সে পৌঁছলে বিয়ে করিয়ে দেবে, ...।"

(গাযালী, আবূ হামিদ মুহাম্মাদ, *ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, [বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ], খ. ২, পৃ. ২১৭) এ হাদীসটি কোথাও বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণিত নেই।

বছর বয়সে শিশুরা বয়ঃসন্ধির নিকটে পৌঁছে যায় এবং তাদের লিঙ্গ সম্প্রসারিত হয়। এরূপ অবস্থায় তারা সকলে একসাথে থাকলে - চাই তারা সকলেই ছেলে হোক কিংবা মেয়ে অথবা ছেলে ও মেয়ে- যে কোনো সময় তাদের মধ্যে কিছু না কিছু কুমনোবৃত্তি জাগ্রত হতে পারে, যার পরিণাম মোটেও সুখকর নয়। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবদুর রা'উফ আল-মুনাবী [৯৫২-১০৩১ হি.] (রাহ.) বলেন,

فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشراً، حذرا من غوائل الشهوة وإن كن أخوات.

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রত্যেকের বিছানা পৃথক করে দাও, যখন তারা দশ বছর বয়সে পৌঁছে, যদিও তারা একে অপরের বোন হয়। এর পেছনে উদ্দেশ্য হলো- তাদেরকে অসৎ মনোবৃত্তির ছোবল থেকে রক্ষা করা।" [৪৮]

৪. পিতা-মাতার জন্য আবাসের সুব্যবস্থা করা

যদি পিতামাতা -মুসলিম হোক বা অমুসলিম- অভাবী হন এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন মতো জীবিকা উপার্জন করতে অক্ষম হন, কিন্তু তাঁদের ভরণপোষণের সামর্থ্য তাদের সন্তান-সন্ততির থাকে, তখন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ তাদের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব তাঁদের সন্তান-সন্ততির ওপর বর্তাবে।[৪৯] এমনকি তাদের পিতা-মাতার সেবা যত্নে নিয়োজিত কাজের লোকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বও তাদের ওপর বর্তাবে। বিশিষ্ট ফাকীহ ইবনুল মুনযির [২৪২ - ৩১৯ হি.] (রাহ.) এ বিষয়ে 'আলিমগণের ইজমা' নকল করেছেন। তিনি বলেন,

أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.

"সকল 'আলিমই এ বিষয়ে একমত যে, উপার্জন-অক্ষম ও সম্পদহীন অভাবী পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের ভার সন্তান-সন্ততির সম্পদের ওপর বর্তাবে।"[৫০]

---

৪৮. মুনাবী, মুহাম্মাদ আবদুর রা'উফ, *ফায়যুল কাদীর,* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪), খ. ৫, পৃ. ৬৬৫

৪৯. কাসানী, 'আলাউদ্দীন, *বাদায়ি'উছ ছানা'ই,* (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরবী, ১৯৮২), খ. ৪. পৃ. ৩০; ইবনু কুদামাহ, আবূ মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী, *আল-মুগনী,* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৫), খ. ৯, পৃ. ২৫৭; বুরহানুদ্দীন, আবূ ইসহাক, *আল-মুবদি',* (রিয়াদঃ দারু 'আলামিল কিতাব, ২০০৩), খ. ৮, পৃ. ১৮৬

৫০. ইবনু কুদামাহ, *প্রাগুক্ত,* খ. ৯, পৃ. ২৫৭

কাজেই পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ ও সেবা-শুশ্রূষা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনে তাঁদের প্রতি সন্তানদের অন্যতম দায়িত্ব হলো- সন্তানরা একই সাথে একই ঘরে পিতা-মাতার সাথে বসবাস করবে। যদি কোনো অনিবার্য কারণে[৫১] পিতা-মাতাকে নিজের সাথে একই ঘরে রাখা সম্ভব না হয়, তবেই তাঁদের বসবাসের জন্য নিজের সামর্থ্যানুযায়ী প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ একটি সুন্দর আবাসের ব্যবস্থা করে দেবে এবং নিয়মিত তাদের খোঁজ-খবর নেবে।

উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ ইমামের মতে, পিতা-মাতার অবর্তমানে যদি দাদা-দাদী ও নানা-নানী থাকে এবং তারা যদি অভাবী হয়, তা হলে তাদের ভরণ-পোষণ ও আবাসনের দায়িত্বও নাতী-নাতনীর ওপর বর্তাবে। অনুরূপভাবে নাতী-নাতনী যদি ছোট ও সহায়হীন হয়, তা হলে তাদের পিতা-মাতার অবর্তমানে তাদের ভরণ-পোষণ ও আবাসনের দায়িত্বও দাদা-দাদী ও নানা-নানী ওপর বর্তাবে।[৫২]

পিতামাতার প্রতি উপরিউক্ত দায়িত্ব একই সাথে নৈতিক এবং আইনগতও। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا﴾

"আর তোমার রাব্ব আদেশ করেছেন, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো 'ইবাদাত করো না এবং তোমরা (তোমাদের) পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো।"[৫৩]

এ আয়াতে পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য, তাদের প্রতি সদাচরণের অন্যতম দাবি হলো- তাদের অভাব-অনটনের সময় তাদের ভরণ-পোষণ ও আবাসনের সুন্দর ব্যবস্থা করা।[৫৪] একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে একজন লোক বললো যে, তার পিতা তার সম্পত্তি করায়ত্ত করতে চায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ.

"তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার জন্য। (জেনে রেখো,) তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা হলো তোমাদের উত্তম উপার্জন। কাজেই তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ করো।"[৫৫]

---

৫১. যেমন- স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে একজন অপরজনের পিতামাতার সাথে একই ঘরে থাকতে রাযী না হওয়া অথবা সন্তানের কর্মস্থল দূরে হলে এবং পিতামাতা সেখানে যেতে না চাওয়া প্রভৃতি।

৫২. এটাই অধিকাংশ ইমামের অভিমত। (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ১৫, পৃ. ১১৪ - ৫)

৫৩. আল-কুর'আন, ১৭ (সূরা আল-ইসরা') : ২৩

৫৪. কাসানী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪. পৃ. ৩০

৫৫. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (অধ্যায়: আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ: আর-রাজুলু ইয়া'কুলু মিন মালি ওয়ালাদিহি), হা. নং: ৩৫৩২

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

"মানুষের নিজের উপার্জনের খাবার হলো সর্বোত্তম খাবার। আর সন্তান হলো তাঁর অন্যতম উপার্জন।"[৫৬]

তিনি আরো বলেন,

إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ) فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا.

"তোমাদের সন্তানরা হলো তোমাদের জন্য আল্লাহর দান। আল্লাহ্ যাকে চান মেয়ে সন্তান দান করেন, যাকে চান ছেলে সন্তান দান করেন। কাজেই তারা এবং তাদের ধন-সম্পদ তোমাদের জন্য, যদি তোমরা তাদের ধন-সম্পদের প্রতি মুখাপেক্ষী হও।"[৫৭]

খালীফাতু রাসূলিল্লাহ আবূ বাক্র আছ-ছিদ্দীক (রা.) সন্তানের সম্পদে পিতার অধিকার সম্পর্কে জনৈক পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِه مَا يَكْفِيكَ

"তার (অর্থাৎ সন্তানের) সম্পদে তোমার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের মতো অধিকার রয়েছে।"[৫৮]

কাজেই কোনো মু'মিন তাঁর পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ কসূর করতে পারেন না। যদি কেউ এ দায়িত্ব পালন না করে, তবে আইন প্রয়োগ করে তাকে এ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা যাবে। এ কথা সকলকেই মনে রাখা দরকার যে, একটা সন্তানকে মানুষ ও বড় করতে পিতা-মাতা তাদের সামর্থ্যের সবকিছু বিসর্জন দেয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো, অনেকেই বড় হওয়ার পর ভুলে যায় তাদের পিতা-মাতার অবদান। ছেলেরা বিয়ে-শাদীর

বিশিষ্ট হাদীস গবেষক আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি সাহীহ।

৫৬. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (অধ্যায়: আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ: আর-রাজুলু ইয়া'কুলু মিন মালি ওয়ালাদিহি), হা. নং: ৩৫৩০
বিশিষ্ট হাদীসগবেষক আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি সাহীহ।

৫৭. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* (অধ্যায়: আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ: নাফাকাতুল আবাওয়াইন), হা. নং: ১৬১৬২
বিশিষ্ট হাদীসগবেষক আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি সাহীহ।

৫৮. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* (অধ্যায়: আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ: নাফাকাতুল আবাওয়াইন), হা. নং: ১৬১৭১

পর পিতা-মাতা থেকে পৃথক হয়ে বসবাস শুরু করে। ফলে বৃদ্ধাবস্থায় অনেক পিতা-মাতা ক্ষুধা ও চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। এটা সত্য যে, বাংলাদেশের পারিবারিক বন্ধন অন্য অনেক দেশের তুলনায় দৃঢ়; কিন্তু এখানেও ইদানীং দেখা যাচ্ছে যে, বৃদ্ধাশ্রমে বেশ ভিড় জমছে। সন্তানরা তাদের পিতা-মাতার খোঁজ-খবর রাখছে না। এ জন্য সরকার ২০১৩ সালে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ নামে একটি আইন প্রণয়ন করেছে। নিম্নে আইনটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তোলে ধরা হলো-

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩

৩। পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ

(১) প্রত্যেক সন্তানকে তাহার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করতে হবে।

(২) কোন পিতা-মাতার একাধিক সন্তান থাকিলে সেইক্ষেত্রে সন্তানগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহাদের পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানকে পিতা-মাতার একইসঙ্গে একই স্থানে বসবাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) কোন সন্তান তাহার পিতা বা মাতাকে বা উভয়কে তাহার, বা ক্ষেত্রমত, তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কোন বৃদ্ধনিবাস কিংবা অন্য কোথাও একত্রে কিংবা আলাদা আলাদাভাবে বসবাস করতে বাধ্য করিবে না।

(৫) প্রত্যেক সন্তান তাহার পিতা এবং মাতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখিবে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করিবে।

(৬) পিতা বা মাতা কিংবা উভয়, সন্তান হইতে পৃথকভাবে বসবাস করিলে, সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানকে নিয়মিতভাবে তাহার, বা ক্ষেত্রমত, তাহাদের সহিত সাক্ষাত করিতে হইবে।

(৭) কোন পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ে, সন্তানদের সহিত বসবাস না করিয়া পৃথকভাবে বসবাস করিলে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত পিতা বা মাতার প্রত্যেক সন্তান তাহার দৈনন্দিন আয়-রোজগার, বা ক্ষেত্রমত, মাসিক আয় বা বাৎসরিক আয় হইতে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ পিতা বা মাতা, বা ক্ষেত্রমত, উভয়কে নিয়মিত প্রদান করিবে।

৪। পিতা-মাতার অবর্তমানে দাদা-দাদী, নানা-নানীর ভরণ-পোষণ

প্রত্যেক সন্তান তাহার

(ক) পিতার অবর্তমানে দাদা-দাদীকে, এবং

(খ) মাতার অবর্তমানে নানা-নানীকে

ধারা ৩ এ বর্ণিত ভরণ-পোষণ প্রদানে বাধ্য থাকিবে এবং এই ভরণ-পোষণ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ হিসাবে গণ্য হইবে।

৫। পিতা-মাতার ভরণ পোষণ না করিবার দণ্ড

১. কোন সন্তান কর্তৃক ধারা ৩ এর যে কোন উপ-ধারার বিধান কিংবা ধারা ৪ এর বিধান লঙ্ঘন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে; বা উক্ত অর্থদণ্ড অনাদায়ের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।[৫৯]

৫. চাকর-নফরদের জন্য আবাসের ব্যবস্থা

গৃহকর্তার ওপর ঘরে বসবাসকারী চাকর-নফরদের একটি অধিকার হলো, তাদের জন্য একটি মানসম্মত ভালো আবাসের ব্যবস্থা করা। এটা অত্যন্ত অমানবিক ব্যাপার যে, নিজেরা অত্যন্ত বিলাসবহুল অট্টালিকায় অতি আরাম-আয়েশে বসবাস করবে, আর তাদের সেবাদানকারী চাকর-নফররা কুরুচিপূর্ণ ও অত্যন্ত সংকীর্ণ কুঠরিতে মানবেতর জীবনযাপন করবে। ইসলাম এরূপ বৈষম্যপূর্ণ আচরণকে সমর্থন করে না। আল-মা'রূর ইবনু সুওয়াইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ যার্ (রা.)-এর সাথে রাবাযাহ নামক স্থানে দেখা করেছিলাম। এ সময় তিনি এবং তার খাদিম উভয়েই এক একটি চাদর ও ইযার পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। আমি তাঁকে এ সমতা রক্ষার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন, আমি একবার আমার নিজের এক ক্রীতদাসকে গালি দিয়েছিলাম। এ সময় আমি তার মাতাকে নিন্দা করে তাকে লজ্জা দেই। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন,

يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

---

৫৯. www.bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_sections_detaiL.php?id=1132§ions_id=4332 Date: 15. 04. 2015

"আবূ যার্, তুমি তাকে তার মাতাকে নিন্দা করে লজ্জা দিলে! তুমি তো এমন লোক, যার মধ্যে এখনও জাহিলিয়্যাত বিরাজমান। (মনে রেখো!) তোমাদের গোলামরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই কারো অধীনে তার ভাই থাকলে সে নিজে যা আহার করে এবং যা পরিধান করে, তাকেও যেন তা আহার করায় ও পরিধান করায়। আর তাদেরকে বেশি কষ্টকর কাজ করতে দিও না। এরূপ কাজ করতে দিলে তাদেরকে ঐ কাজে সাহায্য করো।"[৬০]

এ হাদীসে খানাপিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে মালিক ও চাকর-নফরদের মধ্যে বৈষম্য না করতে বলা হয়েছে। তা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বসবাসের ক্ষেত্রেও মালিক ও চাকর-নফরদের মধ্যে বৈষম্য করা সমীচীন নয়। তবে এ নির্দেশ মেনে চলা একান্ত বাধ্যতামূলক নয়।[৬১] এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি নির্দেশনা মাত্র, যা উত্তম আচরণের পর্যায়ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, মালিক এবং চাকর-নফরদের থাকা-খাওয়া ও পরার মধ্যে সমতা রক্ষা করা হয় না- এটাই প্রচলিত ও প্রথাগত রীতি। এ রীতিতে দোষের কিছু থাকে না, যদি প্রচলিত নিয়ামানুযায়ী ন্যায়ানুগভাবে তাদের থাকা-খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ.

"গোলামের জন্য প্রচলিত নিয়মানুযায়ী খাবার ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।"[৬২]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যদি ঘরের চাকর-নফরদের জন্য প্রচলিত নিয়মানুযায়ী থাকা-খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করা হয়, তাতে কোনো দোষ নেই। তবে প্রচলিত নিয়ম থেকে উত্তম মানের থাকা-খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করা হলে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও মহান চরিত্রের পরিচয় হবে। ইসলামের উদারনৈতিক জীবনব্যবস্থা তাঁর অনুসারীগণের নিকট থেকে এরূপ মহৎ আচরণই কামনা করে।

---

৬০. বুখারী, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ: আল-মা'আছী মিন আমরিল জাহিলিয়্যাতি...), হা. নং: ৩০

৬১. ইবনু বাত্তাল, আবুল হাসান 'আলী, *শারহু সাহীহিল বুখারী,* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৩), খ. ৭, পৃ. ৬৪; 'আইনী, বাদরুদ্দীন, *'উমদাতুল কারী,* খ. ২, পৃ, ৫৯

৬২. মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-আইমান, পরিচ্ছেদ: ইত'আমুল মামলূক মিম্মা ইয়া'কুলু ...), হা. নং: ৪৪০৬

৬. গৃহে অতিথিদের জন্য থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা করা

ঘরে অতিথিদের জন্য থাকা ও খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এটা ঘরের আভিজাত্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। ইসলাম আতিথেয়তাকে একটি অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

"...তোমার ওপর তোমার অতিথির অধিকার রয়েছে।"[৬৩]

অন্য একটি হাদীসে তিনি একে ঈমানের অন্যতম দাবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

"...আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানদের সম্মান করে।"[৬৪]

উল্লেখ্য যে, আতিথেয়তা নাবী-রাসূলগণের সুন্নাত এবং সালাফে সালিহীনের চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

كَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَيَّفَ الضَّيْفَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

"যিনি সর্বপ্রথম মেহমানদের আদর-আপ্যায়ন করেন, তিনি হলেন সাইয়িদুনা ইব্রাহীম ('আলাইহিস সালাম)।[৬৫]

মেহমানদের জন্য তাঁর একটি বিশেষ ঘর ছিল। এ ঘরের দরজা সর্বক্ষণ খোলা থাকতো। যে কেউ বিনা অনুমতিতে সেখানে প্রবেশ করতে পারতো। এ কারণে

---

৬৩. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আত-তাতাও'উ, পরিচ্ছেদ: মা ইয়ু'মারু বিল কাসদ ফিস সালাত), হা. নং: ১৩৭১

৬৪. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: ইকরামুদ দায়ফ...), হা. নং: ৫৭৮৭; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (অধ্যায়: আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ: আল-হাছছু 'আলা ইকরামিল জারি ওয়াদ দায়ফ), হা. নং: ১৮২

৬৫. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (পরিচ্ছেদ: ৬৮/ ইকরামুদ দায়ফ), হা. নং: ৯১৭০
কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনিই সর্বপ্রথম অতিথিশালা নির্মাণ করেন। এর দুটি দরজা ছিল। এক দরজা দিয়ে মেহমানরা প্রবেশ করতো এবং অন্য দরজা দিয়ে বের হতো। সেখানে মেহমানদের জন্য তিনি গ্রীষ্ম ও শীতকালের উপযোগী কাপড়ও রেখেছিলেন। তা ছাড়া সেখানে একটি দস্তরখানা সার্বক্ষণিক বিছানো থাকতো। মেহমানরা এসে খেতো এবং প্রয়োজনে কাপড় বদলাতো এবং পরতো। (সাফারীনী, মুহাম্মাদ, *গিযাউল আলবাব*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০২, খ. ২, পৃ. ১১৫)

তাঁর একটি উপনাম ছিল أبو الضيفان (অতিথিদের পিতা)।[৬৬] তিনি একা খাবার খেতে অপছন্দ করতেন। যখন ঘরে কোনো মেহমান না থাকতো, তখন তিনি কখনো দু/এক মাইল পর্যন্ত হেঁটে মেহমান যোগাড় করতেন এবং তার সাথে বসে খেতেন।[৬৭] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চরিত্রেরও একটি উজ্জ্বল দিক হলো, অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করা। ওহী নাযিলের প্রথম ঘটনায় শঙ্কিত হয়ে যখন তিনি স্ত্রী খাদীজাহ (রা.)কে সব ঘটনা বিবৃত করলেন, তখন খাদীজাহ (রা.) তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন,

كَلا وَاللّٰه مَا يُخْزِيكَ اللّٰهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، ... وَتَقْرِي الضَّيْفَ،...

> **"না, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আল্লাহর কসম! তিনি কখনোই আপনাকে অপমানিত করবেন না। কেননা আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, ..., অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করেন, ...।"[৬৮]**

অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো, আজকের মুসলিম সমাজে আতিথেয়তার মধ্যে এমন অনেক বিদ'আত, কুপ্রথা, বাহুল্য ও সামাজিক বাড়াবাড়ি অনুপ্রবেশ করেছে, যার ফলে বর্তমানে তা অনেক ব্যয়বহুল, কৃত্রিম ও ক্লেশযুক্ত আচরণে পরিণত হয়ে গেছে। এর ফলে আতিথেয়তার প্রতি লোকদের আগ্রহ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। যদি আমরা আন্তরিকতার সাথে আতিথেয়তার হক যথাযথরূপে আদায় করতে পারতাম, তা হলে এর ফলে সমাজের লোকদের পারস্পরিক হানাহানি ও হিংসা-বিদ্বেষ অনেকাংশে হ্রাস পেতো এবং তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হতো। আমরা নিম্নে আতিথেয়তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক তোলে ধরছি।

ক. বসা ও থাকার সুব্যবস্থা করা

ঘরে অতিথিদের বসা ও থাকার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে তারা নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে বিশ্রাম নিতে পারে। এ জন্য বাড়ির মধ্যে অতিথিদের জন্য পৃথক ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে অথবা ঘরের মধ্যেও একান্তে থাকার মতো পৃথক কক্ষ নির্ধারণ করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.

---

৬৬. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (পরিচ্ছেদঃ ৬৮/ ইকরামুদ দায়ফ), হা. নংঃ ৯১৭২; 'আইনী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ১৪৪

৬৭. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, 'আবদুল্লাহ, *কিরাদ দায়ফ*, (রিয়াদঃ আদওয়াউস সালাফ, ১৯৯৭), হা. নংঃ ৯

৬৮. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবু বাদ'য়িল অহী), হা. নংঃ ৩

"(ঘরে) একটি বিছানা থাকবে পুরুষের জন্য, আর একটি বিছানা থাকবে তার স্ত্রীর জন্য, তৃতীয় বিছানা থাকবে অতিথির জন্য এবং (অতিরিক্ত) চতুর্থ বিছানাটি হবে শয়তানের জন্য।"[৬৯]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ঘরের মধ্যে অতিথিদের বসা ও থাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকা দরকার।

খ. নিজ হাতে মেহমানের সেবা করা

শারী'আতের দৃষ্টিতে আতিথেয়তার একটি শিষ্ট রীতি হলো, মেজবান নিজ হাতে মেহমানের সেবা করবে এবং এ কাজকে সে নিজের জন্য অবমাননাকর মনে করবে না। অপরদিকে মেহমানও তাকে এ সৌজন্যমূলক আচরণ করা থেকে বারণ করবে না। আবূ কাতাদাহ (রা.) বলেন, যখন বাদশাহ নাজ্জাশী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সেবা করতে লাগলেন। এ সময় সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন, نَحْنُ نَكْفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ. - "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরাই তো যথেষ্ট।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

كَلَّا إِنَّهُمْ كَانُوا لِأَصْحَابِي مُكْرِمِيْنَ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُكَافِئَهُمْ.

"কখনো না, তাঁরা আমার সাহাবীগণকে সম্মানিত করেছিল। অতএব, আমি নিজেই তাদের প্রতিদান দিতে চাই।"[৭০]

সাইয়িদুনা 'আলী ইবনুল হুসাইন (রা.) বলেন,

مِنْ تَمَامِ الْمُرُوءَةِ خِدْمَةُ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ كَمَا خَدَمَهُمْ أَبُونَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ .

"মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় হলো, সে নিজে তার মেহমানের সেবা করবে, যেমন আমাদের পিতা ইব্রাহীম ('আলাইহিস সালাম) নিজে তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে মেহমানদের খিদমত করতেন।"[৭১]

---

৬৯. মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়:আল-লিবাস ওয়ায যীনাত, পরিচ্ছেদ: কারাহাতু মা যাদা 'আলাল হাজাতি), হা. নং: ৫৫৭৩
হাদীসে চতুর্থ বিছানাটি শয়তানের জন্য বলার কারণ হলো- এটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু তৈরি করা হয় তাতে প্রায়ই উদ্দেশ্য থাকে গর্ব, অহঙ্কার ও বড় মানুষী প্রদর্শন। বলাই বাহুল্য, এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে যে কাজই করা হোক না কেন তা গর্হিত এবং এ কাজের মন্ত্রণাদাতা হিসেবে শয়তানের দিকেই এর সম্পর্ক করা হয়। (নাবাবী, *আল-মিনহাজ শারহু সাহীহি মুসলিম,* বৈরূত: দারু ইহয়াইত তুরাছিল 'আরবী, ১৩৯২ হি., খ. ১৪, পৃ. ৫৯)

৭০. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *মাকারিমুল আখলাক,* (কায়রো: মাকতাবাতুল কুর'আন, ১৯৯০), হা. নং: ৩৬৭; গাযালী, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ১৮

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾

"অতঃপর তিনি দ্রুত ও সন্তর্পণে ঘরে গেলেন এবং একটি ঘি দ্বারা ভাজা মোটা বাছুর নিয়ে আসলেন। অতঃপর তিনি তা তাদের সামনে রেখে বললেন, তোমরা আহার করছো না কেন?"[৭২]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, সাইয়্যিদুনা ইব্রাহীম ('আলাইহিস সালাম) নিজ হাতে তাদের মেহমানদারি করলেন। তার কোনো চাকর-নওকরকে মেহমানদের খিদমতের জন্য প্রেরণ করেন নি। তিনি নিজেই মেহমানদের জন্য খাবার আনতে ভেতরে গেলেন এবং নিজ হাতে খাবার নিয়ে আসলেন এবং তাদেরকে খেতে অনুরোধ জানালেন। বস্তুত মেজবানের নিজের হাতের মেহমানদারির মধ্যেই মেহমানদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অনেক লোকের মধ্যে এ রীতি ছড়িয়ে পড়েছে যে, তারা সম্পদের প্রাচুর্য ও আভিজাত্যের মিথ্যা দম্ভের কারণে নিজেদের হাতে অতিথিদের সৎকার করতে চায় না। তারা একে নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের পরিপন্থী কাজ মনে করে। তাদের ধারণা হলো- এ কাজ চাকর-নওকরদের। আর মেহমানরাও মেজবানকে তার সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানের কারণে তাদের কোনো রূপ সেবা করতে বাধা দিয়ে থাকে এবং পরস্পর একে অপরকে দোহাই দিতে থাকে।

গ. তিন দিন পর্যন্ত আদর-আপ্যায়ন করা

সাইয়্যিদুনা আবূ শুরাইহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ.

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানের যথাযথ আদর-আপ্যায়ন করে।"

জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا جَائِزَتُهُ؟- "ইয়া রাসূলাল্লাহ, তার যথাযথ আদর-আপ্যায়ন কী? তিনি জবাব দিলেন,

يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ.

---

৭১. মুহাম্মাদ আস-সাফারীনী, *গিযা'উল আলবাব শারহু মানযূমাতিল আদাব,* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০২), খ. ২, পৃ. ১১৭; 'আলী মাহফূয, শায়খ, *আল-ইবদা' ফী মাদাররিল ইবতিদা'*, (অনু. সুন্নাত ও বিদ'আত, মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন, দেওবন্দ: যমযম বুক ডিপো. লি.), পৃ. ৫২২

৭২. আল-কুর'আন, ৫১ (সূরা আয-যারিয়াত): ২৬-৭

"একদিন একরাত (অর্থাৎ প্রথম একদিন একরাত তাঁকে খুবই আদর-যত্ন করা উচিত)। আর আতিথেয়তা হলো তিনদিন (অর্থাৎ পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনও তার আতিথেয়তা করা উচিত; তবে তা হবে সাধারণ নিয়মে)। এর অতিরিক্তটুকু তার জন্য সাদাকাহ।"[৭৩]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মেহমানদের তিনদিন পর্যন্ত রাখা এবং এ সময় সামর্থ্যানুযায়ী তাদের ভালোভাবে আদর-আপ্যায়ন করা উচিত।

ঘ. হৃদ্যতার সাথে বিদায় জানানো

সুন্নাত হলো- মেহমানকে বিদায় দেওয়ার সময় অন্তত ঘরের দরজা পর্যন্ত মেহমানের সাথে গমন করা, এরপর তাকে বিদায় জানানো। সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُشَيِّعَ الضَّيْفَ إِلَى بَابِ الدَّارِ.

"সুন্নাত হলো- মেহমানকে ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবে।"[৭৪]

সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ.

"সুন্নাত হলো মেজবান মেহমানের সাথে ঘরের দরজা পর্যন্ত বের হবে।"[৭৫]

বিশিষ্ট ফাকীহ তাবি'ঈ 'আমির আশ-শা'বী [১৯-১০৩ হি.] (রাহ.) বলেন,

مِنْ تَمَامِ زِيَارَةِ الزَّائِرِ أَنْ تَمْشِيَ مَعَهُ إِلَى بَابِ الدَّارِ وَتَأْخُذَ بِرِكَابِهِ.

"সাক্ষাতের জন্য আগত ব্যক্তির সাক্ষাত পরিপূর্ণ হবে, যদি তুমি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দাও এবং তার বাহনের লাগাম ধরে রেখো।"[৭৬]

সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ أَمْسَكَ بِرِكَابِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، لا يَرْجُوهُ وَلا يَخَافُهُ، غُفِرَ لَهُ.

---

৭৩. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: ... লা ইয়ু'যি জারাহু ..), হা. নং: ৫৬৭৩; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-লুকতাহ, পরিচ্ছেদ: আদ-দিয়াফাতু ...), হা. নং: ৪৬১০

৭৪. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান* (পরিচ্ছেদ: ৬৮/ইকরামুদ দায়ফ), হা. নং: ৯২০২

৭৫. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (অধ্যায়: আল-আত'ইমাহ, পরিচ্ছেদ: আস-সাদাফাহ), হা. নং: ৩৩৫৮ এ হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। কেউ কেউ মাওদূ' (জাল) বলেও উল্লেখ করেছেন।

৭৬. মুহাম্মাদ আস-সাফারীনী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১২৫; 'আলী মাহফূয, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৩

"যে ব্যক্তি এমন কোনো মুসলিম ভাইয়ের বাহনের লাগাম ধরে রাখলো, যার কাছে তার কোনো আশাও নেই, ভয়ও নেই, তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।"[৭৭]

বর্ণিত রয়েছে যে, একবার 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) যায়দ ইবনু ছাবিত (রা.)-এর বাহনের লাগাম ধরে রাখলেন। যায়দ (রা.) তাঁকে বললেন, تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই! আপনি আমার বাহনের লাগাম ছেড়ে দিন।" এ কথা শোনে তিনি বললেন, إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا.-"আমরা তো বড়জন ও 'আলিমদের সাথে এরূপ আচরণই করে থাকি।"[৭৮]

৭. অংশীদারী বাসগৃহে সংক্ষুব্ধ[৭৯] ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান

রক্ত সম্বন্ধ বা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যে সব লোক একই গৃহে একসাথে থাকে, ইসলাম গৃহে তাদের সকলের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে স্ত্রীদের সাথে সুন্দর ও ন্যায়ানুগ আচরণের নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন,

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ... وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর যিম্মাতেই গ্রহণ করেছো। ... আর তোমাদের ওপর ন্যায়ানুগভাবে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রয়েছে।"[৮০]

---

৭৭. তাবারানী, আবুল কাসিম সুলাইমান, *আল-মু'জামুল কাবীর*, (মাওসিল: মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ১৯৮৩), হা. নং: ১০৬৭৮, *আল-মু'জামুল আওসাত*, (কায়রো: দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.), হা. নং: ১০১২

৭৮. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (অধ্যায়: আল-ফারা'য়িদ, পরিচ্ছেদ: তারজীহু কাওলি যায়দ ...), হা. নং: ১২৫৫৮; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (অধ্যায়: মা'আরিফাতুস সাহাবাহ, পরিচ্ছেদ: মানাকিবু যায়দ ইবনি ছাবিত রা.), হা. নং: ৫৭৮৫ হাকিম (রাহ.) বলেন, এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রাহ.)-এর শর্তে উত্তীর্ণ একটি বিশুদ্ধ হাদীস।

৭৯. সংক্ষুব্ধ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে এরূপ কোনো ব্যক্তি, যে কোনো পরিবারের সাথে রক্ত সম্বন্ধ বা বৈবাহিক সম্পর্ক থাকার কারণে একই গৃহে বসবাস করে এবং সে পরিবারের অপর কোনো সদস্য কর্তৃক শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন অথবা আর্থিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে। এরূপ ব্যক্তি শিশুও হতে পারে, নারীও হতে পারে।

৮০. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-মানাসিক, পরিচ্ছেদ: সিফাতু হাজ্জাতিন নাবী সা.), হা. নং: ১৯০৭

উল্লেখ্য যে, স্ত্রীদের জন্য স্বাধীন ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করাও তাদের ভরণ-পোষণের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এ হাদীসে স্বামীদেরকে ন্যায়ানুগভাবে তাদের স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য হলো, তার স্ত্রীর জন্য প্রচলিত নিয়মে এমন আবাসের ব্যবস্থা করা, যাতে সে নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে। অনুরূপভাবে অংশীদারী গৃহে ভাইবোন, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন প্রত্যেককেই অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল ও ন্যায়ানুগ আচরণ করতে হবে। তাদের কারো এরূপ কোনো আচরণ করা সমীচীন নয়, যাতে ঘরের অপর কারো কোনো ধরনের অধিকার হরণ হয় কিংবা কারো নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। যদি কোনো ব্যক্তি পরিবারের কারো এরূপ কোনো আচরণের কারণে সংক্ষুব্ধ হয়, তা হলে অংশীদারী বাসগৃহে তার অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার স্বার্থে প্রতিপক্ষকে প্রয়োজনে বাসগৃহ থেকে সাময়িকভাবে উচ্ছেদ করা যেতে পারে কিংবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্মতিতে তার জন্য অন্যত্র নিরাপদ আবাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সত্যনিষ্ঠ খালীফাগণ ঘরে অসংযত আচরণকারীদেরকে শাস্তিস্বরূপ সাময়িকভাবে ঘর থেকে বের করে দিতেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০-এর ১৫ নং ধারায়ও অংশীদারী গৃহে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অধিকার ও নিরাপত্তার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।[৮১]

---

৮১. ধারাঃ ১৫- বসবাস আদেশ

১. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত নিম্নরূপ বসবাস আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ-

ক. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যে অংশীদারী বাসগৃহে বা উহার যে অংশে বসবাস করেন সেই গৃহে বা অংশে প্রতিপক্ষকে বসবাস করিবার বা যাতায়াত করিবার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ;

খ. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অংশীদারী বাসগৃহ বা উহার কোন অংশ হইতে বেদখল করা বা ভোগ দখলে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি সংক্রান্ত কার্য হইতে প্রতিপক্ষকে বারিত করা;

গ. আদালতের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সুরক্ষা আদেশ বলবৎ থাকা অবস্থায় অংশীদারী বাসগৃহ সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাহার সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, তাহা হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্মতির প্রেক্ষিতে আদালত প্রয়োগকারী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জন্য নিরাপদ আশ্রয় স্থানের ব্যবস্থা করা;

ঘ. উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জন্য অংশীদারী বাসগৃহের বিকল্প বাসস্থান বা অনুরূপ বাসস্থানের জন্য ভাড়া প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ; .....

৩. যদি আদালতের এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য প্রতিপক্ষকে অংশীদারী বাসগৃহ হইতে সাময়িকভাবে উচ্ছেদ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে আদালত প্রতিপক্ষকে অংশীদারী বাসগৃহ হইতে

৮. উপার্জন-অক্ষম নিঃস্ব ব্যক্তির আবাসন

উপার্জন-অক্ষম নিঃস্ব ব্যক্তির (যেমন শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, পথশিশু, কর্মাক্ষম বৃদ্ধ ও দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থ ব্যক্তির) যদি কোনো আবাস না থাকে, তা হলে তার আত্মীয়-স্বজনের একান্ত দায়িত্ব হলো, তার প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ত আবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এটা আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদাচারের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى﴾

"আর সদাচার করো পিতামাতার সাথে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথেও।"[৮২]

এ আয়াতে পিতামাতার পর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাদের সাথে সদাচারের একটি প্রধান দিক হলো তাদেরকে প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা করা। বিশেষ করে তাদের অভাব-অনটনের সময় তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের ব্যবস্থা করা।

যদি উপার্জন-অক্ষম নিঃস্ব ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এমন কেউ না থাকে, যে তার জন্য আবাস গড়ে দিতে পারে, তা হলে সরকার তার প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের, বিশেষ করে দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর সকল মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বশীল এবং এ ব্যাপারে তাঁকে আল্লাহ তা'আলার নিকট জিজ্ঞাসিত হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই শাসকও একজন দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"[৮৩]

সাময়িক উচ্ছেদের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আদেশ অকার্যকর হইবে, যদি-

ক. সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জন্য সুবিধাজনক নিরাপত্তা আশ্রয় বা নিরাপদ স্থান বা বিকল্প বাসগৃহ প্রদান করা সম্ভব হয়; ...(বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, অক্টোবর ১২, ২০১০)

৮২. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা'): ৩৬

৮৩. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আহকাম, পরিচ্ছেদ: আতী'উল্লাহা ওয়া আতী'উর রাসূলা...), হা. নং: ৬৭১৯

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

"কোনো শাসক যদি মুসলিমদের কার্য নির্বাহের দায়িত্বশীল নিযুক্ত হবার পর তাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণের নিমিত্ত আন্তরিকভাবে সচেষ্ট না হয়, তা হলে সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৮৪]

৯. নিঃস্ব ব্যক্তির বাড়ি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করা

ঋণগ্রস্ত নিঃস্ব-কপর্দকহীন ব্যক্তির যদি বাড়ি ব্যতীত অন্য কোনো সম্পদ না থাকে, তা হলে তার ঋণ পরিশোধের জন্য তার বাড়ি বিক্রি করে দেওয়া যাবে কি না? এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কারো কারো মতে, যদি নিঃস্ব-কপর্দকহীন ব্যক্তির বাড়ি ব্যতীত অন্য কোনো সম্পদ না থাকে এবং তার বসবাসের জন্য অন্যত্র কোনো ব্যবস্থাও না থাকে, তা হলে ঋণ পরিশোধের জন্য তার ঘর বিক্রি করে দেওয়া যাবে না। যেমনভাবে ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত কারো ব্যবহারের কাপড়-চোপড় ও প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করে দেওয়া যায় না। এটাই ইমাম আবূ হানীফা [৮০-১৫০ হি.], ইসহাক ইবনু রাহাওয়াইহ্ [১৬১-২৩৮ হি.] ও হাম্বালী ইমামগণের অভিমত।[৮৫]

মালিকী ও শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণ, কাযী শুরাইহ [মৃ.৭৮ হি.] ও শায়খুল হারাম ইবনুল মুনযির [২৪২-৩১৯ হি.] এবং হানাফীগণের মধ্যে কাযী আবূ ইউসূফ [১১৩-১৮২ হি.] ও ইমাম মুহাম্মাদ [১৩১-১৮৯ হি.] (রাহ.) প্রমুখের মতে, এরূপ ব্যক্তির বাড়ি বিক্রি করে দেওয়া যাবে এবং এর বিকল্প হিসেবে তার থাকার জন্য ভাড়ায় বাড়ির ব্যবস্থা করা হবে। হানাফীগণ এ মতের ওপরই ফাতওয়া দেন।[৮৬]

আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা ও হাম্বালী ইমামগণের মতটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ, এরূপ ব্যক্তির বাড়ি যদি বিক্রি করে দেওয়া হয়, তবে সে গৃহহীন হয়ে পড়বে। আর বিকল্প হিসেবে তার থাকার জন্য ভাড়ায় বাড়ির ব্যবস্থার করার যে কথা বলা হয়েছে তাতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে

---

৮৪. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-ইমারাহ, পরিচ্ছেদ: ফাযীলাতুল ইমামিল 'আদিল...), হা. নং: ৪৮৩৬

৮৫. ইবনু কুদামাহ, আবূ মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী, *আল-মুগনী*, (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি.), খ. ৪, পৃ. ৪৯২; ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৯৫

৮৬. ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৯৫, শারবীনী, মুহাম্মাদ আল-খাতীব, *মুগনিউল মুহতাজ*, (বৈরূত: দারুল ফিকর), খ. ২, পৃ. ১৫৪

পারে এবং প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যে, তার সে বাড়ি-ভাড়ার ব্যবস্থা কে করবে এবং কে এ ভাড়া পরিশোধ করবে? তবে সকলেই এ বিষয়ে এক মত যে, যদি তার দুটি বাড়ি থাকে, তা হলে তার বসবাসের জন্য একটি বাড়ি রাখতে হবে এবং অপর বাড়িটি বিক্রি করে দেওয়া যাবে। অনুরূপভাবে যদি তার একটিই বাড়ি থাকে এবং বাড়িটি উন্নত মানসম্পন্ন ও সুপ্রশস্ত হয়, তবে তাও বিক্রি করে দেওয়া যাবে। এ অবস্থায় বাড়ির মূল্যের কিছু অংশ দিয়ে তার জন্য একটি সাধারণ মানের আবাসস্থল ক্রয় করা হবে এবং অবশিষ্ট টাকাগুলো ঋণদাতাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।[৮৭]

১০. নিরাপদ ও স্বাধীন আবাসন প্রতিষ্ঠা

অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করার সুযোগ থাকলে গৃহবাসীর অধিকার ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকে না। অপর দিকে অনুমতি সাপেক্ষে কারো ঘরে প্রবেশ করলে ঘরের অধিবাসীদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে। উপরন্তু, তারা আগন্তুকের প্রয়োজন মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং তা পূরণে সচেষ্ট হন। পক্ষান্তরে অনুমতি না নিলে মনে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঘরের মেয়েরা অনেক সময় অসতর্ক অবস্থায় বিচরণ করে। বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করলে উভয় পক্ষকে অপ্রকৃতিস্থ হতে হয়। তা ছাড়া আগন্তুকের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলে এ বিব্রতকর অবস্থা হতে মুক্ত থাকা যায়।

ঘরের নির্জনতায় মানুষ কখনো এমন অবস্থায় থাকে, যা সে অন্য কারো কাছে প্রকাশ পাওয়া পছন্দ করে না। এ ছাড়া অনেক সময় ঘরের পরিবেশ এমন অগোছালো থাকে, যা মেহমানের জন্য শোভনীয় নয়। সুযোগ পেলেই ঘরের মালিক সাবধানতা অবলম্বন্ করে সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে আনন্দচিত্তে তাকে ঘরে আনতে পারে। অনুমতি না নিলে মুখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও অন্তরে অসন্তুষ্টি বিরাজ করে।

নিরাপদ ও স্বাধীন আবাস প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের একটি মৌলিক লক্ষ্য। মানুষেরা যাতে নিজ নিজ গৃহে পূর্ণ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার সাথে বিচরণ করতে পারে এবং নির্বিঘ্নে বিশ্রাম নিতে পারে সে জন্য আল্লাহ তা'আলা কারো গৃহে প্রবেশ করার সময় ভদ্রজনোচিতভাবে অনুমতি গ্রহণের এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৮৭. ইবনু কুদামাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৪৯৩

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٢٩)﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি গ্রহণ না করো এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা সদুপদেশ পেতে পারো। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি। আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। যে সব ঘরে কেউ বাস করে না, উপরন্তু সেখানে তোমাদের কোনো ভোগের সামগ্রীও রয়েছে, এমন ঘরে প্রবেশ করতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো আর যা গোপন রাখো, সব বিষয়ই আল্লাহ তা'আলা জানেন।"[৮৮]

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা.) গৃহের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ব্যাহতকারীদের জন্য শাস্তির বিধান প্রণয়ন করেন। বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি 'ইশার পর জনৈক লোকের ঘরে চাটাই জড়ানো অবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তাকে একশ'টি বেত্রাঘাত করেছিলেন।[৮৯]

নিম্নে গৃহের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইসলামের নির্দেশিত বিধানসমূহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো-

ক. পরগৃহে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা

ক. ১. অনুমতি প্রার্থনা করা ওয়াজিব

ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণের মতে, অন্য কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে নারী-পুরুষ, মাহরাম ও গায়র-মাহরাম নির্বিশেষে সকলেরই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব।

---

৮৮. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ২৭-২৯

৮৯. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.), খ. ৭, পৃ. ৪০১, হা. নং: ১৩৬৩৮, খ. ৯, পৃ. ৪৩৬, হা. নং: ১৭৯২৩

عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا فحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير فضربه عمر بن الخطاب مئة.

অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করার অধিকার কারো নেই। চাই ঘরের দরজা খোলা থাকুক কিংবা বন্ধ থাকুক, চাই ঘরে কেউ থাকুক বা না-ই থাকুক, সর্বাবস্থায় অনুমতি নিয়েই পরগৃহে প্রবেশ করতে হবে। কারণ ঘরের কিছু বাধা-নিষেধ (restriction) রয়েছে, যা লঙ্ঘন করা জায়িয নয়। তদুপরি অনুমতি প্রার্থনার বিধান কেবল ঘরের অধিবাসীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রণয়ন করা হয় নি; বরং তাতে ঘরের অধিবাসীদের প্রতি যেমন লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তেমনি তাদের ধন-সম্পদের গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। লোকেরা যেমন ঘরকে আত্মরক্ষার উপকরণ হিসেবে গড়ে তোলে, তেমনি তাকে সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্র হিসেবেও তৈরি করে তোলে। তারা যেমন নিজের গোপনীয় ব্যাপারাদি অপরকে অবহিত করতে অপছন্দ করে, তেমনি তারা নিজের ধন-সম্পদও অপরের কাছে প্রকাশ করতে চায় না।[৯০] বিশিষ্ট তাবি'ঈ 'আতা [২৭-১২৪ হি.] (রাহ.) বলেন, "পরগৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের ওপর ওয়াজিব।"[৯১] মালিকী মতাবলম্বী ইমামগণ বলেন, "কেউ যদি অন্যের বাড়িতে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়ার বিধানকে অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ সে প্রকারান্তরে দীনের একটি সুস্পষ্ট বিধানকেই অস্বীকার করলো।"[৯২]

উপর্যুক্ত আয়াতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে মু'মিন পুরুষদেরকে সম্বোধন করা হলেও নারীরাও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীগণের স্ত্রীরাও এ আয়াতের নির্দেশের আলোকে অনুমতি গ্রহণের বিধান মেনে চলতেন। হযরত উম্মু ইয়াস (রা.) বলেন, "আমরা চারজন মহিলা প্রায়ই উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে যেতাম। প্রথমে আমরা তাঁর নিকট অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম।"[৯৩]

---

৯০. কাসানী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৫, পৃ. ১২৪

৯১. আলূসী, আবুল ফাদ্‌ল শিহাবুদ্দীন, *রূহুল মা'আনী,* (বৈরূতঃ দারু ইহ্য়াতিত তুরাছিল আরবী, ১৯৮৫), খ. ১৮, পৃ. ১৩৫

৯২. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ৩, পৃ. ১৪৭ (সূত্রঃ তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ১২, পৃ. ২১৯; আহকামুল কুর'আন, খ. ৩, পৃ. ৩৮৬; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৭৬২; শারহুল কাফী, খ. ২, পৃ. ১১৩২; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৪৬)

৯৩. ইবনু আবী হাতিম, *আত-তাফসীর,* (ছায়দাঃ আল-মাকতাবাতুল 'আসারিয়্যাহ), হা. নং: ১৪৩৬২; আলূসী, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৮, পৃ. ১৩৫

كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت : ندخل فقالت : لا فقال واحد : السلام عليكم أندخل قالت : ادخلوا ثم قالت يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم الخ.

পরগৃহের মতো নিজের ভাড়া দেয়া গৃহেও প্রবেশ করতে হলে ভাড়ায় অবস্থানকারী গৃহবাসীদের নিকট অনুমতি চাইতে হবে। বিনা অনুমতিতে সেখানে প্রবেশ করা জায়িয নেই।[৯৪] কাযী আবূ ইউসূফ [১১৩-১৮২ হি.] ও ইমাম মুহাম্মাদ [১৩১-১৮৯ হি.] (রাহ.) প্রমুখের মতে, যদি ভাড়াটিয়া অনুমতি নাও দেয়, তবুও ঘরের অবস্থা দেখা ও মেরামত করার উদ্দেশ্যে ঘরের মালিকের ভেতরে প্রবেশ করার অধিকার থাকবে। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ [৮০-১৫০ হি.] (রাহ.)-এর মতে, ভাড়াটিয়ার সম্মতি লাভ করা ছাড়া মালিকের ঘরে প্রবেশের অধিকার থাকবে না।"[৯৫]

উল্লেখ্য যে, নিম্ন আওয়াজে অনুমতি প্রার্থনা করা মুস্তাহাব্ব। তবে তা এতোটুকু পরিমাণ বড় হওয়া দরকার, যাতে গৃহবাসী শোনতে পায়। তবে কর্কশ আওয়াজে বা চিৎকার করে অনুমতি চাওয়া উচিত নয়।[৯৬]

ক. ২. অনুমতি লাভ করার জন্য ঘরের লোকদেরকে সালাম ও প্রীতি বিনিময় করা

অনুমতি গ্রহণের জন্য দুটি কাজ না করে কারো ঘরে প্রবেশ করা ঠিক নয়। প্রথমত, প্রীতি বিনিময় করা বা অনুমতি প্রার্থনা করা। মূলত ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি চাওয়া দ্বারা ঘরের মালিকের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় এবং আগন্তুকের প্রতি আতঙ্ক দূরীভূত হয়। দ্বিতীয়ত, ঘরের লোকদেরকে সালাম করা। ইমাম আবূ যাকারিয়া আন-নাবাবী [৬৩১-৬৭৬ হি.] (রাহ.) বলেন, সুন্নাত হলো সালাম করা ও তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করা।[৯৭] ইমাম ইবনু রুশদ আল-মালিকী [৫২০-৫৯৫ হি.] (রাহ.) বলেন, প্রথমে অনুমতি প্রার্থনা করবে। তারপর সালাম করবে।[৯৮] বিশিষ্ট মুফাসসির আবূ 'আবদিল্লাহ আল-কুরতুবী [মৃ.৬৭১ হি.] (রাহ.)-এর মতে, প্রথমে অনুমতি নিয়ে পরে ঘরে প্রবেশের সময় সালাম করবে।[৯৯] ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী [৩৬৪-৪৫০হি.] (রাহ.).বলেন, যদি অনুমতি নেয়ার পূর্বে ঘরের কোনো ব্যক্তির সাথে দেখা হয়, তবেই প্রথমে

---

৯৪. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৮৮
৯৫. ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ১৯৯
৯৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* প্রবন্ধঃ ইস্তি'যান, খ. ৩, পৃ. ১৫১
৯৭. নাবাবী, ইয়াহ্য়া ইবনু শারফ, *শারহু সাহীহি মুসলিম,* (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ২১০
৯৮. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* প্রবন্ধঃ আল-ইস্তি'যান, খ. ৩, পৃ. ১৪৬ (সূত্রঃ আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৪৬৭; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪,পৃ. ১৪৬)
৯৯. কুরতুবী, আবূ 'আবদুল্লাহ, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন,* (রিয়াদঃ দারু 'আলামিল কুতুব, ২০০৩), খ. ১২,পৃ. ২১৯

সালাম করবে। এরপর অনুমতি চাইবে। দেখা না হলে প্রথমে অনুমতি চাইবে। অনুমতি পাওয়া গেলে ঘরে প্রবেশের সময় সালাম করবে।[১০০] কিন্তু বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, বাইরে থেকে প্রথমে সালাম করতে হবে। তারপর নিজের নাম উচ্চারণ করে বলবে যে, অমুক সাক্ষাত করতে চায়। সাইয়িদুনা রিব'ঈ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় বানূ 'আমির গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এসে ঘরের বাইরে থেকে বললো, আমি কী ঢুকতে পারবো? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর খাদিম আনাস (রা.)কে বললেন, লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে প্রথমে বলবে, আসসালামু 'আলাইকুম। তারপর বলবে, আমি কী প্রবেশ করতে পারি? লোকটি বাইরে থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা শোনে বললো, "আসসালামু 'আলাইকুম। আমি কী প্রবেশ করতে পারি?" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে অনুমতি দান করলেন। এরপর লোকটি ভেতরে প্রবেশ করলেন।[১০১] সাইয়িদুনা কালদাহ ইবনু হাম্বাল (রা.) থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁকে সামান্য দুধ, একটি হরিণ ছানা ও কয়েকটি শসা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে পাঠালেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার উঁচু ভূমিতে ছিলেন। (কালদাহ (রা.) বলেন,) আমি তাঁকে সালাম না করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি ফিরে গিয়ে বলো, আসসালামু 'আলাইকুম।"[১০২]

---

১০০. মাওয়ার্দী, আবুল হাসান, *আল-হাভিউল কাবীর,* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর), খ. ১৪, পৃ. ৩১৫

১০১. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-আদাব, পরিচ্ছেদঃ কাইফাল ইস্তি'যান), হা. নংঃ ৫১৭৯

عَنْ رِبْعِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِى بَيْتٍ فَقَالَ أَلِجُ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- لِخَادِمِهِ « اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ». فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَدَخَلَ.

১০২. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-আদাব, পরিচ্ছেদঃ কাইফাল ইস্তি'যান), হা. নংঃ ৫১৭৮; তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ, *আস-সুনান,* (অধ্যায়ঃ আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদঃ আত-তাসলীম কাবলাল ইস্তি'যান), হা. নংঃ ২৭১০

عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِلَبَنٍ وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ - وَالنَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِأَعْلَى مَكَّةَ - فَدَخَلْتُ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ « ارْجِعْ فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের আলোকে অনেক বিশিষ্ট ইসলামী আইনতত্ত্ববিদ বলেন, বাইরে থেকে প্রথমে সালাম করতে হবে। তারপর অনুমতি চাইতে হবে।[১০৩]

ক. ৩. অন্ধলোকেরও অনুমতি নিতে হবে

পরগৃহে প্রবেশ করার জন্য অন্ধলোককেও অনুমতি নিতে হবে। কারণ সে চোখে না দেখলেও কানে গোপন কথা শোনতে পারে।[১০৪]

ক. ৪. অনুমতি ছাড়া পরগৃহে প্রবেশের বিশেষ অবস্থাসমূহ

যদি অনুমতি না নিয়ে পরগৃহে প্রবেশ করলে কারো প্রাণ কিংবা সম্পদ অথবা মান-সম্মান রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অপরদিকে অনুমতি চেয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলে কারো মৃত্যুবরণ করার বা নিহত হওয়ার অথবা সম্পদ খোয়া যাওয়ার বা নষ্ট হওয়ার বা মান-সম্মান হারানোর আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তা হলে অনুমতি ছাড়াই অন্যের ঘরে প্রবেশ করা জায়িয। ইসলামী আইনবিদগণ এ ধরনের সম্ভাব্য কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. যদি শত্রুরা কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কারো ঘরে চড়াও হয়ে যায়, এমতাবস্থায় গৃহবাসীকে রক্ষার জন্য অনুমতি ছাড়া তার ঘরে প্রবেশ করা জায়িয।

২. যদি কারো ঘরে চোর-ডাকাত ঢুকে পড়ে, তা হলে সেখানেও গৃহবাসী ও তার ধন-সম্পদকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়িয।

৩. যদি কেউ কারো ঘরে কোনো কাপড় বা মূল্যবান বস্তু ভুলে রেখে চলে আসে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, যদি ঘরের লোকেরা তা জানতে পারে, তা হলে তারা তা লুকিয়ে ফেলবে এবং রেখে দেবে। এমতাবস্থায় তার জন্য নিজের ফেলে যাওয়া বস্তুটি নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করা জায়িয হবে।

৪. যদি কোনো অপরহরণকারী কারো কোনো বস্তু ছিনতাই করে তার নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে, এমতাবস্থায় বস্তুর মালিকের জন্য তার ছিনিয়ে নেয়া বস্তুটি উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে অপরহরণকারীর ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়িয হবে।

৫. যদি কারো ঘরে আগুন লাগে, তা হলে তাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেখানে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়িয হবে।

৬. যদি কেউ মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা হলে তাকে দেখার জন্য বা সাহায্য করার জন্য অনুমতি ছাড়া তার ঘরে প্রবেশ করা জায়িয।

---

১০৩. নাবাবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২১০

১০৪. আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৮, পৃ. ১৩৫ - ৬; যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৯৩ - ৪

৭. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) প্রমুখের মতে, যদি কেউ তার ঘর কাউকে ভাড়া দেয়, তা হলে ঘরের অবস্থা দেখা ও মেরামত করার উদ্দেশ্যে তার ভেতরে প্রবেশ করার অধিকার থাকবে, যদিও ভাড়াটিয়া অনুমতি না দেয়। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ (রাহ.)-এর মতে, ভাড়াটিয়ার সম্মতি লাভ করা ছাড়া মালিকের ঘরে প্রবেশের অধিকার থাকবে না।[১০৫]

৮. যুদ্ধাবস্থায় শত্রুরা কোনো ঘরে ঢুকে পড়লে সেখানে তাদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যোদ্ধাদের জন্য ঘরের মালিকের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়িয।[১০৬]

৯. হানাফী ও মালিকী মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, যদি কারো ঘরে কোনো জঘন্য অপকর্ম বা পাপাচার হতে দেখা যায় বা জানা যায় অথবা প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়, তা হলে তা প্রতিরোধ করার মহৎ উদ্দেশ্যে সেখানে ঘরের মালিকের অনুমতি ছাড়া সরকার প্রধান বা তাঁর প্রতিনিধির প্রবেশ করা জায়িয। যেমন- কারো ঘরে অবৈধ বাদ্যযন্ত্র বাজানো হচ্ছে, যদি তার আওয়াজ বাইরে শোনা যায় বা তা জানা যায়, তা হলে তা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সেখানে সরকার প্রধান বা তাঁর প্রতিনিধির জন্য অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়িয হবে। এর কারণ হলো, প্রথমত ঘরে যখন অন্যায় ও পাপাচারের চর্চা হয়, তখন তার আর restriction থাকে না। আর যখন তার restriction বাতিল

---

১০৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১-এর ৬নং ধারায় নিয়ন্ত্রক বা তার অধীনস্থ কর্মকর্তাকে তদন্ত ও পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে বাড়িতে প্রবেশের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।
বাড়ীতে প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতাঃ
৬। (১) এই আইনের অধীন কোন তদন্তের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রক
(ক) সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্তের মধ্যে যে কোন সময় কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন;
(খ) তাহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তাকে উক্ত সময়ের মধ্যে কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে এবং উহা পরিদর্শন করিতে ক্ষমতা দিতে পারিবেন;
তবে শর্ত থাকে যে, কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা পূর্বে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে কোন বাড়ীতে প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া কোন ব্যক্তি উক্ত বাড়ীর দখলদারের বিনা অনুমতিতে উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।
(www.bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=748, Date: 07.04.2015)

১০৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ৩, পৃ. ১৪৮-৯, খ. ২৫, পৃ. ১২৮-৯ (সূত্রঃ হাশিয়াতু ইবনি 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ১২৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ২৪)

হয়ে যায়, তখন সেখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা জায়িয হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, অন্যায়ের প্রতিরোধ করা ফর্য। তাই এ ক্ষেত্রে যদি অনুমতি গ্রহণের শর্তারোপ করা হয়, তা হলে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। বর্ণিত রয়েছে, একবার 'উমার (রা.) কাতরতার সাথে বিলাপরতা জনৈকা মহিলার ঘরে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করে তাকে এমনভাবে বেত্রাঘাত করেছিলেন, যাতে তার ওড়না মাথা থেকে পড়ে গিয়েছিল। এরপর 'উমার (রা.)কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন যে,

لا حُرْمَةَ لَهَا بَعْدَ اشْتِغَالِهَا بِالْمُحَرَّمِ وَالْتَحَقَتْ بِالإِمَاءِ .

"হারাম কাজে লিপ্ত থাকার কারণে মহিলাটির আব্রু রক্ষার কোনো দায় নেই। তার অবস্থা দাসীদের অনুরূপ হয়ে গেছে।"[১০৭]

শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, যদি কেউ জানতে পারে যে, কোনো ঘরে মদ্য পানের আসর চলছে বা তানপুরা বাজানো হচ্ছে, তা হলে বিপর্যয় সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকলেই সেখানে তার জন্য আকস্মিকভাবে প্রবেশ করে অপকর্মকে প্রতিরোধ করার অধিকার রয়েছে। প্রয়োজনে জোর প্রয়োগ করে বন্ধ করতে হলেও তাও জায়িয।[১০৮] তাঁরা হানাফী ইমামগণের তুলনায় বিষয়টির একটু বেশি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মতে, অন্যায় যদি এ ধরনের হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে দমন করতে হয়, পরে দমন করার সুযোগ না থাকে, তা হলে অনুমতি ছাড়াই ঘরে প্রবেশ করা বৈধ হবে। যেমন কেউ কোনো বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে জানতে পারলো যে, কোনো ঘরে এক লোক অন্য একজন লোককে হত্যা করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে অথবা কেউ কোনো মহিলার সাথে যিনা করার জন্য নির্জনে মিলিত হয়েছে, তবে লোকটিকে হত্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এবং মেয়েটির 'ইযযাত-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য গোপনে তাদের অবস্থা দেখা ও ঘরের ভেতরে অনুমতি

---

১০৭. কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৮, পৃ. ৭৫; ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৬৫
পূর্ণ রিওয়ায়াতটি হলো-

روي أن عمر رضي الله تعالى بلغه نائحة في ناحية من المدينة فأتاها حتى هجم عليها في منزلها فضربها بالدرة حتى سقط خمارها فقيل له يا أمير المؤمنين أخمارها قد سقط فقال : إنه لَا حُرْمَةَ لَهَا بَعْدَ اشْتِغَالِهَا بِالْمُحَرَّمِ وَالْتَحَقَتْ بِالْإِمَاءِ .

১০৮. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ২৫, পৃ. ১২৮-৯ (সূত্রঃ নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ২৪)

ছাড়া প্রবেশ করা বৈধ হবে। কারণ এমতাবস্থায় অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা হলে অপরাধগুলো সংঘটিত হয়ে যাবে, পরে এগুলো প্রতিহত করার কোনো সুযোগ থাকবে না। আর যদি অন্যায় এ ধরনের হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধ না করলেও পরে প্রতিরোধ করার বা বারণ করার সুযোগ থাকে অথবা যা ঘরে প্রবেশ না করেই প্রতিহত করা যায়, তা হলে অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করা বৈধ হবে না।[১০৯]

ক. ৫. তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করা

কারো যদি ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করার পর মনে হয় যে, গৃহবাসী তার অনুমতি প্রার্থনা শোনতে পায় নি, তা হলে সে ততবারই অনুমতি প্রার্থনা করতে পারবে, যতক্ষণ তার এ ধারণা সৃষ্টি হবে না যে, গৃহবাসী তার অনুমতি প্রার্থনা শোনতে পেয়েছে। তবে অধিকাংশ 'আলিমের মতে, তিনবারের অধিক অনুমতি প্রার্থনা করা সমীচীন নয়।[১১০] সাইয়িদুনা আবূ মূসা আল-আশ'আরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ.

"তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি অনুমতি পাওয়া না যায়, তার ফিরে আসা উচিত।"[১১১]

ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] (রাহ.)-এর মতে, তিনবারের চাইতেও বেশি অনুমতি প্রার্থনা করতে পারবে, যদি সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, গৃহবাসী তার অনুমতি প্রার্থনা শোনতে পায় নি।[১১২] ইমাম আবূ যাকারিয়া আন-নাবাবী [৬৩১-৬৭৬ হি.] (রাহ.) এ বিষয়ে অন্য একটি মত নকল করেছেন। তা হলো, যদি সালামের সাহায্যে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়, তা হলে তিনবারের অধিক পুনরাবৃত্তি করবে না। আর যদি অন্য শব্দের সাহায্যে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়, তা হলে তিনবারের অধিক পুনরাবৃত্তি করতে পারবে।[১১৩]

---

১০৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ৩, পৃ. ১৪৮-৯ (সূত্রঃ হাশিয়াতুল কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৭৩; মা'আলিমুল কুরবাতি ফী আহকামিল হিসবাহ, পৃ. ৩৭-৮)

১১০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ৩, পৃ. ১৫০ (সূত্রঃ 'উমদাতুল কারী, খ. ২২, পৃ. ২৪১; তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১২, পৃ. ২১৪; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৭৬২; শারহুল কাফী, খ. ২, পৃ. ১১৩৪; হাশিয়াতু ইবনি 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৬৫)

১১১. বুখারী, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদঃ আত-তাসলীম ওয়াল-ইস্তি'যান ...), হা. নংঃ ৫৮৯১; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-আদাব, পরিচ্ছেদঃ আল-ইস্তি 'যান), হা. নংঃ ৫৭৫১

১১২. যায়দান, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ৪৯৭-৮

১১৩. নাবাবী, *প্রাগুক্ত,* খ. ২, পৃ. ২১০

উল্লেখ্য যে, একাধারে লাগাতার তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করবে না; বরং একবার অনুমতি চাওয়ার পর একজন আহাররত ব্যক্তি আহার শেষ করতে বা অযুরত ব্যক্তি অযু শেষ করতে বা নামায আদায়রত ব্যক্তি চার রাক'আত নামায শেষ করতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত সময় অপেক্ষা করে আরেকবার অনুমতি চাইবে, যাতে গৃহবাসী এ ধরনের কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকলে তা সম্পন্ন করার সুযোগ পায় আর যদি এ ধরনের কোনো কাজে ব্যাপৃত নাও থাকে, তা হলে সে যেন সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার ফুরসাত লাভ করে।[১১৪] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

الاسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ ، فَالأُولَى يَسْتَنْصِتُونَ ، وَالثَّانِيَةُ يَسْتَصْلِحُونَ ، وَالثَّالِثَةُ يَأْذَنُونَ أَوْ يَرُدُّونَ

"অনুমতি প্রার্থনা হলো তিনবার। প্রথমবার গৃহবাসী শোনবে। দ্বিতীয়বার তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। তৃতীয়বার হয়তো তারা অনুমতি দেবে অথবা ফিরিয়ে দেবে।"[১১৫]

ক. ৬. ফিরে যেতে বলা হলে অথবা ঘরে কাউকে পাওয়া না গেলে ফিরে যাওয়া উচিত

কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার পর যদি বলা হয়, এখন ফিরে যান, পরে দেখা করুন, তবে এতে মনে কষ্ট না নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যাওয়া উচিত। একে খারাপ মনে করা, দরজায় বসে থাকা, অনুমতি অর্জনের জন্য পীড়াপীড়ি করা ও অকথ্য ভাষা ব্যবহার করা প্রভৃতি উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে যে,

﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾

"যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে, ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি।"[১১৬]

সাইয়িদুনা আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা.)-এর কাছে অনুমতি লাভ করার জন্য বললেন, "আসসালামু 'আলাইকুম। আমি কী প্রবেশ করতে পারি?" 'উমার (রা.) মনে মনে বললেন, এটা প্রথম দফা। এরপর আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, "আসসালামু

---

১১৪. ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৪১৩

১১৫. মুনাবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২২৯; আবুল ফাদল আল-'ইরাকী, *আল-মুগনী 'আন হামলিল আসফার*, (রিয়াদঃ মাকতাবাহ তাবারিয়্যাহ, ১৯৯৫), খ.১, পৃ.৪৯১। হাদীসটির সানাদ দুর্বল।

১১৬. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ২৮

'আলাইকুম। আমি কী প্রবেশ করতে পারি?" এবার 'উমার (রা.) মনে মনে বললেন, এটা দ্বিতীয় দফা। এরপর আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, "আসসালামু 'আলাইকুম। আমি কী প্রবেশ করতে পারি?" এবার 'উমার (রা.) মনে মনে বললেন, এটা তৃতীয় দফা। এরপর আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) ফিরে গেলেন। তখন 'উমার (রা.) দারওয়ানকে বললেন, দেখো তো লোকটি কী করলেন? সে বললো, তিনি চলে গেছেন। 'উমার (রা.) বললেন, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। যখন তিনি আসলেন, 'উমার (রা.) তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, তুমি এ কী করলে? তিনি জবাব দিলেন, এটাই সুন্নাত (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসৃত রীতি)।[১১৭]

অনুমতিপ্রার্থীর প্রতি এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ঘরের মালিকের প্রতি দৃষ্টি রেখে। কারণ, তার বিশেষ কোনো ওযর থাকতে পারে। পক্ষান্তরে হাদীসে ঘরের মালিককে বলা হয়েছে যে, সাক্ষাতপ্রার্থী ব্যক্তিরও তোমার ওপর হক রয়েছে। তার হক হচ্ছে তাকে কাছে ডাকা, বাইরে এসে তার সাথে দেখা করা, তার কথা শোনা, তাকে ঘরে বসতে দেয়া, তার সম্মান করা, মেহমানদারি করা, একান্তই অসুবিধা না থাকলে তাকে ফিরিয়ে না দেয়া।

যদি অনুমতি চাওয়ার পর দেখা যায় যে, ঘরে কেউ নেই অথবা অনুমতি দেয়ার মতো উপযুক্ত কেউ নেই, তা হলেও ঘরে প্রবেশ করা জায়িয হবে না; বরং ফিরে যাওয়া উচিত।

ক. ৭. উন্মুক্ত ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই

যে ঘরে কেউ বাস করে না, সেখানে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই। কারো ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতির বিধান নাযিল হওয়ার পর সাইয়িদুনা আবূ বাক্র আছ-ছিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেন, এতে কুরাইশ ব্যবসায়ীগণের অসুবিধা হবে। কারণ, তারা শাম দেশে যাওয়ার সময় পথে সরাইখানাতে অবস্থান করে। এ সব ঘরে কোনো স্থায়ী বাসিন্দা নেই, এখানে কিভাবে অনুমতি নেবে? এ সময় নাযিল হয়-

---

১১৭. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (অধ্যায়: আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ: আল-ইস্তি'যান ছালাছাতুন), হা. নং: ২৬৯০

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ قَالَ عُمَرُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ قَالَ عُمَرُ ثِنْتَانِ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ مَا صَنَعَ قَالَ رَجَعَ قَالَ عَلَيَّ بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ السُّنَّةُ.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾

"যে সব ঘরে কেউ বাস করে না, উপরন্তু সেখানে তোমাদের কোনো ভোগের সামগ্রী রয়েছে, এমন ঘরে প্রবেশ করতে তোমাদের কোনো পাপ নেই।"[১১৮]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, মুসাফিরখানা, বিশ্রামাগার, মসজিদ, খানকা, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, জনস্নানাগার, ধর্মীয় পাঠাগার, চিকিৎসাকেন্দ্র, দোকান-পাট এসব স্থানে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যাবে।[১১৯] তবে যে সব স্থানে কর্তৃপক্ষের নিষেধ রয়েছে এবং টিকেট বা প্রবেশপত্র ছাড়া ঢুকার অনুমতি নেই, সেখানে অবশ্যই নিয়ম মোতাবেক প্রবেশ করতে হবে।

ক. ৮. ডেকে আনার জন্য পাঠানো লোকের সাথে আসলে অনুমতির প্রয়োজন নেই

কাউকে লোক পাঠিয়ে ডাকা হলে সে ঐ লোকের সাথে চলে আসলে অনুমতির প্রয়োজন নেই। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি কোনো ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হয় এবং সে ঐ লোকটির সাথে চলে আসে, তা হলে কি তারও অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে? তিনি বললেন, هو إذنه - "তাকে ডেকে পাঠানোই হলো তাকে অনুমতি দান।"[১২০] তবে পরে আসলে অনুমতি নিতে হবে অথবা সতর্কতামূলকভাবে অনুমতি নিলে ভালো। এ প্রসঙ্গে সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি একটি পেয়ালায় সামান্য দুধ দেখতে পেয়ে আমাকে বললেন, আবূ হুরাইরা! তুমি গিয়ে সুফফাবাসীদেরকে আমার দাওয়াত জানিয়ে এসো। আমি তাঁদের নিকট গিয়ে দা'ওয়াত পৌছালাম। পরে তাঁরা এসে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে অনুমতি দান করার পর তাঁরা ভেতরে ঢুকলেন।"[১২১]

---

১১৮. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ২৯

১১৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ৩, পৃ. ১৪৭-৮ (সূত্রঃ তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১২, পৃ. ২১১-২; আহকামুল কুর'আন, খ. ৩, পৃ. ৩৮৭; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৭৬১; শারহুল কাফী, খ. ২, পৃ. ১১৩৪; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৪২৬; 'উমদাতুল কারী, খ. ১২, পৃ. ১৩১; বাদা'য়িউছ ছানা'ই, খ. ৫, পৃ. ১২৫)

১২০. বুখারী, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদঃ ইযা দু'ইয়ার রাজুলু..) , আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-আদাব, পরিচ্ছেদঃ আর-রাজুলু ইযা ইয়ুদ'আ..), হা. নংঃ ৫১৯১, ৫১৯২

১২১. বুখারী, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদঃ ইযা দু'ইয়ার রাজুলু..) হা. নংঃ ৫৮৯২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ أَبَا هِرٍّ الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا.

ইমাম বাইহাকী (রাহ.) বলেন,

وهذا عندي والله أعلم فيه إذا لم يكن في الدار حرمة فإن كان فيها حرمة فلا بد من الاستئذان.

"আমার মতে, (তবে আল্লাহ তা'আলাই এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জানেন) এ বিধান এমন ঘরের জন্য প্রযোজ্য হবে, যাতে কোনো ধরনের বাধা (restriction) নেই। আর যে সব ঘরে কোনো ধরনের বাধা আছে, সেখানে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি নেয়া প্রয়োজন।"[১২২]

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, টেলিফোনের সংবাদের ভিত্তিতে আসলে তাকেও অনুমতি নিতে হবে।

ক. ৯. দরজা নক করে বা কড়া নেড়ে অনুমতি চাওয়া যায়

দরজা নক করে বা কড়া নেড়ে অনুমতি প্রার্থনা করা জায়িয। চাই দরজা বন্ধ হোক বা খোলা হোক। তবে কড়া এতো জোরে নাড়া উচিত নয়, যাতে ঘরের লোক চমকে ওঠে অথবা বিরক্তি বা কষ্ট অনুভব করে। এভাবে দরজা নকও অতি মৃদুভাবে হওয়া উচিত।[১২৩] সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَت أبواب رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تُقْرَعُ بِالأَظَافِرِ.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরজাগুলো নখের সাহায্যে নক করা হতো।"[১২৪]

সাইয়িদুনা নাফি' ইবনু 'আবদিল হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার বের হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একটি বাগানে গিয়ে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, দরজাটি টেনে ধরো। আর তিনি দরজা নক করলেন।[১২৫] সাইয়িদুনা জাবির ইবনু

---

১২২. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* (মাক্কাহ: মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪), খ. ৮, পৃ. ৩৪০; 'আযীমাবাদী, মুহাম্মাদ শামসুল হক, *'আওনুল মা'বূদ,* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.), খ. ১৪, পৃ. ৬৩

১২৩. যায়দান, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ৪৯৯-৫০০

১২৪. বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ,* (অধ্যায়: আল-ইস্তিযান, পরিচ্ছেদ: কার'উল বাব), হা. নং: ১০৮০; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান,* (পরিচ্ছেদ ১৫: তা'যীমুন্নাবী সা....), হা. নং: ১৪৩৭ বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শায়খ আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি সাহীহ।

১২৫. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আর-রাজুলু ইয়াস্তা'যিনু বিদ-দাক্কি), হা. নং: ৫১৯০

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى دَخَلْتُ حَائِطًا فَقَالَ لِى « أَمْسِكِ الْبَابَ ». فَضُرِبَ الْبَابُ فَقُلْتُ « مَنْ هَذَا ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِى حَدِيثَ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ فِيهِ فَدَقَّ الْبَابَ.

'আবদিল্লাহ (রা.) থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মৃত পিতার ঋণ সম্পর্কে আলাপ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে গিয়েছিলাম। আমি গিয়ে দরজার কড়া নাড়তেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি জবাব দিলাম, আমি। তিনি বললেন, আমি! আমি!। আমার মনে হলো যে, তিনি আমার এ উত্তর পছন্দ করেন নি।[১২৬]

ক. ১০. কলিং বেল বা পরিচয় পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অনুমতি চাওয়া যায়

কলিং বেল বাজিয়ে অনুমতি চাওয়াও বৈধ। তবে কলিং বেল জোরে ও দীর্ঘ সময় ধরে বাজানো উচিত নয়; বরং মৃদুভাবেই বাজাবে[১২৭] এবং অনুমতি প্রার্থনা করার মতোই কলিং বেল একবার বাজানোর পর একজন আহাররত ব্যক্তি আহার শেষ করতে বা অযুরত ব্যক্তি অযু শেষ করতে বা নামায আদায়রত ব্যক্তি চার রাক'আত নামায শেষ করতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ সময় অপেক্ষা করে আরেকবার কলিং বেল বাজাবে। কলিং বেল বাজাবার সময় ভেতর থেকে পরিচয় জানতে চাইলে নামসহ পরিচয় দিতে হবে।

পরিচয়পত্র প্রেরণের মাধ্যমেও অনুমতি চাওয়া বৈধ। পরিচয়পত্রে তো নাম উল্লেখ থাকবেই। এটা ভিন দেশীয় প্রথা হলেও এভাবে অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য সুন্দররূপে অর্জিত হয়।

ক. ১১. গলার শব্দ করে অনুমতি গ্রহণ করা যায়

গলার শব্দ করে অনুমতি গ্রহণ করাও বৈধ। সাইয়িদুনা আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো সালাম। আর অনুমতি গ্রহণ কী?[১২৮] তিনি বললেন,

يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ تَسْبِيحَةً وَتَكْبِيرَةً وَتَحْمِيدَةً , وَيَتَنَحْنَحُ , وَيُؤْذِنُ أَهْلَ الْبَيْتِ.

---

১২৬. বুখারী, আস-সাহীহ, (অধ্যায়ঃ আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদঃ ইযা কালা মান যা..), হা. নংঃ ৫৮৯৬; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়ঃ আল-আদাব, পরিচ্ছেদঃ আর-রাজুলু ইয়াস্তা'যিনু বিদ-দাক্কি), হা. নংঃ ৫১৮৯

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

১২৭. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫০০

১২৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾-এর মধ্যে সালাম ব্যতীত যে অনুমতি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

"অনুমতি প্রার্থী ব্যক্তিটি একবার 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আল্লাহু আকবার' বা 'আল-হামদু লিল্লাহ' পড়বে এবং গলার শব্দ করবে এবং এভাবেই সে ঘরওয়ালাকে তার উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবে।"[১২৯]

মালিকী ইমামগণের মতে, আল্লাহর নাম ব্যবহার করে যেমন 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আল্লাহু আকবার' বা 'আল-হামদু লিল্লাহ' বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে অনুমতি প্রার্থনা করা মাকরূহ। কেননা এমতাবস্থায় আল্লাহর নামকে যিক্র হিসেবে নয়; বরং অনুমতি গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা তাঁর সাথে বেয়াদবি করার নামান্তর।[১৩০]

ক. ১২. অনুমতি প্রার্থনা করার সময় দরজা বরাবর দাঁড়ানো নিষেধ

অনুমতি চাওয়ার সময় যদি দরজা খোলা অবস্থায় থাকে, তা হলে অনুমতি প্রার্থী দরজা বরাবর দাঁড়াবে না; বরং ডানে কিংবা বামে সরে দাঁড়াবে।[১৩১] আর যদি দরজা বন্ধ থাকে বা দরজায় পর্দা লাগানো থাকে, তা হলে যেখানে ইচ্ছা দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে পারবে। তবে উত্তম হলো- এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা, যাতে ঘরের ভেতরে দৃষ্টি না পড়ে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মুফাসসির আবূ 'আবদিল্লাহ আল-কুরতুবী [মৃ. ৬৭১ হি.] (রাহ.) বলেন,

يجب عليه أن يأتي الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلع منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه.

"ওয়াজিব হলো দরজার পাশে এসে এমন জায়গা থেকে অনুমতি প্রার্থনা করা, যা থেকে ঘরের অবস্থা দেখা যাবে না, সামনে থেকেও দেখা যাবে না, ফিরলেও দেখা যাবে না।[১৩২]

সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَيَقُولُ « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ». وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ.

---

১২৯. ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আল-ইস্তি'যান), হা. নং: ৩৭০৭ বিশিষ্ট হাদীস গবেষক শায়খ আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি দা'ঈফ (আলবানী, দা'ঈফু সুনানি ইবনি মাজাহ, হা. নং: ৮০৯)।

১৩০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ৩, পৃ. ১৫০ (সূত্র: আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৪২৭)

১৩১. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫০০

১৩২. কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*,, খ. ১২, পৃ. ২২০

"যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো ব্যক্তির ঘরের দরজায় গিয়ে পৌঁছতেন, তখন তিনি দরজার মুখোমুখি দাঁড়াতেন না; বরং তার ডান কি বাম পাশে সরে দাঁড়াতেন এবং দুবার আসসালামু 'আলাইকুম বলতেন। এর কারণ হলো, তখনকার ঘরের দরজাসমূহে পর্দা থাকতো না।"[১৩৩]

এ প্রসঙ্গে সাইয়িদুনা হুযাইল (রা.) থেকেও একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, একবার সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে এসে দরজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন,

هَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الاِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ.

"তোমার পক্ষ থেকে এরূপ আচরণ! অনুমতি চাওয়ার হুক্‌ম তো এজন্যই যে, ভেতরে যেন চোখ না পড়ে।"[১৩৪]

আমীরুল মু'মিনীন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَنْ مَلأَ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ فَسَقَ.

"যে ব্যক্তি অনুমতি দেয়ার আগে ঘরের ভেতরে দৃষ্টি দিলো, সে পাপ করলো।"[১৩৫]

ক. ১৩. সুস্পষ্টভাবে নাম উল্লেখ করে পরিচয় দান করা

ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনার সময় অথবা ভেতর থেকে পরিচয় জানতে চাইলে সুস্পষ্টভাবে নিজের নাম বলতে হবে অথবা পরিচয় দিতে হবে। ইতঃপূর্বে বর্ণিত সাইয়িদুনা জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.)-এর রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, পরিচয় জানতে চাইলে স্পষ্টভাবে নাম না বলা বা 'আমি' বলা বা চুপ করে থাকা সমীচীন নয়। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণ বলেছেন, 'আমি' শব্দ থেকে কোনো স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না। অস্পষ্টতা অস্পষ্টতাই থেকে যায়; বরং পরিচয় জানতে চাইলে নাম বলা উচিত। তবে যদি কেউ 'আমি অমুক' বলে উত্তর দেয়, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বর্ণিত আছে, একবার

---

১৩৩. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: কাম মাররাতান ইয়ুসাল্লিমুর রাজুলু...), হা. নং: ৫১৮৮

১৩৪. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আল-ইস্তি'যান), হা. নং: ৫১৬৭

১৩৫. বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, (অধ্যায়: আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ: আন-নাযর ফিদ দুওর), হা. নং: ১০৯২; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (পরিচ্ছেদ ৬১: কাইফিয়াতুল ওয়াকূফ 'আলা বাবিদ দার...), হা. নং: ৮৪৪২

উম্মু হানী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রবেশ করতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিচয় জানতে চেয়ে বললেন, আপনি কে? তখন উম্মু হানী (রা.) বলেন, 'আমি উম্মু হানী'।[১৩৬] উল্লেখ্য, প্রয়োজনে পরিচয় স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজের পদ ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করা দূষণীয় নয়, যদিও তাতে বাহ্যত আত্মপ্রশংসার ছাপ দেখা যায়। যেমন- নিজের পরিচয় পেশ করতে বলবে, আমি অমুকের পিতা, আমি কাযী অমুক, আমি শায়খ অমুক। তবে এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো, পরিচিত নাম বা পদবি অথবা মর্যাদাসহ নিজের নাম উল্লেখ করা।[১৩৭]

ক. ১৪. বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য বের হওয়া পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করা

কেউ যদি কোনো ধর্মীয় কিংবা পার্থিব বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন লোকের সাক্ষাতে যায় এবং জানা যায় যে, তিনি ঘরে বিশ্রামরত অবস্থায় রয়েছেন অথবা তিনি গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত রয়েছেন কিংবা সময়টি সচরাচর অবসর গ্রহণের সময় (যেমন দুপুর বেলা) হয়, তা হলে আদব হলো, জরুরী প্রয়োজন না হলে সে কোনোরূপ সংবাদ না দিয়ে বাইরে ধৈর্যের সাথে বসে অপেক্ষা করবে এবং বিশ্রাম বা কাজ শেষ করে তিনি বাইরে আসলে দেখা করবে। তবে অবশ্যই এরূপ করা বাধ্যতামূলক নয়; এটা ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের পর্যায়ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র যুগে যাঁরা তাঁর সাহচর্যে থেকে ইসলামী আদব-কায়দা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন, তাঁরা সবসময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তাঁরা তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাত করার জন্য এমন সময় গিয়ে হাযির হতেন, যখন তিনি ঘরের বাইরে অবস্থান করতেন এবং কখনো যদি তাঁকে মজলিসে পাওয়া না যেতো, তা হলে তাঁরা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। অত্যধিক প্রয়োজন ব্যতীত তাঁরা তাঁকে বাইরে আসার জন্য কষ্ট দিতেন না। পবিত্র কুর'আনে এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে-

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾

"তারা যদি নবীকে ডাকাডাকি না করে ধৈর্যের সাথে তাঁর বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতো, তবে এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো!"[১৩৮]

---

১৩৬. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়: আবওয়াবুল জিযইয়াহ, পরিচ্ছেদ: আমানুন নিসা'..), হা. নং: ৩০০০

১৩৭. নাবাবী, *আল-মিনহাজ শারহু সাহীহি মুসলিম,* (বৈরূত, দারু ইহয়াতিত তুরাছ, ১৩৯২ হি.), খ. ১৪, পৃ. ১৩৫

১৩৮. আল-কুর'আন, ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত): ৫

এ আয়াতে আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত সে সব সাধারণ লোককে তিরস্কার করা হয়েছে, যারা কোনোরূপ শিষ্টাচারের শিক্ষা পায় নি এবং এ কারণে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত করতে আসলে কোনো খাদিমের মাধ্যমে ভেতরে সংবাদ পৌঁছানোর কষ্টটাও করতো না; বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের হুজরার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বাইরে থেকেই তাঁকে ডাকতে থাকতো। উপরন্তু, এ আয়াতে তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, যখন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে তাঁকে পাবে না, তখন চিৎকার করে তাঁকে ডাকার পরিবর্তে ধৈর্যের সাথে বসে সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যখন তিনি নিজেই তাদেরকে সাক্ষাত দানের জন্য বেরিয়ে আসবেন।

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পরও ইসলামের সুমহান শিক্ষায় আলোকিত মুসলিমগণ যুগে যুগে এ সৌজন্য ও শিষ্টাচার রক্ষা করে চলেছেন। তাঁরা বিশেষ করে তাঁদের 'আলিম ও শায়খগণের ক্ষেত্রে এ আদব-কায়দা মান্য করে চলতেন। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফাকীহ আবূ 'উবাইদ আল-কাসিম ইবনু সাল্লাম [১৫৭-২২৪ হি.] (রাহ.) বলেন,

> ما دققت على محدث بابه قط لقول الله عز وجل : (ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.
>
> "আমি উপর্যুক্ত আয়াতের নির্দেশনা মান্য করতে গিয়ে কখনোই কোনো মুহাদ্দিসের দরজায় নক করি নি; বরং আমি বাইরে ধৈর্যের সাথে বসে তাঁর বাইরে বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম।[১৩৯]

বিশিষ্ট মুফাসসির আল-আলূসী (রাহ.) তাঁর সুবিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থে উল্লেখ করেন, আমি এক কিতাবে দেখেছি যে, জনৈক ব্যক্তি বলেন, সাইয়িদুনা ইবনু 'আব্বাস (রা.) আমার পিতার নিকট থেকে কুর'আনের শিক্ষা অর্জন করার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরে আসতেন এবং দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন; কিন্তু দরজা নক করতেন না, যে যাবত না তিনি বাইরে বের হয়ে আসতেন। আমার পিতা তাঁর এরূপ কাজকে স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে পারলেন না। তাই তিনি একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, هلا دققت الباب يا ابن عباس -"ইবনু 'আব্বাস! কী ব্যাপার, আপনি দরজা নক করলেন না কেন?" তিনি জবাব দিলেন,

> العالم في قومه كالنبي في أمته وقد قال الله تعالى في حق نبيه عليه الصلاة و السلام : ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.

---

১৩৯. বাইহাকী, *আল-মাদ্খালু ইলাস সুনানিল কুবরা,* হা. নং: ৫৫৬; আলূসী, রূহুল মা'আনী, খ. ১৯, পৃ. ২৬৩

"কওমের মধ্যে 'আলিমের মর্যাদা উম্মাতের মধ্যে নবীর মর্যাদার সাথে তুল্য। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর শানে বলেছেন, তারা যদি নবীকে ডাকাডাকি না করে ধৈর্যের সাথে তাঁর বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতো, তবে এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো!"

রাবী বলেন, "এ ঘটনাটি আমি আমার শৈশবকালে প্রত্যক্ষ করেছি। পরবর্তীকালে আমি আমার শায়খগণের সাথেও উপর্যুক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী এরূপ ব্যবহারই করেছি।"[১৪০]

খ. পরগৃহে দৃষ্টি দান করা বা উঁকি মারা

খ. ১. পরগৃহে দৃষ্টি দান করা বা উঁকি মারা হারাম

অনুমতি লাভ করতে গিয়ে ঘরের ভেতরে তাকানো অথবা যে কোনো অবস্থায় বাইরে থেকে কারো ঘরের ভেতরে দৃষ্টি দান করা বা উঁকি মারা অবৈধ ও হারাম।[১৪১] সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ.- "দৃষ্টি যখন ঘরের ভেতরে চলে যায়, তখন অনুমতি চাওয়া অনর্থক হয়ে পড়ে।"[১৪২] সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরের কোনো এক ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিলেন। ইত্যবসরে তিনি তাকে দেখে একটি ছুরি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যান। তখন আমার মনে হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে মারার জন্য যেন সুযোগ খোঁজছেন।"[১৪৩] সাইয়িদুনা সাহ্ল ইবনু সা'দ আস-সা'য়িদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরজার এক ছিদ্র দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিলেন। আর তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি কাঁকই দিয়ে তাঁর মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। যখন তিনি লোকটিকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِى لَطَعَنْتُ به فى عَيْنِكَ.- "যদি আমি জানতাম যে, তুমি আমার দিকে দৃষ্টি দান করেছো, তা হলে আমি অবশ্যই এই

---

১৪০. আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, খ. ১৯, পৃ. ২৬৩

১৪১. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৯০

১৪২. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আল-ইস্তি'যান), হা. নং: ৫১৭৫

১৪৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়: আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ: আল-ইস্তি'যান মিন আজালিল বাছার), হা. নং: ৫৮৮৮; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: তাহরীমুন নাযার ফী বাইতি গাইরিহি), হা. নং: ৫৭৬৭

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ.

কাঁকই দিয়ে তোমার চোখ ফুটো করে দিতাম।" তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ -"অনুমতি চাওয়ার হুক্‌ম তো এজন্য যে, ভেতরে যেন দৃষ্টি না পড়ে।"[১৪৪] এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহ.) বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যদি কেউ এ ধরনের অপরাধ করে, তার শাস্তি হলো কংকর বা কাঁকই দ্বারা তার চোখ ফুটো করে দেয়া।[১৪৫]

খ. ২. পরগৃহে অবৈধ দৃষ্টিদানকারীদের শাস্তি

হানাফী ইমামগণের মতে, যে ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া অপরের গৃহে অন্যায়ভাবে দৃষ্টি দান করে বা উঁকি মেরে দেখে, আর তখন গৃহবাসী যদি পাথর ছুঁড়ে বা অন্য কিছুর সাহায্যে তার চোখ ফুটো করে দেয় বা উপড়ে ফেলে, তা হলে তাকে কোনো ধরনের খেসারত দিতে হবে না, যদি তার এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় না থাকে। আর যদি তাকে বারণ করার জন্য এ ছাড়া তার অন্য কোনো উপায় থাকে, তা হলে তাকে খেসারত দিতে হবে। আর যদি কেউ ঘরের ভেতরে নিজের মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে দেখার সময় ঘরের মালিক তাকে প্রস্তর ছুঁড়ে তার চোখ ফুটো করে দেয় বা উপড়ে ফেলে, তখন সর্বসম্মতভাবে তাকে খেসারত দিতে হবে না। কারণ, সে অপরের অধিকারে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। যেমন কেউ যদি কারো কাপড় ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে আর কাপড়ের মালিক তাকে প্রতিহত করতে গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে, তা হলে তাকে কোনো ধরনের খেসারত দিতে হয় না।[১৪৬]

শাফি'ঈ ও হাম্বালী ইমামগণের মতে, যদি কেউ অনুমতি ছাড়া অপরের ঘরে কোনো ছিদ্র দিয়ে বা ফটক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে আর ঘরের মালিক কঙ্কর ছুঁড়ে বা লাঠি যোগে খোঁচা দিয়ে তার চোখ উপড়ে ফেলে, তা হলে তাকে কোনো ধরনের খেসারত দিতে হবে না। তদ্রূপ আঘাতে যদি চোখের পার্শ্বদেশ আক্রান্ত হয় এবং পরে তা ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তা হলেও তার রক্ত বৃথা যাবে। ঘরের মালিকের ওপর কোনো ধরনের কিসাস বা দিয়াত বর্তাবে না। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

১৪৪. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদঃ আল-ইস্তি'যান মিন আজালিল বাছার), হা. নং: ৫৮৮৭; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-আদাব, পরিচ্ছেদঃ তাহরীমুন নাযার ফী বাইতি গাইরিহি, হা. নং: ৫৭৬৪

১৪৫. ইবনু তাইমিয়্যাহ, আবুল 'আব্বাস আহমাদ, *মাজমু'উল ফাতাওয়া,* (রিয়াদঃ দারুল ওয়াফা, ২০০৫), খ. ১৫, পৃ. ৩৮০

১৪৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ২৫, পৃ. ১৩০ (সূত্রঃ হাশিয়াতু ইবনি 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৫৩)

مَنِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ.

"যে ব্যক্তি অপরের গৃহে তাদের অনুমতি ছাড়া উঁকি মেরে দেখবে, তাদের জন্য তার চোখ ফুটো করে দেয়া বিধেয় হবে।"[১৪৭]

যদি দৃষ্টি দানকারী ব্যক্তি উঁকি মেরে দেখা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, তা হলে তার দিকে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা জায়িয নয়। ইতঃপূর্বে বর্ণিত সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রা.)-এর রিওয়ায়াত থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে ব্যক্তিকে কোনোরূপ আঘাত করেন নি, যে তাঁর ঘরে উঁকি মেরে চলে গিয়েছিল। কারণ, সে অপরাধ করা ছেড়ে দিয়েছে।

ঘরের মালিকের জন্য শুরুতেই দৃষ্টি দানকারীর দিকে এ ধরনের কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা উচিত নয়, যাতে সে মারা যায়। যদি সে পাথর কিংবা ভারী লোহা ছুঁড়ে তাকে হত্যা করে, তা হলে তাকে খেসারত দিতে হবে। কেননা তার অধিকার হলো, কেবল দৃষ্টিদানকারীর চোখকে উপড়ে ফেলা বা ফুটো করে দেওয়া। এর বাইরে সীমা লঙ্ঘন করার অধিকার তার নেই। যদি সামান্য বস্তু ছুঁড়ে মেরে দৃষ্টিদানকারীকে বারণ করা সম্ভব না হয়, তবেই তার চাইতে ভারী জিনিস নিক্ষেপ করা জায়িয হবে, যদি তাতে প্রাণ নাশও হয়। তাই শুরুতে যতো সহজভাবে পদক্ষেপ নিলে তাকে বারণ করা যাবে, ঘরের মালিককে সেই পদক্ষেপই নিতে হবে। যেমন- প্রথমে বলবে, 'তুমি ফিরে যাও' অথবা ভয় প্রদর্শন করবে বা ভয়ানকভাবে গর্জে ওঠবে। এর পরেও যদি সে ফিরে না যায়, তাহলে ইশারায় তাকে বুঝিয়ে দেবে যে, সে তার দিকে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারছে। তারপরও না গেলে তবেই তখন তার দিকে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা জায়িয হবে।

খোলা দরজা দিয়ে দৃষ্টিদানকারীর দিকে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা জায়িয হবে না। কারণ, দরজা খোলা রাখার ফলে কসুর সর্বতোভাবে ঘরের মালিকের ওপর বর্তাবে। এ প্রসঙ্গে সাইয়িদুনা আবূ যার্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، وَلَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقَأَ عَيْنَيْهِ مَا غَيَّرْتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لا سِتْرَ لَهُ غَيْرَ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ.

---

১৪৭. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: তাহরীমুন নাযার ফী বাইতি গাইরিহি), হা. নং: ৫৭৬৮; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আল-ইস্তি'যান), হা. নং: ৫১৭৪

> "যে ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া অপরের ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে এবং এভাবে গৃহবাসীদের গুপ্তাঙ্গ বা ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পাবে, সে এমন সীমারেখায় এসে পৌঁছবে, যেখানে তার আসা ন্যায়সঙ্গত নয়। যখন সে ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, এমতাবস্থায় যদি ঘরের কোনো লোক অগ্রসর হয়ে তার চোখ দুটি ফুটো করে দেয়, তা হলে আমি তার এ কাজের বদলা নিতে পারবো না। যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো দরজার পাশ দিয়ে গমন করে, যাতে কোনো পর্দাও নেই, উপরন্তু তা বন্ধও নয়, এমতাবস্থায় সে ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার ওপর কোনো অপরাধ বর্তাবে না; বরং অপরাধ সর্বতোভাবে গৃহবাসীদের ওপর বর্তাবে।"[১৪৮]

কতিপয় হাম্বালী ইমামগণের মতে, খোলা দরজা হলো ফটকের মতো এবং বড় ফটক হলো খোলা দরজার মতো। আর প্রশস্ত দরজার হুক্‌ম হলো খোলা দরজার ন্যায়। অতএব, মালিকের কসুর থাকার কারণে এসব ফাঁকা জায়গা দিয়ে দৃষ্টিদানকারীর প্রতি কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা জায়িয হবে না। তবে শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, প্রথমে ভয় প্রদর্শন করতে পারবে, অতঃপর চলে না গেলে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারতে পারবে। তবে অধিকাংশ হাম্বালী ইমামের মতে, ছিদ্র ছোট হোক কিংবা বড় তাতে কোনো তফাৎ নেই। ঘরের মালিকের জন্য সর্বাবস্থায় অবৈধ দৃষ্টিদানকারীর দিকে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা জায়িয হবে। শাফি'ঈ ইমামগণের বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, যদি ঘরে মালিক একাই অবস্থান করে এবং কোনো মহিলা না থাকে, তা হলে দৃষ্টিদানকারীর দিকে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা জায়িয হবে না। তবে ঘরের মালিক যদি বিবস্ত্র অবস্থায় থাকে, তা হলে দৃষ্টিদানকারীর দিকে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা জায়িয হবে। হাম্বালী ইমামগণের মতে, ঘরে মহিলা থাকা আর না থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; বরং সর্বাবস্থায় অবৈধ দৃষ্টিদানকারীর দিকে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা জায়িয হবে।

শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, দৃষ্টিদানকারী যদি নিজের পিতামাতা বা তাদের উপরস্থ এমন কেউ হয়, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে যাদের ওপর কিসাস বা মিথ্যা অভিযোগের দণ্ড প্রয়োগ করা যায় না, তা হলে তাদের দিকে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা জায়িয হবে না। যদি কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা হয়, তা হলে খেসারত দিতে হবে। তদুপরি দৃষ্টি যদি মুবাহ পর্যায়ের হয় (যেমন- বিয়ের প্রস্তাব দানের জন্য দৃষ্টি দান করা), তা হলেও দৃষ্টিদানকারীর দিকে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা জায়িয

---

১৪৮. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ: আল-ইস্তি'যান কুবালাতুল বায়ত), হা. নং: ২৭০৭

হবে না। ছাদের ওপর থেকে দৃষ্টি দান করা এবং মিনারা থেকে মু'আযযিনের দৃষ্টিদান করাও ঘরের ফটক দিয়ে দৃষ্টি দান করার মতো অপরাধ।[১৪৯]

মালিকী ইমামগণের মতে, কেউ যদি দৃষ্টি দানকারীর চোখকে উদ্দেশ্য করে কংকর ছুঁড়ে বা লাঠির খোঁচা দিয়ে চোখ উপড়ে ফেলে, তা হলে দৃষ্টি দানকারীর জন্যও তার চোখ বদলা হিসেবে নেয়ার অধিকার সাব্যস্ত হবে। তবে সে যদি চোখকে উদ্দেশ্য করে নয়; বরং কেবল বারণ করার উদ্দেশ্যে তার দিকে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারে; কিন্তু ঘটনাক্রমে তা তার চোখে গিয়ে পড়ে, তবেই তার ওপর কিসাসের বিধান প্রয়োগ করা হবে না; তবে তার রক্তপণ ওয়াজিব হবে। ইতঃপূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহের উদ্দেশ্য হলো- দৃষ্টিদানকারীকে তার অবগতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেয়া অথবা চোখ উপড়ানোর ইচ্ছা ছাড়াই কেবল বারণ করার উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ছুঁড়ে মারা এবং তা ভুলক্রমে চোখে পড়ার পর চোখ উপড়ে গেলে কোনো ধরনের গুনাহ হবে না। কেননা, কেউ যদি অনুমতি ছাড়া কারো লজ্জাস্থানের দিকে তাকায়, তা হলে তার চোখ উপড়ানো বৈধ নয়, তাহলে তার ঘরের মধ্যে লজ্জাস্থানের দিকে তাকালেও অধিক উত্তম মত হলো, চোখ উপড়ানো বৈধ হবে না।[১৫০]

খ. ৩. গোপনে পরগৃহের খোঁজ-খবর নেয়া হারাম

গৃহবাসীদের অসতর্ক অবস্থায় বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনুমতি নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ঘরের গোপনীয় বিষয় জেনে নেয়া অথবা দরজার বাইরে থেকে কারো গোপন কথা শ্রবণ করাও ঘরে দৃষ্টি দেয়ার মতোই অবৈধ। তদ্রূপ নিদ্রার ভান করেও কারো কথাবার্তা শোনা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ - "তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না।"[১৫১] আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, যে দোষ তোমাদের সামনে আছে, তা ধরতে পারো; কিন্তু কোনো মুসলিমের যে দোষ প্রকাশ্য নয়, তা সন্ধান করা জায়িয নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِى بَيْتِهِ.

---

১৪৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ২৫, পৃ. ১২৯-১৩০ (সূত্রঃ মুগনিউল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৯৭ - ৮; আল-মুগনী, খ. ৮, পৃ. ৩৩৫-৬)

১৫০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ২৫, পৃ. ১২৯-১৩০ (সূত্রঃ জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২৯৭; মিনহুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৫৬০-১)

১৫১. আল-কুর'আন, ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত): ১২

> "তোমরা মুসলিমদের গীবাত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা যে ব্যক্তি তাদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তা'আলাও তার দোষের পেছনে পড়েন অর্থাৎ তার দোষ প্রকাশ করে দেন। আর আল্লাহ তা'আলা যার দোষের পেছনে পড়েন, তাকে স্বগৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন।"[১৫২]

তবে যদি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে কিংবা নিজের বা অন্য মুসলিমের হিফাযতের উদ্দেশ্য থাকে, যেমন কেউ কোনো বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে যদি খবর পায় যে, কোনো লোক কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বা কোনো মহিলার সাথে যিনা করার উদ্দেশ্যে কোনো ঘরে একান্তভাবে মিলিত হয়েছে, তবেই তার জন্য ক্ষতি সাধনকারীর গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান করা জায়িয।[১৫৩]

গ. পরগৃহে অবৈধভাবে প্রবেশ করার শাস্তি

যদি কেউ কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে, সে সীমা লঙ্ঘনকারী যালিম হিসেবে বিবেচিত হবে। ঘরের মালিকের এ অধিকার থাকবে যে, সে ইচ্ছে করলে তাকে বের করে দিতে পারবে। যদি এ ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তা হলে সে শক্তি প্রয়োগ করেও তাকে বের করে দেয়ার অধিকার রাখবে।

ঘরের মালিক প্রথমত তাকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেবে। চাই সে সশস্ত্র হোক বা নিরস্ত্র। যদি সে তার নির্দেশে বের হয়ে যায়, তা হলে তাকে মারধর করার অধিকার তার থাকবে না। কেননা, তাকে বের করে দেয়াই হলো তার উদ্দেশ্য। যদি সে তার নির্দেশে বের না হয়, তা হলে তাকে যেভাবে মারলে বা আঘাত করলে চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেভাবেই মারা ও আঘাত করা বিধেয় হবে। এর চাইতে জোরে আঘাত করা বা বেশি মারা উচিত নয়। কারণ, সামান্য বাধা ও আঘাতে যাকে দমন করা যাবে, তাকে তার চাইতে বেশি আঘাত করার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি জানা যায় যে, সে লাঠি দিয়ে মারলেই বেরিয়ে যাবে, তা হলে তাকে লোহা দিয়ে মারার কোনো অধিকার থাকবে না। কারণ লাঠি দ্বারাই সচরাচর আঘাত করা হয়। আর লোহা হলো হত্যা করার অস্ত্র। আর যদি তাকে হত্যা করা ছাড়া দমন করা সম্ভব না হয় অথবা কেউ যদি এ আশঙ্কা করে যে, সে যদি তাকে আগে হত্যা না করে, তা হলে সে আগে বেড়ে তাকে হত্যা করে ফেলবে, তবেই তাকে এমন বস্তু দ্বারা আঘাত হানা জায়িয হবে, যাতে সে মারা

---

১৫২. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আল-গীবাত), হা. নং: ৪৮৮২; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (হাদীস আবী বারযাহ আল-আসলামী রা.), হা. নং: ১৯৭৭৬, ১৯৮০১

১৫৩. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২০৯

যায় অথবা তার অঙ্গহানি হয়। আর এভাবে সে যদি মারা যায় অথবা তার কোনো অঙ্গ বিশেষ নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে তার রক্ত বৃথা যাবে, কোনো ধরনের কিসাস বা দিয়াত আক্রমণকারীর ওপর ওয়াজিব হবে না, যদি প্রমাণিত হয় যে, অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তি ঘরের মালিকের সাথে শক্তি প্রদর্শনে নেমেছিল এবং তাকে হত্যা করা ছাড়া তাকে দমন করার কোনো উপায় তার ছিল না।[১৫৪]

ঘ. নিজ গৃহে প্রবেশ করার বিধান

ঘ. ১. নিজ গৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই

যদি নিজ গৃহে নিজের সাথে অন্য কেউ না থাকে, তা হলে সে কারো অনুমতি ছাড়াই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে। কেননা, এমতাবস্থায় তার অনুমতি গ্রহণ ও প্রার্থনা একটি অনর্থক কাজ, যা শারী'আতের দৃষ্টিতে কাম্য নয়।[১৫৫]

ঘ. ২. স্ত্রীর ঘরে প্রবেশের জন্য পূর্বাভাষ দেয়া মুস্তাহাব্ব

নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীর নিকট যেতে হলে, তার সাথে যদি অন্য কেউ না থাকে, তাহলে যেহেতু তার জন্য তার স্ত্রীর পুরো দেহ দেখা জায়িয রয়েছে, সেহেতু তার প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নয়। তবে গলা ঝেড়ে বা সশব্দ পদচারণা করে বা এ ধরনের কোনো কাজ বা শব্দের মাধ্যমে পূর্বাভাষ দান করা মুস্তাহাব্ব। কারণ, অনেক সময় মহিলারা ঘরের নির্জনতায় এমন অবস্থায় থাকে, যা তারা স্বামীদের কাছে প্রকাশ করতে পছন্দ করে না।[১৫৬] সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন, নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীদের নিকট যেতে হলেও অন্তত গলার শব্দ করে প্রবেশ করবে। তাঁর স্ত্রী যায়নাব (রা.) বলতেন,

كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ فَانْتَهَى إِلَى الْبَابِ تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَهْجُمَ مِنَّا عَلَى شَيْءٍ يَكْرَهُهُ.

"(আমার স্বামী) 'আবদুল্লাহ যখনই প্রয়োজন সেরে ঘরে আসতেন, তখন দরজায় পৌঁছে গলা ঝাড়তেন এবং থুথু ফেলতেন, যাতে আকস্মিকভাবে ঢুকে আমাদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখতে না পান।"[১৫৭]

---

১৫৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ৩, পৃ. ৪৯১ (সূত্রঃ হাশিয়াতু ইবনি 'আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৫১; মুগনিউল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৯৯; আল-মুগনী, খ. ৮, পৃ. ৩২৯-৩৩০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ২৪; আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ২২৭)

১৫৫. কুরতুবী, *প্রাগুক্ত,* খ. ১২, পৃ. ২১৯

১৫৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ৩, পৃ. ১৪৫ (সূত্রঃ হাশিয়াতু ইবনি 'আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৫৩১; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৭৬২; শারহুল কাফী, খ. ২, পৃ. ১১৩৩; আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪৫১); কুরতুবী, *প্রাগুক্ত,* খ. ১২, পৃ. ২১৯

১৫৭. আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* (মুসনাদু 'আবদিল্লাহ ইবনি মাস'উদ রা.), হা. নংঃ ৩৬১৫

তালাকে রাজ'ঈ প্রাপ্তা স্ত্রীদের কাছে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি চাইতে হবে কি-না, এ নিয়ে দুটি মত রয়েছে। হানাফীগণের মতে, তালাকে রাজ'ঈ প্রদানের ফলে স্ত্রীরা যেহেতু পুরুষদের জন্য হারাম হয়ে যায় না, তাই তাদের নিকট প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নয়; বরং নিজের তালাকবিহীন স্ত্রীদের মতো তাদের নিকটও প্রবেশের জন্য গলা ঝেড়ে বা সশব্দ পদচারণা করে বা এ ধরনের কোনো কাজ বা শব্দের মাধ্যমে পূর্বাভাষ দান করা মুস্তাহাব্ব। আর শাফি'ঈ ও মালিকী মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, তালাক প্রদানের কারণে স্ত্রীরা যেহেতু পুরুষদের জন্য হারাম হয়ে যায়, তাই তাদের নিকট প্রবেশ করতে হলে অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব।[১৫৮]

ঘ. ৩. স্ত্রীর কাছে প্রবেশের সময় সালাম করা

স্ত্রীর কাছে সালাম করে প্রবেশ করা মুস্তাহাব্ব। সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يَا بُنَيَّ ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ ، فَسَلِّمْ ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ ، وعلى أَهْلِ بَيْتِكَ.

"হে প্রিয় বৎস! যখন তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করবে, তখন সালাম করবে। কারণ, এটা তোমার এবং তোমার পরিবারের সদস্যদের জন্য বারাকাতের উপলক্ষ হয়।"[১৫৯]

ঘ. ৪. মাহরামদের নিকট যেতেও অনুমতি নিতে হবে

যদি ঘরে নিজের সাথে নিজের কোনো মাহরাম- পুরুষ হোক কিংবা মহিলা, যাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখা জায়িয নেই যেমন- পিতা-মাতা, ভাই-বোন, খালা-খালু ও ফুফা-ফুফু প্রভৃতি- বসবাস করে, তা হলে তার নিকট যেতেও অনুমতি নিতে হবে, যাতে করে যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা জায়িয নেই, সেগুলোর প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে না যায়। হানাফী ও মালিকী ইমামগণের মতে, তাদের নিকট অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করা বৈধ নয়।[১৬০] 'আতা ইবনু ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলো, يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي - "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কী আমার নিজের মায়ের কাছে প্রবেশ করতেও অনুমতি চাইবো?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

---

১৫৮. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ১৪৫-৬ (সূত্রঃ হাশিয়াতু ইবনি 'আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৫৩১; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৪২২; আল-মুগনী, খ. ৭, পৃ. ২৭৯)

১৫৯. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়ঃ আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদঃ আত-তাসলীম ইযা দাখালা বাইতাহু), হা. নংঃ ২৬৯৮

১৬০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ১৪৬; যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫০৬

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, نَعَمْ-"হ্যাঁ, অবশ্যই।" লোকটি বললো, إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ. -"আমি তো তাঁর সাথে ঘরেই থাকি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا -"তার কাছে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি নিবে।" লোকটি আবার বললো, إِنِّي خَادِمُهَا -"আমি তো তার খাদিম। (এমতাবস্থায় প্রত্যেকবারই কী আমি অনুমতি চাইবো?)" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً. -"প্রত্যেকবারেই তার কাছে প্রবেশ করতে অনুমতি চাইবে। তুমি কী তোমার মাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে ভালো মনে করবে?"[১৬১]

সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ.

"তোমাদের মা ও বোনদের কাছে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি নিয়ে যাবে।"[১৬২]

সাইয়িদুনা হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট জানতে চাইলো, আমি কী আমার বোনের নিকট যেতে অনুমতি চাইবো? তিনি বললেন, إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ رَأَيْتَ مَا يَسُوءُكَ. -"যদি তুমি অনুমতি না চেয়ে ঢুকে যাও, তা হলে তুমি তাকে এমন অবস্থায় দেখতে পাবে, যা তোমাকে দুঃখ দেবে।"[১৬৩]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায় যে, মা ও বোনের মতো একান্ত আপন মাহরামের নিকট যেতে অনুমতির প্রয়োজন হলে অন্যান্য মাহরামের নিকট যেতে আরো বেশি প্রয়োজন হবে।[১৬৪]

শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, যে সব মাহরাম নিজের সাথে ঘরে থাকে, তাদের কাছে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করা যাবে। তবে গলা ঝেড়ে বা সশব্দ পদচারণা করে বা এ জাতীয় কোনো কাজ বা শব্দের মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করা উচিত, যাতে তারা বিবস্ত্র থাকলে কাপড় পরে নিতে পারে।[১৬৫]

---

১৬১. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা,* (পরিচ্ছেদঃ আল-ইস্তি'যান), হা. নংঃ ৩৫৩৮

১৬২. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ,* (অধ্যায়ঃ আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদঃ আর-রাজুলু ইয়াস্তা'যিনু 'আলা উম্মিহি), হা. নংঃ ১৭৮৯৬; তাবারী, আবূ জা'ফার ইবনু জারীর, *জামি'উল বায়ান ফী তাবীলিল কুর'আন,* (বৈরূতঃ মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ২০০০), খ. ১৯, পৃ. ১৪৭

১৬৩. কাসানী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৫, পৃ. ১২৫

১৬৪. যায়দান, *প্রাগুক্ত,* খ. ৩, পৃ. ৫০৬

১৬৫. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ৩, পৃ. ১৪৬ (সূত্রঃ মুগনিউল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৯৯)

ঙ. গৃহাভ্যন্তরে স্বাধীনতা

ঙ. ১. গৃহাভ্যন্তরে নির্বিঘ্নে ঘুমানোর ও বিশ্রাম নেয়ার অধিকার

ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন বস্ত্র খোলে রাখা হয় এবং 'ইশার নামাযের পর- এ তিনটি সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলামেলা থাকতে চায়, অতিরিক্ত বস্ত্রও খোলে ফেলে, ঘুমে থাকে বা বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ মেলামেশায় মাশগুল থাকে। এ সময়গুলোতে কেউ, এমনকি তার ছোট ছেলেমেয়ে হলেও অনুমতি ছাড়া ভেতরে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন হতে হয় এবং অত্যন্ত বিব্রত বোধ হয়, কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলামেলা ভাব ও বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটে। এ জন্য পবিত্র কুর'আনে নিজের দাস-দাসী ও সমঝদার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে- যারা বাড়ির ভেতরে একে অপরের সামনে থাকে, ঘুরাফেরা করে, একে অপরের কাছে যাতায়াত করে তাদেরকেও আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন কারো নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের দাস-দাসীরা[১৬৬] এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয় নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে- ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খোলে রাখো এবং 'ইশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের অসচেতন থাকার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"[১৬৭]

এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক ও নারীদেরকেই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এ সময়ে জিজ্ঞেস না করে ভেতরে এসো না।

---

১৬৬. আয়াতে ﴿الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ দ্বারা মালিকানাধীন দাস-দাসী উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। দাস যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবে সে মাহরাম নয়; তার জন্য অপরিচিতি ব্যক্তির অনুরূপ হুক্ম প্রযোজ্য হবে। তার নারী মালিককেও তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই এর অর্থ হবে, দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস, যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াত করে।

১৬৭. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ৫৮

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত তিনটি সময় অনুমতি গ্রহণের বিশেষ নির্দেশটি সচরাচর অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। অন্যথায় যখনই কেউ জানতে পারবে বা কারো ধারণা হবে যে, গৃহবাসী একান্তে স্বাধীন ও খোলামেলা থাকতে চাচ্ছে, অতিরিক্ত বস্ত্রও খুলে ফেলেছে, ঘুমে রয়েছে বা বিশ্রাম নিচ্ছে অথবা স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ মেলামেশায় মাশগুল রয়েছে, তখনও বিনা অনুমতিতে তার কাছে প্রবেশ করা উচিত নয়।[১৬৮]

এই বিশেষ অনুমতি গ্রহণ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব না মুস্তাহাব্ব- এ ব্যাপারে ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। এ বিধান এখনো কার্যকর আছে, না রহিত হয়ে গেছে- তা নিয়েও একাধিক মত রয়েছে। অধিকাংশের মতে, আয়াতটি মুহকাম ও অরহিত এবং নারী-পুরুষ সবার জন্য এ বিধান মেনে চলা ওয়াজিব।[১৬৯] এ বিধান ওয়াজিব হওয়ার কারণ সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে যে, সাধারণত মানুষরা এই তিনটি সময়ে নির্জনতা কামনা করে, এ সময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে এবং মাঝে মাঝে আবৃত অঙ্গও খোলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন করত এ সব সময়েও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও কেবল তখনই করে, যখন কারো আগমনের সম্ভাবনা থাকে না, তবে তার জন্য আত্মীয় ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আত্মীয়দের জন্যও অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। তবে এটা সর্বাবস্থায় মুস্তাহাব্ব ও উত্তম।[১৭০] কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর ওপর 'আমাল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণে দেখা যায়, এক রিওয়ায়াতে সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) এ বিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন,

لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ آيَةَ الإِذْنِ وَإِنِّى لآمُرُ جَارِيَتِى هَذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ.

"অধিকাংশ লোক অনুমতি প্রার্থনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতের ওপর ঈমান আনে নি। অথচ আমি আমার এই ছোট্ট মেয়েকেও আমার কাছে ঢুকার জন্য অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছি।"[১৭১]

---

১৬৮. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫০৯
১৬৯. কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১২, পৃ. ২১৯
১৭০. শফী, মুফতী মুহাম্মাদ, *মা'আরিফুল কুর'আন*, (অনু. ও সম্পা.: মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, মাদীনা মুনাওয়ারা : খাদিমুল হারামাইন আশ-শারীফাইন, কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৯৫১
১৭১. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আল-ইস্তি'যানু ফিল 'আওরাতিছ ছালাছ), হা. নং: ৫১৯৩

তবে অন্য এক রিওয়ায়াতে যারা এ 'আমাল করে না তাদের কিছু ওযরও তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ حَلِيمٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّ السَّتْرَ وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِهِمْ سُتُورٌ وَلاَ حِجَالٌ فَرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوِ الْوَلَدُ أَوْ يَتِيمَةُ الرَّجُلِ وَالرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَأَمَرَهُمُ اللّٰهُ بِالاِسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَجَاءَهُمُ اللّٰهُ بِالسُّتُورِ وَالْخَيْرِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ بَعْدُ.

''আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি সহিষ্ণু ও দয়াশীল। তিনি পর্দা পছন্দ করেন। অথচ লোকদের ঘরে কোনো পর্দা বা আচ্ছাদক নেই। অনেক সময় খাদিম কিংবা ছেলেমেয়েরা ঘরের ভেতরে এমন অবস্থায় প্রবেশ করে, যখন পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের সাথে একান্তে মাশগুল থাকে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঘরে পর্দা ও সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এর পরে কাউকেও আমি এ আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমাল করতে দেখি নি।"[১৭২]

ঙ. ২. বাড়িতে স্বাভাবিক চলাফেরা করার অধিকার প্রতিষ্ঠা

প্রত্যেক ব্যক্তিই- পুরুষ হোক বা নারী- সাধারণত তার বাড়ির মধ্যে স্বাধীন ও স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে চায়। এ কারণে পরিবারের কারো পক্ষে এমন কোনো আচরণ করা বা বাধা-নিষেধ আরোপ করা সমীচীন নয়, যাতে বাড়িতে অপর কারো স্বাভাবিক চলাচল করতে কিংবা স্বাধীনভাবে চলতে-ফেরতে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। যেমন- (পর্দা-পুশিদা রক্ষার একান্ত প্রয়োজন ছাড়া) ঘরের মেয়ে ও স্ত্রীদেরকে বাড়ির আঙিনায় আসতে না দেওয়া এবং তাদের নিজেদের নির্দিষ্ট কক্ষসমূহের মধ্যে চলাফেরা সীমিত করে দেওয়া প্রভৃতি। এরূপ আচরণ বাড়াবাড়ির নামান্তর। একে 'ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ' ও 'মানসিক নির্যাতন'-এর পর্যায়ে গণ্য করা যায়। ইসলামে নারীদেরকে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয় নি। নিষেধ করা হয়েছে জাহিলী যুগের নারীদের মতো নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করতে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾

"তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরেই ভালভাবে অবস্থান করো এবং পূর্বের জাহিলী যুগের নারীদের মতো নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহাঙ্গ দেখিয়ে বেড়িওনা।"[১৭৩]

---

১৭২. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আল-ইস্তি'যানু ফিল 'আওরাতিছ ছালাছ), হা. নং: ৫১৯৪

১৭৩. আল-কুর'আন, ৩৩ (সূরা আল-আহযাব): ৩৩

এ আয়াতে নারীদেরকে ঘরে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে; কিন্তু ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয় নি। নিষেধ করা হয়েছে জাহিলী যুগের নারীদের মত নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করতে। দেখা যায়, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরও মহিলা সাহাবীগণ নামাযের জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার জন্য, এমনকি নিজেদের প্রয়োজনেও ঘরের বাইরে যাতায়াত করতেন। যদি আয়াতের উদ্দেশ্য নারীদের ঘর থেকে বের না হবার চূড়ান্ত নির্দেশই হতো, তা হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলা সাহাবীগণের বাইরের যাতায়াত মোটেও বরদাশত করতেন না।

তবে কোনো অপরাধের শাস্তিস্বরূপ যে কাউকে সাময়িকভাবে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা যেতে পারে। ইমামগণ বলেছেন, যে অন্যায়ভাবে কাউকে প্রহার করলো, তাকে তা'যীরী শাস্তি দেওয়া যাবে এবং তাকে বন্দী করাও জায়িয। অন্ততপক্ষে তার ঘরে হলেও তাকে বন্দী করে রাখা যেতে পারে, যাতে সে বাইরে বের হতে না পারে। অনুরূপভাবে বদনজর দানকারীকেও সামাজিক শান্তি -শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা যাবে, যাতে সে লোকজনের সাথে মিশতে না পারে।[১৭৪]

ঙ. ৩. সন্ধ্যাবেলা শিশুদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখা

সূর্যাস্তের পর শিশুদেরকে ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া উচিত নয়। এ সময় জিন্ ও শয়তানদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। তারা নানাভাবে শিশুদের ক্ষতি ও অনিষ্ট করতে পারে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম) বলেন,

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ – أَوْ أَمْسَيْتُمْ – فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا.....

"যখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে, তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখো। কেননা, এ সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। যখন রাতের কিছু সময় অতিক্রান্ত হবে, তখন তাদেরকে বাড়িতে ছেড়ে দিতে পারো। তবে আল্লাহর নাম স্মরণ করে ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খোলতে পারে না। ..."[১৭৫]

---

১৭৪. ইবনু বাত্তাল, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ৪৩১; ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১০, পৃ. ২০৫; ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩৬৪

১৭৫. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (অধ্যায়: বাদ'উল খালক, পরিচ্ছেদ: সিফাতু ইবলীস ওয়া জুনূদিহি), হা. নং: ৩১০৬; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আশরিবাহ, পরিচ্ছেদ: আল-আমরু বি-তাগতিয়াতিল ইনা'...), হা. নং: ৫৩৬৮

ঙ. ৪. ঘরের বাইরে স্ত্রীর বের হওয়ার অধিকার প্রসঙ্গ

ইসলামে সাধারণত ঘরই হলো স্ত্রীদের অবস্থানস্থল ও কর্মক্ষেত্র। তবে প্রয়োজনে তাদের ঘরের বাইরে যেতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এ অবস্থায় স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। কারণ, স্বামী তার স্ত্রীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। কাজেই তার অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া স্ত্রীর জন্য সমীচীন নয়।[১৭৬] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

...وَلاَ تَخْرُجُ وَهُوَ كَارِهٌ.

"... কোনো মহিলা যেন তার স্বামীর সন্তুষ্টি ছাড়া বের না হয়।"[১৭৭]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ صَلاَتُهُمْ : الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَالْعَبْدُ الآبِقُ وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

"তিন ব্যক্তির সালাত কবূল করা হয় না। এরা হলো: এক. যে নারী তার স্বামীর ঘর থেকে তার অনুমতি ছাড়া বের হয়। দুই. পলাতক গোলাম। তিন. যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে, অথচ তারা তাকে পছন্দ করে না।"[১৭৮]

স্ত্রী লোকদের জন্য পরপুরুষদের বাড়িতে যাওয়া সমীচীন নয়। বিবাহ-শাদীর আসরে স্বামী অনুমতি দিলেও যেখানে পর-পুরুষের সাথে সংশ্রবের সম্ভাবনা থাকে সেখানে যাওয়া জায়িয নয়। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামী যদি অনুমতি দেয়, সেও গুনাহগার হবে।

ঙ. ৫. ঘরে স্ত্রীর পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাত প্রসঙ্গ

স্ত্রীর পিতা-মাতা, অন্য মাহরাম আত্মীয়-স্বজন ও পূর্ববর্তী স্বামীর সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি তার সাথে সাক্ষাত ও দেখা করার জন্য তার ঘরে আসতে কোনো বাধা

---

১৭৬. তবে এটা এমন কোনো চরম নির্দেশ নয় যে, যা যৌক্তিক প্রয়োজনে স্ত্রীকে ঘরের বাইরে যেতে দেবে না। ইসলাম প্রয়োজনে ক্ষেত্র বিশেষে নারীকে স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়ার সীমিত সুযোগও দিয়েছে। যেমন- ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য, ফরয হজ্জ আদায়ের জন্য ও প্রয়োজনে দেশের প্রতিরক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য ইত্যাদি। তা ছাড়া যে সব নিয়মিত কাজে একবার অনুমতি নিলেই চলে, সেক্ষেত্রে প্রতিবার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন- চাকুরির উদ্দেশ্যে অফিসে যাওয়া, বাজারে যাওয়া, অসুস্থ আত্মীয়-স্বজনের সেবা করতে যাওয়া ইত্যাদি।

১৭৭. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* (অধ্যায়: আল-কাসাম ওয়ান নুশূয, পরিচ্ছেদ: বায়ানু হাক্কিহি 'আলাইহা), হা. নং: ১৫১১২; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা. নং: ১১৪

১৭৮. ইবনু আবী শায়বাহ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: নিকাহ, পরিচ্ছেদ: হাক্কুয যাওজ 'আলা ইমরা'তিহি), হা. নং: ১৭৪২২

নেই। উপরন্তু, এরূপ দেখা-সাক্ষাতের জন্য তার ঘরে আসা ও অবস্থান করা আত্মীয়তা রক্ষা ও সম্পর্কের দাবিও। তবে মনে রাখতে হবে যে, এ দেখা-সাক্ষাতের মাত্রা এবং ঘরে অবস্থান যেন স্বামীর স্বাধীন চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে, তার সহ্য-সীমার মধ্যে থাকে এবং তার কোনোরূপ বিরক্তি বোধের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। এ কারণে ইমামগণ বলেছেন, স্ত্রীর ঘরে তার পিতা-মাতা ও (পূর্ববর্তী স্বামীর) বড় সন্তানরা প্রতি সপ্তাহে একবার দেখতে যেতে পারে। আর তার ছোট সন্তানরা প্রতিদিনই তার কাছে আনাগোনা করতে পারে। তবে অন্য মাহরাম আত্মীয় (যেমন- আপন চাচা, মামা, ভাই ও বোন প্রভৃতি) কারো মতে- মাসে একবার, আর কারো মতে- বছরে একবার আসতে পারে। এটাই মালিকী ইমামগণের অভিমত। অধিকাংশ হানাফী ইমামও এ মত পোষণ করেন। শাফি'ঈগণের মতে, স্বামী চাইলে তার স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনকে তার ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারবে। তবে এরূপ করা শোভনীয় নয়। হাম্বালী ইমামগণের মতে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে তার পিতামাতাকে ঘরে দেখা-সাক্ষাত করা থেকে বারণ করতে পারবে না। এটা প্রকারান্তরে সম্পর্কচ্ছেদের নামান্তর। তবে যদি সে বিভিন্ন লক্ষণ ও অবস্থা দ্বারা জানতে পারে যে, তাদের দেখা-সাক্ষাতে তার বা তাদের কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তবেই সে তার স্ত্রীর সাথে তার পিতামাতাকে দেখা-সাক্ষাত করা থেকে বারণ করতে পারবে।[১৭৯]

স্ত্রীর পিতা-মাতা যদি রোগাক্রান্ত হয় এবং তাদের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য কেউ না থাকে, তবে প্রয়োজন মতো সে প্রতিদিন তাদের খিদমতে যেতে পারবে, স্বামী তাতে বাধা দিতে পারবে না। স্বামী যদি নিষেধ করে, তবুও সে যেতে পারবে। কিন্তু স্বামীর অনুমতি ছাড়া গেলে সে খোরপোষ পাবে না।[১৮০]

ঙ. ৬. ঘরে নারী ও পরপুরুষের একান্তে অবস্থান প্রসঙ্গ

ঘরে সাধারণত এমন অনেক নিকটাত্মীয়ও বসবাস করে থাকে, যারা নারীদের জন্য মাহরাম নয়। নারীদের সাথে এ জাতীয় লোকদের স্বাধীন মেলামেশা ও একান্তে অবস্থান ঘরের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

---

১৭৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ২৫, পৃ. ১১১

১৮০. ইবনু কুদামাহ, *প্রাগুক্ত,* খ. ৯, পৃ. ২৮৭; থানবী, আশরফ আলী, *বেহেশ্‌তী জেওর,* (অনু. মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের, ঢাকা: সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৪), খ. ২, পৃ. ৫২; যুহাইলী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ৮৩

> "কোনো (পর)পুরুষ যেন কোনো মহিলার সাথে একান্তে সময় যাপন না করে, তবে তার সাথে কোনো মাহরাম থাকলে ভিন্ন কথা।"[১৮১]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমান মুসলিম সমাজে যারা গতানুগতিক পর্দা করে, তারাও অনেকেই এ জাতীয় নিকটাত্মীয়দের থেকে পর্দা করে না। ইসলামের বিধান অনুযায়ী একজন মহিলাকে স্বামীর ভাই, ভগ্নিপতি, চাচাতো, মামাতো ও খালাতো ভাই এবং নিজের ভগ্নিপতি, চাচাতো, মামাতো ও খালাতো ভাইদের থেকে পূর্ণ পর্দা করতে হয়। আর পুরুষদেরকেও তাদের ভ্রাতৃবধূ এবং এ পর্যায়ের বোনদের থেকে পূর্ণ পর্দা করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ . -" তোমরা অবশ্যই (মাহরাম নয় এমন) নারীদের নিকট প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে।" এ কথা শোনে একজন আনসারী সাহাবী ওঠে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), স্বামীর নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, . الْحَمْوُ الْمَوْتُ -"স্বামীর নিকটাত্মীয়রা তো মৃত্যু সমতুল্য।"[১৮২] এখানে নিকটাত্মীয় বলতে স্বামীর ভাই, চাচাতো, মামাতো ও খালাতো ভাই ও ভগ্নিপতিদের বোঝানো হয়েছে। আর এরা স্ত্রীর দেবর বা ভাসুর হয়ে থাকে। হাদীসে এদেরকে মৃত্যু তুল্য বলা হয়েছে। এর কারণ হল- অন্য যে কারো চাইতে তাদের দিক থেকে ফিতনা সৃষ্টির ও বিপদ ঘটার আশঙ্কা থাকে বেশি। ঘরে যদি কড়াকড়িভাবে পর্দার ব্যবস্থা না থাকে, তা হলে ঘরের উন্মুক্ত পরিবেশে ভাবীদের কাছে পৌছতে তাদের কোনো বেগ পেতে হয় না। তারা সহজে একসাথে বসে নিভৃতে দীর্ঘক্ষণ আলাপ ও গল্পগুজব করে থাকে। এতে অনেক সময় তারা একে অপরের রূপ-সৌন্দর্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে পরিবারের দুর্ভোগ টেনে আনে।

উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু এমন মাহরামও রয়েছে, যাদের কাছে যদিও পর্দা করা ওয়াজিব নয়; তবুও তাদের সাথে নিভৃতে খালি ঘরে অবস্থান করা ও একত্রিত হওয়া জায়িয নয়। যেমন যুবক শ্বশুর, যুবতী শাশুড়ির জামাতা, স্বামীর অপর স্ত্রীর ছেলে এবং দুধ ভাই প্রভৃতি এ পর্যায়ের মাহরাম। এদেরকে অনেক ফকীহ

---

১৮১. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (অধ্যায়: আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ: লা ইয়াখলুওয়ান্না রাজুলুন...), হা. নং: ৪৯৩৪; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আস-সালাম, পরিচ্ছেদ: তাহরীমুল খালওয়াতি...), হা. নং: ৫৬৩৮

১৮২. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (অধ্যায়: আল-জিহাদ, পরিচ্ছেদ: মান ইকতাতাবা ফী জাইশিন...), হা. নং: ২৮৪৪; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: হাজ্জ, পরিচ্ছেদ: সাফরুল মার'আতি মা' মাহরামিন...), হা. নং: ৩৩৩৬, ৩৩৩৮

গায়র-মাহরামের ন্যায় আখ্যায়িত করেছেন। এ কারণে এদের সাথে সফর করা বা নিভৃতে কোনো জায়গায় অবস্থান করা ও একত্রিত হওয়া জায়িয নয়।[১৮৩]

বর্তমানে গৃহপরিচারিকার প্রসঙ্গটিও বিভিন্ন দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমত, অধিকাংশ গৃহপরিচারিকা কোনো মাহরাম ছাড়াই ঘর থেকে বের হয়ে দূরে বিভিন্ন বাসায় ছুটা কাজ করতে যায়। দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো গৃহপরিচারিকা যুবতী কিংবা সুন্দরীও হয়ে থাকে। অনেক সময় গৃহকর্তা বা পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাদের রূপ-সৌন্দর্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে পরিবারের দুর্ভোগ টেনে আনে। এটা নিঃসন্দেহে একটা জঘন্য বিপদ।

ঘরের প্রয়োজনে যদিও গৃহপরিচারিকার দ্বারা ঘরের কাজ করাতে কোনো দোষ নেই, তবুও উপর্যুক্ত দিকগুলো বিবেচনায় রেখে শারী'আতের নির্দেশ হলো যে, ঘরে গৃহপরিচারিকার সাথে পূর্ণ পর্দা করার সুব্যবস্থা থাকা দরকার। ঘরে কোনোভাবেই এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা থাকতে পারবে না, যাতে গৃহপরিচারিকার সাথে স্বামী বা পরিবারের কোনো পুরুষ একান্তে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের সমাজে গৃহপরিচারিকার সাথে এ ধরনের দুর্ঘটনার খবর আমরা প্রায় প্রতিনিয়তই পেয়ে থাকি। স্ত্রীর জন্য কখনো এটা সমীচীন হবে না যে, ঘরে স্বামী বা বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেকে রেখে সে বাজারে কিংবা বাইরে কোথাও কাজে যাবে আর ঘরে তাদের দেখাশোনা করার জন্য রেখে যাবে গৃহপরিচারিকাকে। কারণ, এ সময় বিপদ ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি।

৬. ৭. পুত্রবধূর চলাফেরায় শাশুড়ির নিয়ন্ত্রণ

প্রায় যৌথ পরিবারে পুত্রবধূ ও শাশুড়ির সম্পর্ক ভালো ও মধুর নয়। তাদের মধ্যে হরহামেশা দ্বন্দ্ব ও বিবাদ লেগে থাকতে দেখা যায়। এর প্রধান কারণ হলো- ঘরের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপে শাশুড়ির একক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রবল ইচ্ছা। সে কামনা করে যে, ঘরের বউ ও সন্তান-সন্ততিদের সকলেই তার কথা মান্য করে চলবে, তার মর্জি মতো চলাফেরা করবে এবং তার সেবা-শুশ্রূষা করে যাবে। এ ক্ষেত্রে তার ছেলেমেয়েরা কোনো দোষত্রুটি করলে সে সহজেই মাতৃস্নেহে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় এবং তাদের জন্য সে নিরন্তর কষ্ট স্বীকার করে। কিন্তু পুত্রবধূ শাশুড়ির এরূপ কামনাকে তার ব্যক্তি স্বাধীনতায়

---

১৮৩. তাহমায, আবদুল হামীদ, *আল-ফিকহুল ইসলামী ফী ছাওবিহিল জাদীদ,* (বৈরূত: দারুল কলম, ২০০১), খ. ৫, পৃ. ৩৭৮; থানবী, আশরফ আলী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম,* (ঢাকা: সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০০), পৃ. ৯০

এবং স্বাভাবিক চলাফেরায় অবৈধ হস্তক্ষেপ মনে করে। সে তার শাশুড়ির সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণকে স্বচ্ছন্দচিত্তে মেনে নিতে চায় না। অপরদিকে শাশুড়িও তার পুত্রবধূর এ স্বাধীন চলাফেরা ও কথাবার্তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। ফলে তাদের দু জনের মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনোমালিন্য। কখনো অবস্থা এমন হয় যে, পুত্রবধূ ঘরে তার দায়িত্ব পালনে সামান্য ত্রুটি করলে কিংবা তার চলাফেরায় অথবা কার্যকলাপে সামান্য ভুল হলে তৎক্ষণাৎ শাশুড়ি তার ওপর ভীষণভাবে চটে যায়, তাকে গালমন্দ করে ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলে। এভাবে তাদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমে প্রকাশ্য বিবাদে রূপ নেয়। এ অবস্থায় বেচারা ছেলে দুজনের মন রক্ষা করতে গিয়ে পড়ে যায় বড় বিপাকে। সে যদি স্ত্রীর পক্ষে কথা বলে, তা হলে মা মনে করে যে, তার পুত্রধন স্ত্রীপ্রেমে মজে তাকে ছেড়ে যেতে উদ্যত হচ্ছে। পক্ষান্তরে ছেলে যদি তার মায়ের পক্ষে কথা বলে, তা হলে স্ত্রী মনে করে যে, তার স্বামী এখনো মায়ের আঁচল থেকে বের হতে পারছে না, মায়ের অন্যায় আবদার ও হস্তক্ষেপের কোনোরূপ প্রতিবাদ করছে না এবং এভাবে প্রথমে তাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়, যা কখনো পরিবারের জন্য মহা বিপর্যয় ডেকে আনে।

বলা বাহুল্য, শাশুড়ির সেবা করা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ চরিত্র। এটা একদিকে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার প্রতি ভালো ব্যবহার, অপরদিকে নিজের স্বামীর প্রতিও সদাচরণ ও মমতা প্রদর্শন। তবে মনে রাখতে হবে যে, এটা পুত্রবধূর একান্ত ইচ্ছাধীন ব্যাপার। স্বামী বা তার পরিবারের অপর কেউ তাকে এ কাজের জন্য বাধ্য করতে পারবে না।[১৮৪] সে একান্তই নিজের দায়িত্বানুভূতি থেকে শাশুড়িকে নিজের মায়ের মতো শ্রদ্ধা করবে, তার সেবা করবে, তাকে মান্য করে চলবে এবং সর্বাবস্থায় তাকে খুশি রাখতে চেষ্টা করবে। তবে শাশুড়িকেও পুত্রবধূ থেকে এ সুন্দর ব্যবহার পাওয়ার জন্য ঘরে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সেও তার পুত্রবধূকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসবে, ঘরের প্রতিটি ব্যাপারে তার মতকে মূল্য দেবে, তার কাজের প্রশংসা করবে এবং তার ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে, যাতে সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে যে, যদিও সে বাপের বাড়িতে নিজের মাকে ছেড়ে এসেছে; কিন্তু নতুন ঘরে এসে নতুন এক মায়ের সন্ধান পেয়েছে, যে তার মায়ের মতোই মমতাময়ী,

---

১৮৪. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, স্বামীর কর্তব্য হলো, সে তার স্ত্রীর জন্য এমন একটি পৃথক নিরাপদ আবাসস্থলের ব্যবস্থা করবে, যেখানে সে তার মান-সম্মান ও ধন-সম্পদ নিয়ে সুন্দর ও নিরাপদে বসবাস করতে পারবে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও উঠাবসা করতে পারবে। তার অনিচ্ছায় তাকে স্বামীর নিজের পিতামাতার সাথে একত্রে রাখা সমীচীন নয়।

সহিষ্ণু ও শুভার্থিনী। ইসলাম একটি বাস্তবসম্মত ও সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তাদের দুজন থেকেই এরূপ মহৎ আচরণ কামনা করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا.

> "যে ব্যক্তি বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদের স্নেহ করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।"[১৮৫]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, পুত্রবধূর দায়িত্ব হলো- শাশুড়িকে বড়জন হিসেবে সম্মান করা, তার কথা মান্য করে চলা ও সাধ্যানুযায়ী তার সেবা-শুশ্রূষা করা প্রভৃতি। পক্ষান্তরে শাশুড়ির দায়িত্ব হলো- পুত্রবধূকে ছোট হিসেবে স্নেহ করা, তার শরীর ও স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া ও তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে, ছেলেরা সাধারণত যৌথ পরিবারে স্ত্রী ও মায়ের পক্ষ থেকে নানা কঠিন চাপের সম্মুখীন হয়। অনেক সময় এ চাপগুলো তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং এ কারণে কখনো পরিবারে বিপর্যয়ও নেমে আসে। কাজেই ঘরের সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য মা, ছেলে ও স্ত্রী প্রত্যেক পক্ষেরই ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ আচরণ করা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, سَدِّدُوا وَقَارِبُوا.-"সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ কাজ করো, অন্তত পক্ষে তা করতে চেষ্টা করে যাও।"[১৮৬] অর্থাৎ কোনো কাজে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করো না। কাজেই ছেলেকে সকল পরিস্থিতিতেই মনে রাখতে হবে যে, তার ওপর মায়ের যেমন অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে, তেমনি তার স্ত্রীরও অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। তাকে দু দিকেই পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে, সকল ক্ষেত্রে সঠিক ও ন্যায়ানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কাজেই ঘরের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে আমরা মাকে বলবো, তুমি তোমার ছেলের জীবনকে সংকটাপন্ন করো না, বাড়াবাড়ি করো না; স্ত্রীকে বলবো, তুমি তোমার স্বামীর জীবনকে বিপন্ন করো না, ধৈর্য ধরতে শেখো; আর ছেলেকে বলবো, মা ও স্ত্রীর মধ্যে সঠিক ও ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করো, কোনো দিকে অন্যায়ভাবে ঝুঁকে পড়বে না। যদি সম্ভব হয় প্রত্যেকেই অপরের কথা ও আবদার রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। তা না পারলে অন্তত একজন অপরজনের সাথে নম্র ও সুন্দরভাবে কথা বলবে এবং পরস্পর ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। তবেই ঘরে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করতে পারে। আত্মীয়-স্বজনদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১৮৫. আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* (মুসনাদু 'আবদিল্লাহ ইবনি 'আম্র রা.), হা. নং: ৬৯৩৭

১৮৬. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়: আর-রিকাক, পরিচ্ছেদ: আল-কাসদু ওয়াল মুদাওয়ামাতু 'আলাল 'আমাল), হা. নং: ৬০৯৮

﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا﴾

"যদি তোমাকে কখনো হকদারদের বিমুখ করতেই হয় (এ কারণে যে, তাদেরকে দেয়ার মতো সম্পদ তোমার কাছে নেই, তবে) তুমি তোমার প্রভুর নিকট থেকে অনুগ্রহ কামনা করছো, যা পাওয়ার তুমি আশাও রাখো, তা হলে একান্ত নম্র ও সহজভাবে তাদের সাথে কথা বলো।"[১৮৭]

চ. গৃহে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অধিকার রক্ষা করা

চ. ১. পরপুরুষকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়া

ঘরে যে কোনো লোকের অনুপ্রবেশ এবং অবাধ বিচরণের সুযোগ থাকলে ঘরের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নিজের ও ঘরের অনেক গোপনীয় বিষয় ফাঁস হয়ে পড়ে। বাইরের লোকজন কখনো ঘরের মহিলাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে, আবার কখনো তাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি করে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে। আর এভাবে ঘরের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। আবার কখনো তা ঘরের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য ইসলাম ঘরের স্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন স্বামীদের অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি না দেয়। তবে নির্দিষ্ট কাউকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলে স্বামী সন্তুষ্ট থাকবে- কারো এ ধরনের প্রবল ধারণা সৃষ্টি হলে বিধিবদ্ধ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সে তাকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে পারে।[১৮৮]

স্ত্রীরা যখন ঘরে একাকী অবস্থান করবে, তখন কোনো পরপুরুষ যদি এসে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চায়, তা হলে তারা তাকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না। কারণ, সে যদি প্রবেশ করে, তাহলে সে পরমহিলার সাথে একান্তে বসবাসকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। তদুপরি তাদের জন্য স্বামীদের অপছন্দনীয় বা অনাকাঙ্খিত কাউকে- পুরুষ হোক বা মেয়ে- ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া এবং এ ধরনের কারো সাথে নিজেদের বিছানায় বসে রসালাপে মত্ত হওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ.

---

১৮৭. আল-কুর'আন, ১৭ (সূরা আল-ইসরা'): ২৮

১৮৮. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ৮, পৃ. ২৩০ (সূত্রঃ মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৫, পৃ. ২৫৮; শারহু ফাতহিল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৪০৭)

"তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো- তারা তোমাদের বিছানায় তোমাদের অপছন্দনীয় কোনো লোকের সাথে মনোরঞ্জনে লিপ্ত হবে না এবং তোমাদের ঘরে তোমাদের অনাকাঙ্খিত কাউকে প্রবেশের অনুমতি দান করবে না।"[১৮৯]

তিনি আরো বলেন,

لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ وَلا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ.

"স্বামী উপস্থিত থাকা অবস্থায় কোনো মহিলার জন্য তার অনুমতি ছাড়া রোযা রাখা বৈধ হবে না। আর স্বামী উপস্থিত থাকা অবস্থায় গৃহে সে তার অনুমতি ছাড়া কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেবে না।"[১৯০]

এ হাদীসে "ঘরে প্রবেশের অনুমতি দানের ক্ষেত্রে স্বামীর উপস্থিত থাকা" কথাটি অধিকাংশ অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। তা দ্বারা এ কথা বোঝানো মোটেও উদ্দেশ্য নয় যে, স্বামী অনুপস্থিত থাকলে গৃহে সে তার ইচ্ছে অনুযায়ী যে কাউকে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারবে; বরং ঐ অবস্থায় এ নিষেধাজ্ঞাটি তার জন্য আরো কঠোরভাবে আরোপিত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষদেরকে যে সব পরমহিলার স্বামী ঘরে উপস্থিত নেই, তাদের নিকট প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

لا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ.

"তোমরা যেসব পরমহিলার স্বামী ঘরে উপস্থিত নেই, তাদের কাছে প্রবেশ করো না। কেননা, শয়তান তোমাদের কারো শিরায় প্রবাহিত হয়।"[১৯১]

পরপুরুষ বলতে যাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে কিংবা পরবর্তী কোনো অবস্থায় বিয়ে করা জায়িয আছে তাদেরকে বোঝায়। এ জন্য চাচাতো ভাই, ফুফাতো ভাই ও খালাতো ভাইয়েরাও মহিলাদের জন্য পরপুরুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। এভাবে দেবর-ভাসুররাও মহিলাদের জন্য পরপুরুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অপরাপরদের মতো তাদের জন্যও ভাবীদের কাছে- যদি

---

১৮৯. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আর-রিদা', পরিচ্ছেদ: হক্কুল মার'আতি 'আলা যাওজিহা, হা. নং: ১১৬৩

১৯০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়: আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ: লা তা'যানুল মার'আতু ফী বাইতিহা), হা. নং: ৪৮৯৯; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ: মা আনফাকাল 'আবদু...), হা. নং: ২৪১৭

১৯১. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আর-রিদা', পরিচ্ছেদ: কারাহিয়াতুত দুখূল 'আলাল মাগীবাত), হা. নং: ১১৭২; আহমাদ, *প্রাগুক্ত,* (মুসনাদ জাবির রা.), হা. নং: ১৪

তারা একাকী থাকে- প্রবেশ করা বিধেয় নয়। তদ্রূপ ভগ্নিপতিও মেয়ের জন্য পরপুরুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর 'ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে বিয়ে করা তার জন্য জায়িয হয়ে যায়। এ কারণে মহিলার জন্য তার একাকী অবস্থানরত অবস্থায় ভগ্নিপতিকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া জায়িয নেই।

উপরন্তু, কোনো মহিলা ঘরে একাকী অবস্থানরত অবস্থায় কোনো পরপুরুষকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করলেও পুরুষ যদি জানতে পায় যে, ঘরে সে ছাড়া আর কেউ নেই, তাহলে তার সেখানে প্রবেশ করা জায়িয হবে না। কেননা, এমতাবস্থায় সে ঘরে প্রবেশ করলে তা হবে পরমহিলার সাথে একান্তে অবস্থানের নামান্তর, যা শারী'আতের দৃষ্টিতে হারাম। আর এ শার'ঈ নিষেধাজ্ঞা মহিলা কর্তৃক অনুমতি প্রদান করার কারণে অপসৃত হবে না। কেননা, তার অনুমতি প্রদান করাও এক প্রকার অপরাধ। আর এ অপরাধ তার নিকট একান্তে প্রবেশ ও অবস্থানের পাপে লিপ্ত হওয়াকে বৈধ করে দেবে না। তদুপরি এ ব্যাপারে তার সম্মতিরও কোনো মূল্য নেই। কেননা তার সম্মতি হারামকে হালালে পরিণত করতে পারে না।[১৯২]

হাদীসের বিশিষ্ট ভাষ্যকার বাদরুদ্দীন আল-'আইনী [৭৬২-৮৫৫ হি.] (রাহ.) বলেন,

> وأما عند الداعي للدخول عليها للضرورة كالإذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن مسكنها أو الإذن لدخول موضع معد للضيفان فلا حرج عليها في الإذن بذلك لأن الضرورات مستثناة في الشرع.
>
> "প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ঘরের মহিলারা বাড়ির সাথে সংযুক্ত কোনো জায়গায় বা নিজের বাসস্থান থেকে পৃথক কোনো ঘরে বা অতিথিদের জন্য তৈরিকৃত রুমে পরপুরুষকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলে তাতে কোনো দোষ হওয়ার কথা নয়। কারণ, প্রয়োজনের অবস্থাসমূহ শারী'আত বিশেষ বিবেচনায় দেখে।[১৯৩]

চ. ২. দরজা বন্ধ রেখে আড়ালে থেকে অনুমতি প্রার্থীর জবাব দান করা

যদি কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে অথবা প্রবেশের অনুমতি লাভ করার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে গৃহবাসীদেরকে সজাগ করার জন্য দরজার কড়া নাড়ে বা কলিং বেল বাজায়, আর এ অবস্থায় যদি ঘরে কোনো মহিলা একাকী অবস্থান করে এবং সে অনুমতি প্রার্থীর পরিচয় লাভ করতে চায়,

১৯২. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫০০-৫০১
১৯৩. 'আইনী, বাদরুদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ২৯, পৃ. ৪৫৫

তাহলে সে দরজা বন্ধ রেখে আড়ালে দাঁড়িয়ে এমন ভাষা ও স্বরে তার পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানতে চাইবে, যাতে কোনো ধরনের মায়িক কোমলতার ছাপ থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

"তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সে ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথা বলবে।"[১৯৪]

এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে মহিলাদের কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে তারা বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে, যা দুষ্ট ও দুর্বল ঈমানের শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে।

যদি মহিলা পরিচয় চাওয়ার পর জানতে পারে যে, অনুমতিপ্রার্থী ব্যক্তিটি তার কোনো মাহরাম যেমন চাচা বা খালু প্রভৃতি, তা হলে সে দরজা খোলে দেবে। আর যদি সে পরপুরুষ হয়, তা হলে সে দরজা খোলবে না। মাথা ও ঘাড় উন্মুক্ত অবস্থায় দরজা খোলে পরিচয় জানতে চাওয়া জায়িয নেই।[১৯৫]

ছ. প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা

ঘরের সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ঘরের চতুর্দিকে যারা বসবাস করে, তাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও ভালোবাসার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যদি চতুর্পার্শ্বস্ত লোকজন থেকে যথাযথ সহযোগিতা ও আন্তরিকতা পাওয়া না যায়, তাহলে গৃহবাসীদেরকে সবসময় আতঙ্ক ও অস্থিরতার মধ্যে কালাতিপাত করতে হয়। আবার অনেককে বহু সময় শুধু এ কারণেই ঘর ছাড়তে দেখা যায়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

الْتَمِسُوا الْجَارَ قَبْلَ الدَّارِ.

"ঘর নির্মাণ করার আগে ভালো প্রতিবেশী খোঁজে যেখানে পাবে, সেখানেই ঘর নির্মাণ করবে।"[১৯৬]

---

১৯৪. আল-কুর'আন, ৩৩ (সূরা আল-আহযাব): ৩২

১৯৫. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫০০

১৯৬. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* (পরিচ্ছেদঃ আর-রা'/ রাফি' ইবুন খাদীজ আল-আনসারী রা.), হা. নংঃ ৪৩৭৯;
বিশিষ্ট হাদীস গবেষক আলবানী (রাহ.) বলেন, এ হাদীসটি অত্যন্ত দা'ঈফ। (আলবানী, *সাহীহু ও দা'ঈফুল জামি'ইস সাগীর,* হা. নংঃ ৩০৭২)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৎ প্রতিবেশীকে মুসলিম ব্যক্তির সৌভাগ্যের একটি প্রধান উপকরণ হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।[১৯৭]

ইসলাম ঘরের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য সকলকে প্রতিবেশীদের প্রতি সদাচরণের ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করেছে। চাই তারা অতি নিকটবর্তী হোক বা কিছুটা দূরবর্তী, আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক বা অমুসলিম, যে কোনো অবস্থায় তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং তাদের খোঁজ-খবর নেয়া কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ... ﴾

"আর 'ইবাদাত করো আল্লাহ তা'আলার, শারীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী[১৯৮], সহকর্মী[১৯৯]....প্রমুখের সাথেও।"[২০০]

---

১৯৭. নাফি' থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْجَارُ الصَّالِحُ..... (আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, [হাদীসু নাফি' ইবনু 'আবদিল হারিছ রা.], হা. নং: ১৫৪০৯)

১৯৮. الْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ দ্বারা দু ধরনের প্রতিবেশীকে বোঝানো হয়েছে। সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, الْجَارِ ذِي الْقُرْبَى দ্বারা সেসব প্রতিবেশীকে বোঝানো হয়েছে, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সাথে সাথে আত্মীয়ও বটে। আর الْجَارِ الْجُنُبِ দ্বারা শুধুমাত্র সেসব প্রতিবেশীকে বোঝায়, যাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে, الْجَارِ ذِي الْقُرْبَى এমন প্রতিবেশীকে বলা হয়, যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলিম। আর الْجَارِ الْجُنُبِ বলা হয় অমুসলিম প্রতিবেশীকে। (ইবনু কাছীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৮) আয়াতে অবশ্য এ সমুদয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান।

অবশ্য প্রতিবেশী হওয়া ছাড়া যার অন্যান্য হক রয়েছে, অন্যান্য প্রতিবেশীদের তুলনায় তাকে মর্যাদাগত অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বিষয়টি একটি হাদীসে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

الْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ: فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقٌّ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ الْقَرِيبُ لَهُ حَقُّ الْجَارِ , وَحَقُّ الْإِسْلَامِ، وَحَقُّ الْقَرَابَةِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ فَالْجَارُ الْمُسْلِمُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ، وَحَقُّ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَالْجَارُ الْكَافِرُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ.

"প্রতিবেশী তিন ধরনের রয়েছে। কোনো কোনো প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক দুটি, কোনো কোনো প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক একটি এবং কোনো কোনো প্রতিবেশী

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণের প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ.

"জিবরীল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে সর্বদা এতো বেশি ওসিয়্যাত করে থাকেন, আমার মনে হলো যেন, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিছ বানিয়ে দেবেন।"[২০১]

কোনো কোনো হাদীসে তিনি এটাকে ঈমানে একটি পরিচয়সূচক আলামত হিসেবে উল্লেখ করে এর অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি দিকনির্দেশ করেছেন। সাইয়িদুনা আবূ শুরাইহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

"আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে সে লোক? তিনি জবাব দেন, যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।"[২০২]

রয়েছে যাদের হক তিনটি। তিন হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো- যে প্রতিবেশী হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম এবং নিকটাত্মীয়ও। তার হক তিনটি হলোঃ প্রতিবেশীর হক, ইসলামের হক (অর্থাৎ মুসলিম হিসেবে ভ্রাতৃতের হক) ও আত্মীয়তার হক। দুই হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো- যে প্রতিবেশী হওয়ার সাথে সাথে মুসলিমও। তার হক দুটি হলো- প্রতিবেশীর হক ও ইসলামের (ভ্রাতৃত্বের) হক। আর এক হক বিশিষ্ট প্রতিবেশী হলো- যে প্রতিবেশী, কিন্তু অমুসলিম। তার প্রতিবেশীর হক রয়েছে।"
(বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান,* [পরিচ্ছেদ ৬৭ঃ ইকরামুল জার], হা.নং: ৯১১৩)

১৯৯. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ -এর শাব্দিক অর্থ হলো সহকর্মী। এতে সেসব সফরসঙ্গীরাও অন্তর্ভুক্ত, যারা রেল, জাহাজ, বাস, মোটর প্রভৃতিতে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করে এবং সে সমস্ত লোকও অন্তর্ভুক্ত, যারা কোনো সাধারণ বা বিশেষ বৈঠক বা অধিবেশনে পাশাপাশি উপবেশন করে থাকে।

২০০. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা'): ৩৬

২০১. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আল-আদাব, পরিচ্ছেদঃ আল-ওয়াসা'আতু বিল জারি), হা. নং: ৫৬৬৯; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-বিরর.., পরিচ্ছেদঃ আল-ওয়াসিয়্যাতু বিল জারি...), হা. নং: ৬৮৫২

২০২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আল-আদাব, পরিচ্ছেদঃ আল-ওয়াসা'আতু বিল জারি), হা. নং: ৫৬৭০

সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ.

"যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[২০৩]

নিম্নে প্রতিবেশীর অধিকারসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো-

ছ. ১. প্রতিবেশীকে সম্মান করা ও তার সাথে সদাচরণ করা

একজন প্রতিবেশীর ওপর অন্য প্রতিবেশীর- চাই সে মুসলিম হোক বা কাফির, সৎ হোক বা দুরাচারী, বন্ধু হোক বা শত্রু, পর হোক বা আপন তথা সর্বাবস্থায়- প্রধান প্রধান অধিকার হলোঃ তারা একে অপরকে সম্মান করবে, একে অপরের সাথে সদ্ভাব গড়ে তোলবে, একজনের সাথে অপরের দেখা হলে সহাস্যে সালাম বিনিময় করবে, সুখ-দুঃখের খোঁজ-খবর নেবে, একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী একে অপরকে হাদিয়া দেবে এবং একে অপরকে যে কোনো ধরনের কষ্ট দান করা থেকে বিরত থাকবে। বর্ণিত আছে, একবার সাহাবা কিরাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক প্রতিবেশীর ওপর অন্য প্রতিবেশীর কী কী অধিকার রয়েছে? তিনি বলেন,

إِنْ اسْتَعَانَكَ أَعَنْته ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ ، وإن افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْه ، و إِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ ، وَإِنْ مَاتَ شَهِدْتَ جنَازَتَهُ وإن أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّيْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْته ، وَلا تَسْتَطِلْ عَلَيْه بِالْبِنَاء فَتَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيحَ إلا بِإِذْنه ، وَإِذَا شَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَهْدِ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا ، وَلا يَخْرُجُ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ ، وَلا تُؤْذِه بِقتَار قدْرِك إلا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا ....

"যদি সে সাহায্য চায় তুমি তাকে অনুদান দেবে, যদি সে তোমার কাছে ঋণ চায় তুমি তাকে ঋণ দেবে, যদি সে নিঃস্ব হয়ে যায় তুমি তার সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে, যদি সে কোনো কল্যাণ ও সফলতা অর্জন করে তুমি তাকে অভিনন্দন জানাবে আর যদি সে কোনো বিপদে পড়ে তুমি তাকে দুঃখ প্রকাশ করবে, যদি সে মারা যায় তুমি তার জানাযার

---

২০৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আল-আদাব, পরিচ্ছেদঃ ... লা ইয়ুযী জারাহু), হা. নংঃ ৫৬৭২; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* অধ্যায়ঃ আল-ঈমান, (অধ্যায়ঃ আল-ঈমান, পরিচ্ছেদঃ আল-হাছছু 'আলা ইকরামিল জারি...), হা. নংঃ ১৮৩

পেছনে পেছনে যাবে। ঘর-বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তার সম্মতি ছাড়াই বাতাসের পথ বন্ধ করে দিও না, তোমার মর্যাদার প্রভাব খাটিয়ে তাকে কষ্ট দিও না; বরং তাকেও তোমার মর্যাদার অংশবিশেষ দান করো এবং যদি তুমি একটি মেওয়া ক্রয় করো তুমি তাকে তা হাদিয়া দিয়ে দাও। আর তা সম্ভব না হলে তুমি গোপনে তা ভেতরে ঢোকাও এবং তোমার সন্তানেরা যেন তার সন্তানদেরকে উত্তেজিত করার মানসে তা নিয়ে বের না হয়। তোমার ডেকচির (গোশতের) ঘ্রাণ যোগেও তাকে কষ্ট দিও না, যদি না তুমি তা থেকে অল্প গোশত তাকে দিতে পারো। ... "[২০৪]

ছ. ২. প্রতিবেশীর অন্নসংস্থান করা

প্রতিবেশী যদি অভাবী হয়, তবে তার ও তার পরিবারের খাবারের খোঁজ-খবর নেওয়া, প্রয়োজনে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা, তাদের কাছে খাবার পাঠানোও তার একটি অধিকার। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ.

"সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে তার প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে নিজে পেঠ ভরে ভক্ষণ করে।"[২০৫]

সাইয়িদুনা আবূ যার্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ.

"আবূ যার্! যখন তুমি সুপ রান্না করবে, তখন সুপে পানি বেশি করে দেবে এবং প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর নেবে।"[২০৬]

ছ. ৩. প্রতিবেশীদের হাদিয়াকে তুচ্ছ করে না দেখা

ইসলাম প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, ভালোবাসা ও মমতাবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে তাদের পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া বিনিময়ের সুন্নাত প্রতিষ্ঠা

---

২০৪. তাবারানী, *মুসনাদুশ শামিয়ীন,* (বৈরূতঃ মু'আসসাসাতুর রিসালাত, ১৯৮৪), হা. নংঃ ২৪৩০; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান,* (পরিচ্ছেদ ৬৭ঃ ইকরামুল জার), হা. নংঃ ৯৯১৩ এ হাদীসের সনদ দুর্বল। তবে রাবীদের মধ্যে কারো প্রতি মিথ্যা হাদীস রচনার অভিযোগ নেই।

২০৫. বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ,* (পরিচ্ছেদঃ আল-জার), হা. নংঃ ১১২; আবূ ইয়া'লা, *আল-মুসনাদ* (মুসনাদ ইবনি 'আব্বাস রা.), হা. নংঃ ২৬৯৯

২০৬. মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-বির্র.., পরিচ্ছেদঃ আল-ওয়াসিয়্যাতু বিল জারি...), হা. নংঃ ৬৮৫৫

করতে চায়। তদুপরি ইসলাম এমন একটি সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়, যাতে প্রতিবেশীদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই একে অপরকে সমানভাবে হাদিয়া দিতে সাহস পায়। আর এটা তখনই সম্ভব হয়ে ওঠবে, যখন প্রত্যেকেই একে অপরের ছোট-বড় সর্বপ্রকারের হাদিয়াকে সাদরে বরণ করে নেবে। এজন্য কেউ কারো হাদিয়া গ্রহণ না করা বা ফিরিয়ে দেওয়া কিংবা অমর্যাদাকর মন্তব্য করা উচিত নয়। প্রত্যেকটি হাদিয়াকে ছোট হোক বা বড় হোক হাদিয়ারূপে সাদরে সুন্দর মনে বরণ করে নেয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

"হে মুসলিম মহিলাগণ! কোনো প্রতিবেশী নারী যেন অপর প্রতিবেশী নারীকে তার পাঠানো হাদিয়া ফেরত দিয়ে অপমানিত না করে, যদিও তা বকরীর পায়ের ক্ষুর হোক না কেন।"[২০৭]

হাদীস শরীফে নারীদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করার কারণ হলো, তারা অপেক্ষাকৃত আবেগপ্রবণ ও অসহিষ্ণু হয়ে থাকে। ফলে তাদের কারণেই অনেক সময় যেমন অতি দ্রুত ভালোবাসা সম্প্রসারিত হয়, তেমনি অনেক সময় তাদের কারণেই অতি দ্রুত ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে পড়ে এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

ছ. ৪. বাড়ি-ঘর বিক্রির সময় নিকটতর প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দান করা

কারো পাশে কোনো খারাপ বা অনাকাঙ্খিত লোক এসে যাতে তার ঘরের সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে নষ্ট করে দিতে না পারে, এ জন্য ইসলামের বিধান হলো, ঘর-বাড়ি, জমি-জমা ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি কেউ বিক্রয় করতে চাইলে তাকে প্রথমে তার অংশীদার (যদি তা ইজমালী হয়) বা তার সংলগ্ন প্রতিবেশীকে অবহিত করতে হবে। অবগত হওয়ার পর ইচ্ছে করলে সে নেবে বা প্রত্যাখ্যান করবে। যদি কেউ তার শরীক বা প্রতিবেশীকে না জানিয়েই তা বিক্রি করে দেয়, তা হলে সে বিক্রয়মূল্যে তা খরিদ করে নিতে পারবে। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এ অধিকারকে 'শুফ'আহ' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ. -"ঘরের প্রতিবেশী ঘরের (খরিদ করার ক্ষেত্রে) অধিকতর হকদার।"[২০৮] সাইয়িদুনা জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ

২০৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়: আল-হিবাহ, পরিচ্ছেদ: ফাদ্লুহা..), হা. নং: ২৪২৭; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-যাকাত, পরিচ্ছেদ: আল-হাছ্ছু 'আলাস সাদাকাহ), হা. নং: ২৪২৬

২০৮. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ: আশ-শুফ'আহ), হা. নং: ৩৫১৯; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-আহকাম, পরিচ্ছেদ: আশ-শুফ'আহ), হা. নং: ১৩৬৮

(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব ইজমালী স্থাবর সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা হয় নি, চাই তা বাড়ি হোক বা বাগান, তাতে শুফ'আর ফায়সালা দিয়েছেন। শরীককে না জানিয়ে তা বিক্রি করা বৈধ হবে না। জানার পর শরীক ইচ্ছে করলে গ্রহণ করবে অথবা প্রত্যাখ্যান করবে। যদি তাকে না জানিয়েই বিক্রি করা হয় তা হলে সে বিক্রয়মূল্যে তা খরিদ করে নেয়ার অধিকতর হকদার হবে।"[২০৯]

ছ. ৫. বাড়িতে প্রতিবেশীর কষ্টদায়ক বা বিরক্তিসূচক কোনো কাজ না করা

বাড়িতে কারো এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যা দ্বারা তার প্রতিবেশী কষ্ট পায় বা বিরক্তি বোধ করে। যেমন- প্রতিবেশীর ঘরের সামনে বর্জ্য-ময়লা ফেলা, পথ বন্ধ করে গাড়ি রাখা, আড্ডা দেওয়া, গর্ত খনন করা, হাঁস-মুরগী-গরু-ছাগল ছেড়ে দেওয়া, নালা-নর্দমার পানি অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করা এবং বাড়ির মধ্যে উচ্চ আওয়াজে গানবাজনা করা, শোরগোল করা, ছোটাছুটি করা, অপ্রয়োজনে কলিংবেল বাজানো, সময়ে-অসময়ে ডাকাডাকি করা, অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করা, ঘরে মহিলাদের প্রতি উঁকি মারা, সাধারণ ব্যবহার্য্যের জিনিসপত্র ধার না দেওয়া এবং ধাররূপে গৃহীত জিনিস ফেরত না দেওয়া প্রভৃতি। বলা বাহুল্য যে, এ সকল কাজ যদিও তুচ্ছ ও সহজ মনে হয় এবং শুরুতে প্রতিবেশী সহ্য করে, কোনো প্রতিবাদ করে না; কিন্তু ক্রমে এগুলো গুরুতর রূপ লাভ করে এবং সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। কখনো এ সব আচরণ পরিবারগুলোর জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لاَ قَلِيلَ مِنْ أَذَى الْجَارِ. - "প্রতিবেশীর কষ্টের পরিমাণ অল্প হলেও এর পরিণাম অল্প নয়; অনেক ভয়াবহ ও মারাত্মক।"[২১০]

ছ. ৬. প্রতিবেশীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্মাণকর্ম করা

ঘর নির্মাণ করার সময় প্রতিবেশীর স্বার্থের প্রতি একান্ত লক্ষ্য রাখা উচিত। এভাবে কোনো নির্মাণ কাজ করা সমীচীন নয়, যাতে প্রতিবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার চলাচলের রাস্তা বন্ধ বা সংকুচিত হয়, তার ঘরের বাতাস ও আলোর পথ বন্ধ হয়ে যায়, তার ঘরের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে বা সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় প্রভৃতি।

---

২০৯. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-মুসাকাত, পরিচ্ছেদ: আশ-শুফ'আহ), হা. নং: ৪২১৩
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ.
لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

২১০. ইবনু আবী শায়বাহ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব,পরিচ্ছেদ: হাক্কুল জাওয়ার), হা. নং: ২৫৯৩২; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৫৩২

এ কারণে প্রতিবেশীর দেয়ালের পাশে পায়খানা বা হাম্মাম বা তন্দুর তৈরি করা অথবা কামারশালা বা এ জাতীয় কোনো দোকান বা কারখানা নির্মাণ করা জায়িয নয়, যা দ্বারা প্রতিবেশীর কষ্ট হয়।

দু ঘরের মধ্যবর্তী প্রাচীর যদি কানো একজনের মালিকানাধীন হয় এবং অপরের জন্য আড়াল হিসেবে কাজ করে, তাহলে তাতে ক্ষতি হয়- এ ধরনের কোনো আচরণ প্রতিবেশীর করা উচিত নয়। এ কারণেই তাতে প্রতিবেশীর খুঁটি স্থাপন করা বা সেতু টাঙ্গানো অথবা ঠেস লাগানো প্রভৃতি, যা দেয়ালকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে ও দুর্বল করে দেবে তা করা হারাম। কেননা, শারী'আতের অন্যতম মূলনীতি হলো- .لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ -" যে কাজের মধ্যে কারো লাভ আছে; কিন্তু প্রতিবেশীর ক্ষতি রয়েছে, এমন কাজ শারী'আতে অনুমোদনযোগ্য নয়। আর যে কাজের মধ্যে কারোই লাভ নেই, তাও অনুমোদনযোগ্য নয়।"[২১১] তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"কোনো ব্যক্তির সম্পদ তার আন্তরিক সম্মতি ছাড়া ভোগ করা বৈধ নয়।"[২১২]

তবে যে ধরনের কাজ ও ব্যবহার করলে দেয়াল কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং দুর্বল হয়ে পড়ে না, তা করা প্রতিবেশীর জন্য জায়িয; বরং মালিকের জন্য তার প্রতিবেশীকে এ ধরনের কাজ ও ব্যবহার করতে দেয়ার অনুমতি দেয়াই হচ্ছে মুস্তাহাব্ব। কারণ, এতে প্রতিবেশীর প্রতি তার উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ.

"তোমাদের কেউ যেন প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে গাছের খুঁটি পুঁততে বাধা না দেয়।"[২১৩]

ছ. ৭. প্রতিবেশীকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দান করা

এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশী থেকে, বিশেষ করে যদি সে অশিক্ষিত ও মুর্খ হয়, দীনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং এ ক্ষেত্রে সে কোনো

---

২১১. মালিক, *প্রাগুক্ত,* (পরিচ্ছেদঃ মা লা ইয়াজূযু 'আন 'ইতকিল মুকাতাব), হা. নংঃ ২৯৮২; আহমাদ, *প্রাগুক্ত,* (মুসনাদু ইবনি 'আব্বাস রা.), হা. নংঃ ২৮৬৫

২১২. আহমাদ, *প্রাগুক্ত,* (হাদীস 'আম্মি আবী হাররাহ আর-রাকাশী), হা. নংঃ ২০৬৯৫

২১৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আল-মাযালিম, পরিচ্ছেদঃ লা ইয়ামনা'উ জারাহু ...), হা. নংঃ ২৩৩১; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-মুসাকাত, পরিচ্ছেদঃ গারযুল খাশাব ফি জিদারিল জারি), হা. নংঃ ৪২১৫

ধরনের গাফলতি করবে না। অপরদিকে শিক্ষিত প্রতিবেশীর ওপরও দায়িত্ব হলো, সে তার অশিক্ষিত প্রতিবেশীর শিক্ষা লাভ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশের অপেক্ষা না করে তাকে দীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে শিক্ষা দান করার জন্য এগিয়ে আসা। তদুপরি সে যদি শিখতে চায়, তা হলে দ্রুত তাকে শিক্ষা দান করার ব্যবস্থা করা উচিত। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের গাফলতি করা বা দেরি করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلا يُعَلِّمُونَهُمْ وَلا يَأْمُرُونَهُمْ وَلا يَنْهَوْنَهُمْ ؟ وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لاَ يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَلا يَتَفَقَّهُونَ وَلا يَتَفَطَّنُونَ ؟ وَاللَّهِ لَيُعَلِّمَنَّ أَقْوَامٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَطِّنُونَهُمْ وَيُفَقِّهُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَ يَتَفَطَّنُونَ وَيَتَفَقَّهُونَ أَوْ لأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ فِي دَارِ الدُّنْيَا.

“সে সব লোকের কী অবস্থা হবে, যারা নিজেদের প্রতিবেশীদের দীনের শিক্ষা দেয় না, জ্ঞান দান করে না, নসীহত করে না, সৎ কাজের আদেশ দেয় না এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করে না? আর সে সব লোকেরও কী অবস্থা হবে, যারা নিজেদের প্রতিবেশীদের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে না, দীনের শিক্ষা অর্জন করে না ও সচেতনতা বোধ লাভ করে না? আল্লাহর শপথ! প্রতিবেশীরা অন্য প্রতিবেশীদেরকে দীনের শিক্ষা দান করবে, উপদেশ দেবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবে। লোকদেরও উচিত, তারা যেন তাদের প্রতিবেশীদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং উপদেশ গ্রহণ করে। অন্যথায় তারা দ্রুত পৃথিবীতে শাস্তির সম্মুখীন হবে।”[২১৪]

জ. বাড়ি-মালিক ও ভাড়াটিয়ার অধিকার ও কর্তব্য

জীবিকার খোঁজে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধানে, প্রয়োজনের তাগিদে অনেককেই নিজ বাড়ি-ঘর, পরিবার-পরিজন ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করতে হয়। তখন প্রয়োজন হয় মাথা গোঁজার জন্য এক চিলতে ছাদ। তখন ভাড়া বাড়িই একমাত্র অবলম্বন। রাজধানীসহ দেশের প্রায় সকল জেলা শহর, পৌরসভায় বাসা ভাড়া

---

২১৪. মুনযিরী, আবূ মুহাম্মাদ, *আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব,* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.), খ. ১, পৃ. ১৭১, হা. নংঃ ২০৪; হাইছামী, *মাজমা‘উয যাওয়া’য়িদ,* (অধ্যায়ঃ আল-‘ইলম, পরিচ্ছেদঃ তা‘লীমু মান লা ইয়া‘লামু), খ. ১, পৃ. ৪০২, হা. নংঃ ৭৪৮
বিশিষ্ট হাদীসগবেষক আলবানী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি দা‘ঈফ। (আলবানী, *দা‘ঈফুত তারগীব ওয়াত তারহীব,* খ. ১, পৃ. ২৪, হা. নংঃ ৯৭)

দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। দেশের অনেক মানুষ ভাড়া বাসার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো, ভাড়াটিয়ারা প্রায়শই বাড়ির-মালিক কর্তৃক নানা ধরনের অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হয়। যেমন- যখন তখন ভাড়া বৃদ্ধি করা, পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ না করা, বিনা নোটিশে উচ্ছেদ করাসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম। বর্তমান সময়ে এ সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলাম একটি সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা হিসেবে ভাড়াটিয়া ও বাড়ি-মালিক উভয় পক্ষ যাতে অন্যায়ভাবে হয়রানির শিকার না হন, তাই তাঁদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান করেছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এ ধরনের অনিয়ম ও হয়রানি প্রতিরোধে ১৯৯১ সালে বাড়ি-ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয়। নিম্নে এতদসংক্রান্ত ইসলামের নির্দেশনাগুলো তোলে ধরা হলো-

জ. ১. লিখিত চুক্তি সম্পাদন করা

'ভাড়া' বেচাকেনার মতোই একটি চুক্তি, যা বাড়ির-মালিক ও ভাড়াটিয়ার সম্মতিতে সম্পাদিত হয় এবং এর শর্তসমূহ মেনে চলা উভয় পক্ষের জন্য অত্যাবশ্যক। এ চুক্তি মৌখিকও হতে পারে, লিখিতও হতে পারে। বলাই বাহুল্য, প্রত্যেক মু'মিনই নৈতিকভাবে তাঁর যে কোনো প্রতিশ্রুতি- মৌখিক হোক কিংবা লিখিত- যথাযথরূপে প্রতিপালন করতে বাধ্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে মুনাফিকীর একটি প্রধান লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২১৫] তবে চুক্তি লিখিত হওয়াই ভালো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾

"হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা নির্ধারিত সময়ের জন্য পরস্পরের মধ্যে ঋণের লেনদেন করো, তখন লিখে রাখো। উভয়পক্ষের মধ্যে কোনো লেখক ইনসাফ সহকারে দলিল লিখে দেবে।"[২১৬]

---

২১৫. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

" চারটি (দূষণীয়) বিষয় যার মধ্যে আছে, সে নিরঙ্কুশ মুনাফিক। আর যার মধ্যে ঐগুলোর কোনো একটি স্বভাব থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব থেকে যায়। এ স্বভাব চারটি হলোঃ ১. তার নিকট আমানাত রাখলে খিয়ানত করে, ২. কথা বললে মিথ্যা বলে, ৩. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪. ঝগড়া বাঁধলে গালাগালি করে।"

(বুখারী, *আস-সাহীহ*, অধ্যায়ঃ আল-ঈমান, পরিচ্ছেদঃ 'আলামাতুল মুনাফিক, হা. নংঃ ৩৪)

২১৬. আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ): ২৮২

এ আয়াত থেকে জানা যায়, ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি, অনুরূপভাবে ব্যবসায় ও ভাড়া সংক্রান্ত লেনদেনের চুক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণাদিসহ লিখিত আকারে সম্পাদিত হওয়া উচিত। এ অবস্থায় অনাকাঙ্খিত অনেক ঝামেলা এড়ানো সম্ভব। বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক বাড়িওয়ালা আছে, লিখিত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে কোনো কিছু সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াকে অহেতুক ঝামেলাপূর্ণ মনে করে। ফলে তারা এ বিষয়টিকে এড়িয়ে চলে। ভাড়াটিয়াও একটি সুন্দর বাড়িতে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়ার লোভে চুক্তির বিষয়গুলো লিখিত সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে উৎসাহী হয় না। এর ফলে বাড়ির-মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে প্রায়শ নানা সমস্যা দেখা দেয় এবং তা নিয়ে তারা অহেতুক হয়রানির শিকার হয়। বর্তমানে দেশীয় রীতি অনুযায়ী এ চুক্তিপত্র ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে নিবন্ধন করে নেওয়া যেতে পারে।

চুক্তিপত্রে বাড়ির তফসিল, ভাড়ার পরিমাণ, ভাড়া আদায়ের সময়, ভাড়া বৃদ্ধি, ভাড়ার মেয়াদ, বাড়ির ব্যবহার-রীতি প্রভৃতি বিষয় সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে। এ সব বিষয় স্পষ্ট করা না হলে বাড়ির-মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে যে কোনো সময় সমস্যা দেখা দিতে পারে।[২১৭]

জ. ২. মানসম্মত বাড়ি ভাড়া নির্ধারণ করা

ইসলামী আইন অনুযায়ী ভাড়ার পরিমাণ বাড়ির-মালিক ও ভাড়াটিয়ার পারস্পরিক সম্মতিতে যে কোনো অংকের হতে পারে। তবে তা অবশ্যই ন্যায়ানুগ ও যৌক্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে কোনো পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি বাড়ির-মালিকরা ভাড়াটিয়াদের থেকে ন্যায়ানুগ ও যৌক্তিক ভাড়া থেকে বেশি দাবি করেন এবং এ প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে, তবেই সরকার এ অন্যায় প্রবণতা রোধ করার উদ্দেশ্যে বাড়ি-ভাড়া নির্ধারণের একটি বিধি প্রণয়ন করতে পারে। ইমামগণের দৃষ্টিতে, প্রয়োজন হলে জনকল্যাণের স্বার্থে সরকার পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। যেমন- ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী [মৃ. ৪৫০ হি.] (রাহ.) বলেন,

وَلأَنَّ الْإِمَامَ مَنْدُوبٌ إِلَى فِعْلِ الْمَصَالِحِ ، فَإِذَا رَأَى فِي التَّسْعِيرِ مَصْلَحَةً عِنْدَ تَزَايُدِ الْأَسْعَارِ ، جَازَ أَنْ يَفْعَلَهُ .

> "রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব হলো সাধারণ্যের কল্যাণ সুনিশ্চিত করা। কাজেই মূল্যস্ফীতির সময় মূল্য নির্ধারণ কল্যাণকর মনে হলে তিনি তা করতে পারেন।"[২১৮]

---

২১৭. যুহাইলী, ড. ওয়াহবাহ, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু,* (দিমাশক: দারুল ফিকর), খ. ৫, পৃ. ৪৫৯ - ৪৮৫

২১৮. মাওয়ার্দী, আবুল হাসান, *আল-হাভী আল-কাবীর,* (বৈরূত: দারুল ফিকর), খ. ৫, পৃ. ৯০২

ইমাম ইবনুল কাইয়িম [মৃ. ৭৫১ হি.] (রাহ.) বলেন,

وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على من يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب.

"যদি মূল্য নির্ধারণ মানুষের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে, যেমন- ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রিতে বাধ্য করা এবং ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রিতে নিষেধ করা, তবেই তা জায়িয; বরং কর্তব্য।"[২১৯]

সুতরাং জনকল্যাণের স্বার্থে যেহেতু সরকারের জন্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা জায়িয, তাই একই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে বাড়ি-ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ করাও জায়িয হবে। বাংলাদেশের বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১-এর মধ্যেও বাড়ির ভাড়া মানসম্মতভাবে নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। মানসম্মত ভাড়া সম্পর্কে এ আইনের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে, ভাড়ার বার্ষিক পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বাড়ির বাজার মূল্যের শতকরা ১৫ ভাগের বেশি হবে না। বাড়ির বাজার মূল্য নির্ধারণ করার পদ্ধতিও বাড়ি-ভাড়া নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ১৯৬৪তে স্পষ্ট করে উল্লেখ আছে। এ ভাড়া বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে আপসে নির্ধারিত হতে পারে। আবার ভাড়া নিয়ন্ত্রকও নির্ধারণ করতে পারেন।[২২০]

জ. ৩. ভাড়া লেনদেনের প্রমাণপত্র সংরক্ষণ করা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী আইনে অর্থসংক্রান্ত যে কোনো দাবি ও ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য লেনদেন লিখিতভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজেই বাড়ি ভাড়াও লিখিত প্রমাণপত্র রেখে আদান-প্রদান করতে পারলে ভালো। এতে অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক ঝামেলা এড়ানো যায়। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

২১৯. ইবনুল কাইয়িম, *আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ,* (কায়রো, মাতবা'আতুল মাদানী), পৃ. ৩৫৫

২২০. ধারাঃ ১৫। নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

নিয়ন্ত্রক, বাড়ী-মালিক বা ভাড়াটিয়ার আবেদনের ভিত্তিতে, কোন বাড়ীর মানসম্মত ভাড়া নির্ধারণ করিবেন এবং এমনভাবে উহা নির্ধারণ করিবেন যেন উহার বাৎসরিক পরিমাণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থিরকৃত উক্ত বাড়ীর বাজার মূল্যের ১৫% শতাংশের সমান হয়;

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে মানসম্মত ভাড়ার পরিমাণ Premises Rent Control Ordinance, 1986 (XXII of 1986) এর অধীন নির্ধারণ করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে অনুরূপভাবে নির্ধারিত মানসম্মত ভাড়া, নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সংশোধন বা পরিবর্তন না করা পর্যন্ত, এই ধারার অধীন নির্ধারিত মানসম্মত ভাড়া হিসাবে গণ্য হইবে। (www.bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=748, Date: 07.04.2015)

﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا﴾

"এটা আল্লাহর কাছে ন্যায্যতর ও সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে অধিক মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং (পরবর্তীকালে) যাতে তোমরা সন্দিগ্ধ না হও, তার সমাধানের জন্যও এটা নিকটতর (ব্যবস্থা)।"[২২১]

বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১-এর ১৩ ধারাতে বাড়ির মালিককে ভাড়ার রসিদ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এ রসিদ বিধি দ্বারা নির্বাচিত ফরমে স্বাক্ষর করে ভাড়াটিয়াকে প্রদান করতে হবে। বাড়ির মালিক ভাড়ার রসিদের একটি চেকমুড়ি সংরক্ষণ করবেন। এ রসিদ সম্পন্ন করার দায়দায়িত্ব বাড়িওয়ালার।[২২২] রসিদ প্রদানে ব্যর্থ হলে ২৭ ধারানুযায়ী ভাড়াটিয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে বাড়িওয়ালা আদায়কৃত টাকার দ্বিগুণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।[২২৩]

জ. ৪. ন্যায়ানুগ পন্থায় ভাড়া বৃদ্ধি করা

বর্তমানে বাড়ি-মালিকরা প্রায়শ যখন-তখন এবং ইচ্ছেমতো বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি করে থাকে। তারা সুযোগ বোঝে, আবার কখনো ভাড়াটিয়ার প্রতি অন্যায় চাপ সৃষ্টি করে এ ভাড়া বৃদ্ধি করে থাকে। ইসলামী শারী'আতে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে শর্তের বাইরে ভাড়া বৃদ্ধি করার কোনো সুযোগ নেই। চুক্তির মেয়াদ শেষে পুনরায় বাড়ি-মালিক ও ভাড়াটিয়া আপসে ভাড়ার পরিমাণ যে কোনো অংকে নির্ধারণ করতে পারে। তবে তা অবশ্যই ন্যায়ানুগ ও যৌক্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি বাড়ি-মালিকদের মধ্যে যখন-তখন এবং ইচ্ছেমতো বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, তবে সরকার এ অন্যায় প্রবণতা রোধ করার উদ্দেশ্যে বাড়ি-ভাড়া বৃদ্ধির একটি বিধি প্রণয়ন করতে পারে। বাংলাদেশের বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ

---

২২১. আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ): ২৮২

২২২. ধারা: ১৩। ভাড়া আদায়ের রশিদ প্রদান

(১) ভাড়াটিয়া কর্তৃক ভাড়া পরিশোধ করা হইলে বাড়ী-মালিক তৎক্ষণাত ভাড়া প্রাপ্তির একটি রশিদ বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষর করিয়া ভাড়াটিয়াকে প্রদান করিবেন।

(২) বাড়ী-মালিক ভাড়ার রশিদের একটি চেকমুড়ি সংরক্ষণ করিবেন। (www.bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=748, Date: 07.04.2015)

২২৩. ধারা: ২৪। রশিদ প্রদানে ব্যর্থতার দণ্ড

যদি কোন বাড়ী-মালিক ধারা ১৩ এর বিধান অনুসারে ভাড়াটিয়াকে ভাড়া গ্রহণের লিখিত রশিদ প্রদানে অস্বীকার করেন বা ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি ভাড়াটিয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে, আদায়কৃত টাকার দ্বিগুণ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (www.bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=748, Date: 07.04.2015)

আইন, ১৯৯১-এর মধ্যেও ভাড়া বৃদ্ধির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী, দুই বছরের আগে বাড়ির ভাড়া বাড়ানো যাবে না। কোনো বিরোধ দেখা দিলে বাড়ির মালিক বা ভাড়াটিয়ার দরখাস্তের ভিত্তিতে দু বছর পর পর নিয়ন্ত্রক মানসম্মত ভাড়া পুনঃনির্ধারণ করতে পারবেন।[২২৪]

ঙ. ৫. বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা প্রসঙ্গ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ভাড়াটিয়া যে যাবত বাড়ি ভাড়ার শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁর সম্মতি ব্যতীত তাঁকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা জায়িয নয়। তবে তিনি যদি চুক্তির পরিপন্থী কোনো কাজ করেন কিংবা চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়, তবেই বাড়ি-মালিকের পক্ষে তাঁকে উচ্ছেদ করা জায়িয হবে। হানাফী ফাকীহগণের মতে, বাড়ি-মালিকের নেহায়েত বাস্তবসম্মত প্রয়োজনের[২২৫] প্রেক্ষিতেও ভাড়াচুক্তি বাতিল করা যায়।[২২৬] অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় বাড়ি-মালিক বাড়ির দখল পুনরুদ্ধার করতে পারেন। অনুরূপভাবে ভাড়াটিয়ার নেহায়েত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেও[২২৭] ভাড়াচুক্তি বাতিল করা যায়। বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহ 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী (রাহ.) বলেন,

---

২২৪. ধারাঃ ৭। ভাড়া বৃদ্ধির উপর বাধানিষেধ
এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোন বাড়ীর ভাড়া মানসম্মত ভাড়ার অধিক বৃদ্ধি করা হইলে উক্ত অধিক ভাড়া, কোন চুক্তিতে ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও, আদায়যোগ্য হইবে না।
ধারাঃ ৮। বাড়ী-মালিক কর্তৃক উন্নয়ন এবং আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য ভাড়া বৃদ্ধিকরণ- যেক্ষেত্রে বাড়ী ভাড়া দেওয়ার পর বাড়ী-মালিক নিজ খরচে বাড়ীতে প্রযোজনীয় মেরামতের অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ কোন সংযোজন, উন্নয়ন অথবা পরিবর্তন করেন অথবা উহাতে ব্যবহারের জন্য কোন আসবাবপত্র সরবরাহ করেন সেক্ষেত্রে উক্ত সংযোজন, উন্নয়ন বা পরিবর্তন বা আসবাবপত্র সরবরাহের বিষয় বিবেচনাক্রমে বাড়ী-মালিক ও ভাড়াটিয়া পরস্পর সম্মত হইয়া অতিরিক্ত ভাড়া নির্ধারণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত অতিরিক্ত ভাড়া ভাড়াটিয়া কর্তৃক মানসম্মত ভাড়ার উপর প্রদেয় হইবে।
ধারাঃ ১৬। মানসম্মত ভাড়া কার্যকর হওয়ার তারিখ এবং উহার মেয়াদ
(২) মানসম্মত ভাড়া, বাড়ী-মালিক বা ভাড়াটিয়ার আবেদনের ভিত্তিতে, প্রতি দুই বৎসর পর নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ধারা ১৫ এর বিধান অনুযায়ী পুনঃ নির্ধারণ করা যাইবে। (www.bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=748, Date: 07.04.2015)

২২৫. যেমন বাড়ি-মালিক যদি অত্যধিক ঋণগ্রস্ত হয় এবং ঐ ঋণ পরিশোধ করার জন্য তার ভাড়ায় প্রদত্ত বাড়িটি বিক্রি করা ছাড়া কোনো উপায় না থাকে।

২২৬. তবে অন্যান্য ইমামের মতে, ভাড়াচুক্তি যেহেতু আবশ্যকভাবে পালনীয় অঙ্গীকার, তাই বাড়ি-মালিকের সমস্যার কারণে ভাড়াচুক্তি অকার্যকর করা যাবে না। তবে ভাড়াটিয়া সম্মত হলে ভিন্ন কথা। (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ১, পৃ. ২৭১-২৭৪)

২২৭. যেমন ভাড়াটিয়া যদি ভাড়া আদায়ের মতো আর্থিক সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে অথবা বিদেশে চলে যায় কিংবা দেশের মধ্যে কর্ম বা চাকুরীর কারণে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়।

إنْكَارُ الْفَسْخِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْعُذْرِ خُرُوجٌ عن الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ.

"সমস্যা সত্ত্বেও ভাড়াচুক্তি অকার্যকর করার অধিকার অস্বীকার করা প্রকারান্তরে বিবেক ও শারী'আত বহির্ভূত কাজ করার নামান্তর।"[২২৮]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১-এর ১৮ নং ধারায়ও ভাড়াটিয়ার এ অধিকার নিশ্চিত করা হয়।[২২৯] এ আইন অনুযায়ী ভাড়াটিয়া যদি নিয়মিতভাবে ভাড়া পরিশোধ করতে থাকেন এবং বাড়ি ভাড়ার শর্তসমূহ মেনে চলেন, তা হলে যতদিন ভাড়াটিয়া এভাবে করতে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত উক্ত ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করা যাবে না। এমনকি বাড়ির মালিক

---

২২৮. কাসানী, *প্রাগুক্ত*, খ.৪, পৃ.১৯৭

২২৯. ধারাঃ ১৮। অনুমোদনযোগ্য ভাড়া প্রদান করা হইলে সাধারণতঃ উচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হইবে না

১৮। (১) Transfer of Property Act, 1882 (IV of 1882) অথবা Contract Act, 1872 (IX of 1872) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ভাড়াটিয়া এই আইনের অধীন অনুমোদনযোগ্য ভাড়া যতদিন পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় আদায় করিবেন এবং ভাড়ার শর্তাদি পূরণ করিবেন ততদিন পর্যন্ত বাড়ী-মালিকের অনুকূলে বাড়ীর দখল পুনরুদ্ধারের জন্য কোন আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে- (ক) ভাড়াটিয়া Transfer of Property Act, 1882 (IV of 1882) এর section 108 এর clause (m), clause (c) বা clause (p) এর বিধানের পরিপন্থী কোন কাজ করেন; বা

(খ) ভিন্নরূপ কোন চুক্তির অবর্তমানে, ভাড়াটিয়া, বাড়ী-মালিকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, বাড়ী বা বাড়ীর কোন অংশ উপ-ভাড়া দেন; বা

(গ) ভাড়াটিয়া এমন আচরণের জন্য দোষী যাহা সংলগ্ন বা পার্শ্ববর্তী বাড়ীর দখলকারীগণের নিকট উৎপাত বা বিরক্তি স্বরূপ; বা

(ঘ) ভাড়াটিয়া, বাড়ীর কোন অংশ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন বা ব্যবহার করিতে অনুমতি দেন; বা

(ঙ) বাড়ীর নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য অথবা নিজ দখলের জন্য অথবা যাহার উপকারার্থে বাড়ীটি রাখা হইয়াছে তাহার দখলের জন্য বাড়ীটি বাড়ী-মালিকের প্রকৃতই প্রয়োজন হয় অথবা বাড়ী-মালিক এমন কোন কারণ দর্শাইতে পারেন যাহা আদালতের নিকট সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য হয়; সেক্ষেত্রে এই উপ-ধারার কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(২) ভাড়ার মেয়াদ শেষ হইয়াছে কিংবা বাড়ী-মালিকের স্বার্থ হস্তান্তরিত হইয়াছে কেবলমাত্র ইহাই উপ-ধারা (১) (ঙ) তে উল্লিখিত সন্তোষজনক কারণ বলিয়া গণ্য হইবে না যদি ভাড়াটিয়া এই আইনের অনুমোদনযোগ্য পূর্ণ ভাড়া প্রদানের প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক থাকেন।

(www.bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=748, Date: 07.04.2015)

পরিবর্তিত হলেও ভাড়াটিয়া যদি আইনসম্মত ভাড়া প্রদানে রাজি থাকেন, তবে তাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। চুক্তিপত্র না থাকলে যদি কোনো ভাড়াটিয়া প্রতি মাসের ভাড়া পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করেন, তাহলেও ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করা যাবে না। যুক্তিসঙ্গত কারণে ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করতে চাইলে যদি মাসিক ভাড়ায় কেউ থাকে, সে ক্ষেত্রে ১৫ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। চুক্তি যদি বার্ষিক ইজারা হয় বা শিল্পকারখানা হয়, তবে ছয় মাস আগে নোটিশ দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামী আইনানুযায়ী বাড়ি-ভাড়া নেয়ার সময় কত দিনের জন্য এ ভাড়া নিয়েছে- তা নির্ধারণ করতে হবে। মেয়াদ নির্ধারণ করা ব্যতীত বাড়ি-ভাড়া চুক্তি বিশুদ্ধ হবে না। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি বাড়ি ভাড়া নেয়ার সময় নির্ধারিত মেয়াদের কথা উল্লেখ না করে; বরং এ বলে ভাড়া নেয় যে, মাসে দশ হাজার টাকা ভাড়া দেবে, তা হলে কেবল এক মাসের জন্যই ভাড়া সহীহ হবে।[২৩০] মাসের শেষে বাড়ি-মালিক ইচ্ছা করলে ভাড়াটিয়াকে ওঠিয়ে দিতে পারবেন। যদি দ্বিতীয় মাসে ভাড়াটিয়া থেকে যান, তবে আবার এক মাসের জন্য ভাড়া সহীহ হয়ে যাবে। এমনিভাবে প্রত্যেক মাসে নতুন ভাড়া হতে থাকবে।[২৩১] অবশ্য যদি ভাড়া নেওয়ার সময় বলে যে, ছয় মাস কিংবা এক বছর থাকবে, তবে যতদিনের কথা বলেছে, ততদিন ভাড়া নেয়া সহীহ হবে। এ সময়ের আগে বাড়ি-মালিক ভাড়াটিয়াকে ওঠাতে পারবেন না।

জ. ৬. অগ্রিম ভাড়া গ্রহণ

বাড়ি-ভাড়া আদায়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি হলো- ভাড়াটিয়া ভাড়ার টাকা নিয়মিতভাবে মাস শেষে বাড়ি-মালিককে আদায় করবেন। কিন্তু বাড়ি-মালিক ও ভাড়াটিয়া যদি পরস্পর সম্মত হয়ে শর্ত করেন যে, ভাড়াটিয়া ভাড়ার টাকা মাসের শুরুতে অগ্রিম পরিশোধ করবেন, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি পরস্পরের সম্মতিতে চুক্তির পুরো মেয়াদের ভাড়ার টাকাও অগ্রিম লেনদেন করা যায়।[২৩২] তবে বাড়ি-মালিক ভাড়ার অতিরিক্ত প্রিমিয়াম, সালামি বা জামানত ভাড়াটিয়া থেকে দাবি করতে পারবেন না।

---

২৩০. এটা অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে শাফি'ঈগণের মতে, এরূপ ভাড়া সহীহ হবে না। তাঁদের দৃষ্টিতে, অবশ্যই ভাড়ার মেয়াদ নির্ধারিত হতে হবে। (শীরাযী, *আল-মুহাযযাব*, খ. ১, পৃ. ৩৯৬; শারবীনী, মুহাম্মাদ আল-খাতীব, *মুগনিউল মুহতাজ*, বৈরূত: দারুল ফিকর, খ. ২, পৃ. ২৪০)

২৩১. সারাখসী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩০, পৃ. ৩৮৯; ইবনু নুজাইম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযা'য়ির*, খ. ১, পৃ. ১৩৯; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১৮, পৃ. ৬২

২৩২. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১, পৃ. ২৬৬

বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১-এর ১০ ও ২৩ ধারা মোতাবেক বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রকের লিখিত আদেশ ছাড়া অন্য কোনোভাবেই বাড়ি-মালিক তার ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে অগ্রিম বাবদ এক মাসের বাড়ি ভাড়ার অধিক কোনো প্রকার ভাড়া, জামানত, প্রিমিয়াম বা সেলামি গ্রহণ করতে পারবেন না। তা হলে দণ্ডবিধি ২৩ ধারা মোতাবেক তিনি দণ্ডিত হবেন।[২৩৩]

জ. ৭. ভাড়া-বাড়ি বসবাসের উপযোগী করে রাখা

ভাড়ায় প্রদত্ত বাড়িটি বাড়ি-মালিককে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বসবাসের উপযোগী করে রাখতে হবে। যদি বাড়িটি মেরামতের প্রয়োজন হয় (যেমন- বাড়ির দরজা-

---

২৩৩. ধারাঃ ১০। প্রিমিয়াম ইত্যাদির দাবী নিষিদ্ধ
ভাড়া দেওয়া বা ভাড়া নবায়ন করা বা ভাড়ার মেয়াদ বৃদ্ধি করার কারণে কোন ব্যক্তি-
(ক) ভাড়ার অতিরিক্ত কোন প্রিমিয়াম, সালামী, জামানত বা অনুরূপ কোন অর্থ দাবী বা গ্রহণ করিতে বা প্রদানের জন্য বলিতে পারিবেন না, অথবা
(খ) নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে অগ্রীম ভাড়া হিসাবে এক মাসের ভাড়ার অতিরিক্ত টাকা দাবী বা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।
ধারাঃ ২৩। মানসম্মত ভাড়ার অতিরিক্ত আদায়ের দণ্ড
যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে-
(ক) ধারা ৮ বা ধারা ৯ এ বিবৃত কারণ ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে মানসম্মত ভাড়া অপেক্ষা অধিক ভাড়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করেন; বা
(খ) ধারা ১১ এ বিবৃত কারণ ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে মানসম্মত ভাড়ার অতিরিক্ত হিসাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রিমিয়াম, সালামী, জামানত বা অনুরূপ কোন গ্রহণ করেন বা দাবী করেন বা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন; বা
(গ) নিয়ন্ত্রকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে অগ্রিম ভাড়া বাবদ এক মাসের ভাড়ার অধিক ভাড়া গ্রহণ করেন; তাহা হইলে তিনি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতে-
(অ) দফা (ক) এ উল্লেখিত ক্ষেত্রে, প্রথমবারের অপরাধের জন্য মানসম্মত ভাড়াার অতিরিক্ত আদায়কৃত টাকার দ্বিগুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং পরবর্তী প্রত্যেকবারের অপরাধের জন্য উক্ত অতিরিক্ত টাকার তিনগুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;
(আ) দফা (খ) এ উল্লেখিত ক্ষেত্রে, প্রথমবারের অপরাধের জন্য দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং পরবর্তী প্রত্যেক বারের অপরাধের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;
(ই) দফা (গ) এ উল্লেখিত ক্ষেত্রে , প্রথমবারের অপরাধের জন্য এক মাসের ভাড়ার অতিরিক্ত যে টোকা আদায় করা হইয়াছে উহার দ্বিগুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং পরবর্তী প্রত্যেক বারের অপরাধের জন্য এক মাসের ভাড়ার অতিরিক্ত যে টাকা আদায় করা হইয়াছে উহার তিনগুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (www.bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=748, Date: 07.04.2015)

জানালা ভেঙ্গে যায়, দেয়ালের প্লাস্টার নষ্ট হয়ে যায়, পয়ঃপ্রণালি বন্ধ হয়ে যায় এবং পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস (যদি থাকে) সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় প্রভৃতি), তাহলে তাঁকে তা মেরামত করে দিতে হবে। বাড়ির মালিক ইচ্ছা করলেই ভাড়াটিয়াকে বসবাসের অনুপযোগী বা অযোগ্য অবস্থায় রাখতে পারেন না। যদি বাড়ি বসবাসের উপযোগী না হয়, তা হলে ভাড়াটিয়া ইচ্ছে করলে ভাড়া চুক্তি ভেঙ্গে ফেলতে পারেন অথবা বাড়ি-মালিককে বাড়িটি মেরামত করে দিতে বাধ্য করতে পারেন।[২৩৪]

বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১-এর ২১ নং ধারায় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বসবাসের উপযোগী করে বাড়িটি প্রস্তুত রাখতে বাড়ির মালিকের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। অর্থাৎ ভাড়াটিয়াকে পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করতে হবে। এমনকি প্রয়োজনবোধে লিফটের সুবিধা দিতে হবে। কিন্তু উক্ত সুবিধা প্রদানে বাড়ি মালিক অনীহা প্রকাশ করলে কিংবা বাড়িটি মেরামতের প্রয়োজন হলেও ভাড়াটিয়া নিয়ন্ত্রককে জ্ঞাত করে তিনি নিজে মেরামত করে পারবেন। তবে খরচ এক বছরের মোট ভাড়ার ছয় ভাগের এক ভাগের বেশি হবে না।[২৩৫]

---

২৩৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা,* খ. ১, পৃ. ২৬২; যুহাইলী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৫, পৃ. ৪৯২

২৩৫. ধারা : ২১। ভাড়াটিয়া কর্তৃক মেরামত ইত্যাদি

(১) কোন বাড়ী-মালিক তাহার ভাড়া দেওয়া কোন বাড়ী মেরামত করিতে বাধ্য থাকিলে বা পানি বা বিদ্যুত সরবরাহ বা পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন বা লিফট ব্যবস্থাসহ কোন অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভাড়ার শর্ত বা স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী বাধ্য থাকিলে এবং তজ্জন্য ভাড়াটিয়া নিয়ন্ত্রকের নিকট দরখাস্ত করিলে, নিয়ন্ত্রক বাড়ী-মালিককে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নোটিশ প্রদান করিয়া উক্ত মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)এর অধীন নোটিশ জারীর ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি বাড়ী-মালিক উক্তরূপ মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ব্যর্থ হন বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে ভাড়াটিয়া উক্ত মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ নিজে করার জন্য নিয়ন্ত্রকের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া উহার জন্য আনুমানিক খরচের একটি হিসাবসহ দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দরখাস্ত প্রাপ্ত হইবার পর নিয়ন্ত্রক, বাড়ী-মালিককে শুনানীর সুযোগ দিয়া এবং উক্ত আনুমানিক খরচের হিসাব বিবেচন করিয়া এবং প্রযোজন মনে করিলে আরও তদন্ত করিয়া, লিখিত আদেশ দ্বারা ভাড়াটিয়াকে আদেশে উল্লেখিত অর্থের অনধিক অর্থ ব্যয়ে উক্ত মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন অনুমতি প্রাপ্ত হইলে ভাড়াটিয়া নিজ ব্যয়ে উক্ত মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য ব্যয়িত অর্থ ভাড়া হইতে কর্তন করিয়া বা অন্য কোনভাবে বাড়ী-মালিক হইতে আদায় করিতে পারিবেন;

জ. ৮. ভাড়াটিয়া কর্তৃক বাড়ির যত্ন গ্রহণ

ভাড়াটিয়ার কর্তব্য হলো ভাড়া-বাড়িটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী যতদূর সম্ভব বাড়িটি যত্নের সাথে ব্যবহার করতে হবে, যাতে নিজের অবহেলা বা অসতর্কতার কারণে বাড়িটি কিংবা তার কোনো অংশ অথবা তার কোনো আসবাবপত্র বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। স্মতর্ব্য যে, ভাড়া-বাড়িটি ভাড়াটিয়ার হাতে আমানত স্বরূপ। এর সুন্দররূপে দেখভাল করা

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়িত অর্থ নিয়ন্ত্রকের আদেশে উল্লেখিত অর্থের অধিক হয়, তবে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ ভাড়াটিয়া বহন করিবে।

(৫) কোন বাড়ীতে যে মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা না হইলে উহাতে বসবাস করা বা উহা ব্যবহার করা চরম কষ্টসাধ্য হয়, সে মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাড়ী-মালিক সকল অবস্থাতেই বাধ্য থাকিবেন এবং উক্তরূপ মেরামত উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হইবে না; এবং যদি বাড়ী-মালিক উক্তরূপ মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) প্রয়োগক্ষেত্রে উক্তরূপ মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়িত অর্থ তাহার ভাড়া কর্তন করা বা তাহার নিকট হইতে আদায়ের ব্যাপারে উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত অর্থের পরিমাণের সীমা প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১)-এ উল্লেখিত কোন মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এতই জরুরী যে, উক্তরূপ উপ-ধারাসমূহে বর্ণিত পদ্ধতিগত বিলম্ব ভাড়াটিয়ার ব্যক্তিগত ক্ষতি বা মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে সেক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া নিজেই উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত নোটিশ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাড়ী-মালিকের উপর জারী করিয়া তাহাকে নোটিশ জারীর বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে উক্ত মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করার অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি, উক্ত মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আনুমানিক খরচের একটি হিসাবসহ, নিয়ন্ত্রকের নিকট পেশ করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন নোটিশ জারী হইবার পর যদি বাড়ী-মালিক নোটিশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উক্ত মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে ভাড়াটিয়া নিজেই উক্ত মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য ব্যয়িত অর্থের হিসাব নিয়ন্ত্রকের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) (৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন পেশকৃত হিসাব বিবেচনা করিয়া এবং প্রয়োজন মনে করিলে আরও তদন্ত করিয়া নিয়ন্ত্রক ভাড়াটিয়া কর্তৃক বাড়ী-মালিক হইতে আদায়যোগ্য খরচের পরিমাণ নির্ধারিত করিতে পারিবেন এবং ভাড়াটিয়া উক্তরূপ নির্ধারিত অর্থ ভাড়া হইতে কর্তন করিয়া বা অন্য কোনভাবে বাড়ী-মালিক হইতে আদায় করিতে পারিবেন;
তবে শর্ত থাকে যে, কোন বৎসরে উক্ত অর্থের পরিমাণ উক্ত বৎসরে প্রদেয় ভাড়ার এক ষষ্ঠাংশের বেশী হইবে না।

(www.bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=748, Date: 07.04.2015)

তাঁর দায়িত্ব। সুতরাং যদি তাঁর অপব্যবহার কিংবা অজ্ঞতা বা অবহেলার কারণে বাড়ি বা এর কোনো আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তাঁকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অথবা নিজের খরচে তা মেরামত করে নিতে হবে।[২৩৬] পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা ভাড়াটিয়া দায়ী নয়- এ রূপ কোনো দৈব দুর্বিপাকের কারণে বাড়ি বা এর কোনো আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে এর কোনো রূপ দায়ভার ভাড়াটিয়ার ওপর বর্তাবে না।[২৩৭]

জ. ৯. বসবাসের ভাড়া-বাড়ি ভিন্ন কাজে ব্যবহার করা

বসবাসের জন্য বাড়ি নিয়ে তা অন্য লাভজনক কাজে ব্যবহার করা (যেমন- তাকে বিদ্যালয়ে পরিণত করা কিংবা কারখানায় পরিণত করা) জায়িয নয়।[২৩৮] এরূপ কাজ চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনরূপে গণ্য হবে। এ অবস্থায় বাড়ি-মালিক ইচ্ছে করলে ভাড়াটিয়াকে ওঠিয়েও দিতে পারেন। বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১-এর ১৮ (ঘ) নং ধারা মতেও বাড়ি-মালিককে এ অধিকার প্রদান করা হয়। এ ধারা মতে, ভাড়াটিয়া বাড়ির কোনো অংশ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন বা ব্যবহার করতে অনুমতি দেন, তা হলে বাড়ি-মালিক তাকে ওঠিয়ে নিজের দখল পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

জ. ১০. বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বেশি মূল্যে আবার ভাড়া দেওয়া

বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে নিজে যেমন বসবাস করতে পারেন, তেমনি অন্য কারো কাছে ভাড়াও দেয়া যায় এবং কাউকে ভাড়া ছাড়া বিনামূল্যে থাকতেও দেয়া যায়। এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে নিজে যে মূল্যে ভাড়া নিয়েছেন তার চেয়ে বেশিতে ভাড়া দেওয়া জায়িয হবে কি-না, তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে, মোটের ওপর তা জায়িয নয়। এরূপ মতপোষণকারীগণের মধ্যে ইবনু 'উমার, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈ ও ইবনু সীরীন (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও তাবি'ঈগণ উল্লেখযোগ্য।[২৩৯]

---

২৩৬. *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ,* খ. ৪, পৃ. ৪৭০

২৩৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ,* খ. ১, পৃ. ২৭০

২৩৮. শীরাযী, আবূ ইসহাক, *আল-মুহায্যাব,* খ. ১, পৃ. ৪০৩; নাবাবী, *আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব,* খ. ১৫, পৃ. ৫৮

২৩৯. ইবনু আবী শায়বাহ , *আল-মুছান্নাফ,* হা. নং: ২৩৭৫৭, ২৩৭৫৮, ২৩৭৫৯, ২৩৭৬০

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرها بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا.

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ.

তাঁদের কারো কারো মতে, ভাড়াটিয়া নিজে যে মূল্যে ভাড়া নিয়েছেন তার চেয়ে যদি বেশিতে ভাড়া দেন, তা হলে অতিরিক্ত মূল্যটি বাড়ি-মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে।[২৪০]

কারো কারো মতে, ভাড়াটিয়া যে ভাড়ায় ঘর নিয়েছেন তার চেয়ে বেশিতে অপর কাউকে ভাড়া দেওয়া জায়িয। কেননা, তাঁদের কথা হলো- ভাড়ার ব্যাপারটি বেচাকেনার মতোই। কাজেই ক্রেতা কোনো জিনিস ক্রয় করার পর যেমন সে ইচ্ছে করলে তা বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন, তেমনি প্রথম ভাড়াটিয়াও ভাড়া-ঘরটি বেশি মূল্যে অপরকে ভাড়া দিতে পারেন। অনুরূপভাবে বাড়ির কিছু অংশে নিজে বসবাস করে, বাকী অংশ অপর কাউকে ভাড়া দিতেও কোনো অসুবিধা নেই। আল-হাসান আল-বাসরী, 'আতা, তাউস ও হাকাম (রা.) প্রমুখ তাবি'ঈগণ থেকে এরূপ মত বর্ণিত রয়েছে। পরবর্তীকালের চার মাযহাবের অনেক ইমামই এ মত গ্রহণ করেন।[২৪১] তবে ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর এক মতানুযায়ী, এ অবস্থায় প্রথম ভাড়ার অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যদি বাড়ি-মালিকের অনুমতি থাকে, তবেই এরূপ ভাড়া জায়িয হবে। অন্যথায় জায়িয হবে না।[২৪২]

عَنْ مُحَمَّد ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا الْكُوفِيُّونَ يَكْرَهُونَهُ وَيَقُولُونَ : لَمْ نَشْتَرِ وَلَمْ نَبِعْ ؟ فَبِأَيِّ شَيْءٍ نَأْكُلُ مَالَهُ ؟!

২৪০. ইবনু আবী শায়বাহ , *আল-মুছান্নাফ*, হা. নং: ২৩৭৫৭, ২৩৭৬১,

عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :....قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : فَإِنْ آجَرَهَا بِأَكْثَرَ لِمَنْ يَكُونُ الأَجْرُ ؟ قَالَ : لِصَاحِبِهَا.

عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : كَانَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَقْضِي : مَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا ثُمَّ آجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ ، أَنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ لِرَبِّهِ.

২৪১. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা. নং: ২৩৭৬৪, ২৩৭৬৫, ২৩৭৬৬, ২৩৭৬৭, ২২৩৭৬৯, ২৩৭৭০, ২৩৭৭১, ২৩৭৭২

عَنْ عَطَاء : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى إِبِلاً فَأَكْرَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : فَتَرَدَّدَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا فِي رَأْيِي.

عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا اكْتَرَيْتَ بَيْتًا أَنْ تُكْرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِهِ.

عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ.

عن عطاء ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْبَيْتَ ، ثُمَّ يُوجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ.

عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِزْمِيلٌ ، أَوْ مَرٌّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ فَلاَ بَأْسَ.

عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَاجِرَ الأَجِيرَ أَوِ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ.

عَنْ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَعْمِلَ ، أَوْ يَسْكُنَ فِي الدَّارِ ، أَوْ يَسْكُنَ بَعْضَهَا.

عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ.

২৪২. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১, পৃ. ২৬৮

অপর কারো কারো মতে, ভাড়াটিয়া যদি বাড়ি বা ফ্ল্যাটটিতে কোনো সংস্কার বা সংযোজনমূলক কাজ করেন কিংবা তা মেরামত করেন যেমন- দরজা, জানালা লাগানো, দেয়ালের প্লাস্টার বা ডেকোরেশন করা অথবা তিনি যদি সেখানে নিজে শ্রম দেন বা কিংবা তা পরিচালনার জন্য কোনো মজুর রাখেন, তবেই তাঁর পক্ষে বেশিতে ভাড়া দেওয়া জায়িয হবে। পরবর্তী ইমামগণ প্রায় সকলেই এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আশ'আছ (রা.) বলেন, আমি শা'বী ও হাকাম (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি একটি উট ভাড়া নিয়ে যে মূল্যে ভাড়া নিয়েছে তার চেয়ে বেশি মূল্যে অন্যত্র ভাড়া দেয়, এটা কী বৈধ? তাঁরা জবাব দেন, সে যদি তাতে নিজে শ্রম দেয় বা কোনো মজুর রাখে, তা হলে অসুবিধা নেই।"[২৪৩] অপর একটি রিওয়ায়াতে আছে, 'আমির (রা.) ভাড়া মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে ভাড়া প্রদানকে অপছন্দ করতেন। তবে তাতে কোনো সংস্কার করা হলে অপছন্দ করতেন না।[২৪৪]

বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১-এর ১৮ (১) (খ) ধারায় ভাড়ায় গৃহীত বাড়ি অপর কাউকে ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়ি-মালিকের লিখিত অনুমতি নেওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অন্যথায় বাড়ি-মালিক ইচ্ছে করলে ভাড়াটিয়াকে ওঠিয়ে দিতে পারবে।[২৪৫]

জ. ১১. মেয়াদ শেষে বাড়িটি খালি করে পরিষ্কার অবস্থায় মালিকের নিকট হস্তান্তর করা

চুক্তির মেয়াদ শেষে যদি নতুনভাবে মেয়াদ বৃদ্ধির চুক্তি সম্পাদন করা না হয়, তা হলে ভাড়াটিয়া বাড়িটি খালি করে মালিকের নিটক হস্তান্তর করতে বাধ্য

---

২৪৩. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা. নং: ২৩৭৬৩

عَنْ أَشْعَثَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الإِبِلَ ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ ، أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا.

২৪৪. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা. নং: ২৩৭৬৮

عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلاَّ أَنْ يُصْلِحَ فِيهَا شَيْئًا.

২৪৫. ধারা: ১৮। অনুমোদনযোগ্য ভাড়া প্রদান করা হইলে সাধারণতঃ উচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হইবে না

(১) (খ) ভিন্নরূপ কোন চুক্তির অবর্তমানে, ভাড়াটিয়া, বাড়ী মালিকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, বাড়ী বা বাড়ীর কোন অংশ উপ-ভাড়া দেন, বা .... সেক্ষেত্রে এই উপধারার কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(www.bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=748, Date: 07.04.2015)

থাকবেন।[২৪৬] যদি ভাড়াটিয়া বের হতে অস্বীকৃতি জানান বা ব্যর্থ হন, তাহলে বাড়ি-মালিক তাঁকে বের হতে বাধ্য করতে পারবেন।[২৪৭] বাড়ি ভাড়া আইন, ১৯৯১-এর ২৬ নং ধারার মধ্যেও ভাড়াটিয়া বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার সময় এর খালি দখল বাড়ি-মালিকের নিকট হস্তান্তর করতে বলা হয়েছে। এ আইনের ২৬ (২) ধারায় উল্লেখ আছে, যদি কোন ভাড়াটিয়া বাড়ির খালি দখল হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে কিংবা ব্যর্থ হন, তা হলে তাঁকে তার বাড়ির মানসম্মত ভাড়ার দশগুণ জরিমানা দিতে হবে।[২৪৮]

তা ছাড়া বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় সেখানে যে সব ময়লা-আবর্জনা জমে, ভাড়াটিয়া তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে দেবেন। কারণ, বাড়িতে এ সব ময়লা যেহেতু তাঁর ব্যবহার থেকেই জমেছে, তাই তা পরিষ্কার করে দেওয়ার দায়িত্বও তার ওপর বর্তাবে।[২৪৯]

১১. গৃহ নির্মাণ ও গৃহসজ্জা

ক. একান্ততা (privacy) রক্ষা করা

বাড়ি-ঘর সাধারণত এমন জায়গায় এবং এভাবে নির্মাণ করা উচিত, যাতে নিজের একান্ততা (privacy) রক্ষা হয়, নিজ ও নিজের পরিবারের সদস্যরা অন্যান্য মানুষের উপদ্রব ও দৃষ্টি থেকে নিরাপদে বসবাস করতে পারে। এ কারণে ঘরের দরজা-জানালা এমনভাবে তৈরি করা সমীচীন নয়, যাতে অন্য ঘর থেকে তাকালে সরাসরি মানুষের চোখ পড়ে।

ঘরের কক্ষগুলোও এভাবে নির্মাণ করা উচিত, যাতে পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত সদস্যদের প্রত্যেকেই নিজের একান্ততা (privacy) রক্ষা করতে পারে এবং শারী'আতের পর্দা-পুশিদার বিধান মেনে চলা সহজ হয়। তা ছাড়া ঘরের একই

---

২৪৬. যুহাইলী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৪৯৩

২৪৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ২৮৬-৭

২৪৮. ধারাঃ ২৬। বাড়ী দখল বুঝাইয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়ার ব্যর্থতার দণ্ড

(১) যদি কোন ভাড়াটিয়া বাড়ী ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে তিনি উহার খালি দখল বাড়ী-মালিকের নিকট হস্তান্তর করিবেন, যদি না তিনি বাড়ী-মালিকের সম্মতি অনুসারে বা ভাড়ার চুক্তির শর্ত অনুসারে উহার কোন অংশ উপ-ভাড়া দিয়া থাকেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ভাড়াটিয়া বাড়ীর খালি দখল হস্তান্তর করিতে অস্বীকার করিলে বা ব্যর্থ হইলে তিনি বাড়ী-মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে, বাড়ীর মানসম্মত ভাড়ার দশগুণ অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(www.bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=748, Date: 07.04.2015)

২৪৯. যুহাইলী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৯৩

দিকে সব দরজা দেয়া ঠিক নয়, এতে সামনের কক্ষ থেকে ভেতরে থাকালে অন্দর মহলের সব কিছু দেখা যায়।

খ. বাড়ি-ঘর প্রশস্ত হওয়া

বাড়ি-ঘর প্রয়োজনানুযায়ী প্রশস্ত ও বড় হওয়া উচিত। কেননা এরূপ ঘর মানুষের অন্তরের মধ্যে উদারতা ও প্রসন্নতা জাগ্রত করে। তা ছাড়া সেখানে আসবাবপত্র সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা যায়। পক্ষান্তরে বাড়ি-ঘর প্রয়োজনের তুলনায় সংকীর্ণ ও ছোট হলে সাধারণত ঘরের আসবাবপত্র অগোছালো অবস্থায় থাকে এবং ঘরের লোকদের গাদাগাদি করে থাকতে হয়। এরূপ অবস্থা সাধারণত মানুষের অন্তরকে সংকুচিত ও অনুদার করে তোলে, দুঃখ-ক্লেশ টেনে আনে এবং অনেক সময় এতে মন বিমর্ষ ও অপ্রসন্ন হয়ে পড়ে।[২৫০] এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট এই বলে দু'আ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي.

"হে আল্লাহ! আমার পাপ ক্ষমা করে দিন, আমার বাড়ি-ঘর প্রশস্ত করে দিন, আর আমার রিযকে বারকাত দিন!"[২৫১]

একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশস্ত আবাসকে মুসলিম ব্যক্তির সৌভাগ্যের একটি প্রধান উপকরণ হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।[২৫২]

গ. গৃহের সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করা

মুসলিমদের ঘর-বাড়ি, আঙিনা ও তার পার্শ্ববর্তী জায়গা এমনভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, যাতে ঘরের অভ্যন্তরে এবং চতুর্দিকেও একটি সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ তৈরি হয় এবং কোনো সুস্থ রুচিশীল মানুষ তাকে দেখে অপছন্দ না করে। ইসলাম পবিত্রতাকে পছন্দ করে, বিভিন্নভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে এবং নির্দেশ প্রদান করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ' এবং 'সৌন্দর্য আল্লাহর ভূষণ' প্রভৃতি বাণীর সাহায্যে মুসলিমদেরকে সর্বক্ষেত্রে পবিত্রতা রক্ষার ও সৌন্দর্য সৃষ্টির তাগিদ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

---

২৫০. মুনাবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৩৯; মুবারাকপুরী, 'আবদুর রাহমান, *তুহফাতুল আহওয়াযী*, (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ৯, পৃ. ৩৩২

২৫১. আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, (হাদীসু রাজুলিন রামাকান্নাবিয়্যা সা.) হা. নংঃ ১৬৫৯৯

২৫২. নাফি' থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ ..... وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ. (আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, [হাদীসু নাফি' ইবনু 'আবদিল হারিছ রা.], হা. নংঃ ১৫৪০৯)

সাল্লাম)-এর সমকালীন ইয়াহূদীদের অভ্যাস ছিল, তারা ঘর-বাড়ির পাশেই ময়লা-আবর্জনা ফেলতো, জমা করে রাখতো। ফলে তাদের বাড়ি-ঘরের পুরো পরিবেশটি দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে যেতো। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদেরকে তাদের বিপরীতে ঘরের পরিবেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দান করেন। তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ ، فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُود .

"আল্লাহ তা'আলা হলেন পবিত্র। তাই তিনি পবিত্রতাকে ভালোবাসেন। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাই তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি মহানুভব। তাই তিনি মহানুভবতাকে ভালোবাসেন। তিনি দানশীল। তাই তিনি দানশীলতাকে পছন্দ করেন। অতএব, তোমরা তোমাদের আঙিনাগুলো পরিষ্কার করে রেখো এবং ইয়াহূদীদের মতো সেগুলোকে অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় করে রেখো না।"[২৫৩]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত হাদীসের ভাষ্যকার শারফুদ্দীন আত-তীবী [মৃ.৭৪৩ হি.] (রাহ.) বলেন,

إذا تقرر ذلك فطيبوا كل ما أمكن تطيبه ونظفوا كل ما سهل لكم تنظيفه حتى أفنية الدار.

"যেহেতু এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা হলেন পূত-পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং এ কারণেই তিনি পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ভালোবাসেন, তাই তোমরাও প্রত্যেকটি বস্তু ও স্থানকে সাধ্যমতো পবিত্র ও পরিষ্কার রেখো, এমনকি ঘরের আঙিনাগুলোকেও তোমরা পরিষ্কার ও পবিত্র করে রাখবে।"[২৫৪]

ঘ. গৃহের সাজসজ্জা

ঘর-বাড়িগুলোকে বিভিন্ন প্রকার ফুল, রকমারি হালাল চিত্র ও নকশা এবং সুন্দর সাজ-সজ্জা দ্বারা সুসজ্জিত করা দূষণীয় নয়। পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষা ও চলাফেরা সর্বক্ষেত্রে মুসলিমদের যেমন সামর্থ্য অনুযায়ী সৌন্দর্য রক্ষা করে চলা উচিত, তেমনি ঘর-বাড়ির ক্ষেত্রেও সামর্থ্য অনুযায়ী সৌন্দর্য রক্ষা করবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

"যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

---

২৫৩. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আন-নাযাফাতু), হা. নং: ২৭৯

২৫৪. মুনাবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২০৩; মুবারাকপুরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ৬৮

এ কথা শোনে জনৈক ব্যক্তি বললো, কোনো কোনো লোক তো পছন্দ করে যে, তার কাপড়-চোপড় সুন্দর হোক, তার জুতো সুন্দর হোক। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

"আল্লাহ তা'আলা হলেন সুন্দর। তাই তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।"[২৫৫]

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে আরয করলো,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ، وَأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى حَتَّى إِنِّي مَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ إِمَّا قَالَ: " بِشِرَاكِ نَعْلِي وَإِمَّا، قَالَ: بِشِسْعِ نَعْلِي أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَلِكَ ؟

"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সৌন্দর্য পছন্দ করি। আর আমাকেও এর কিছু অংশ দান করা হয়েছে, যা আপনি প্রত্যক্ষ করছেন। ফলে আমি চাই না যে, কোনো ব্যক্তি আমার ওপর জুতার ফিতার ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করুক। এটা কী অহঙ্কারের পর্যায়ে পড়বে।"

তিনি বললেন,

لا وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ.

"না, বরং অহঙ্কার হলো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা আর লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।"[২৫৬]

আল্লাহ তা'আলা নিজেই জগতের প্রত্যেকটি বস্তু সুন্দর ও শোভাপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾

"যিনি (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা) যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সুন্দর ও উত্তমরূপেই সৃষ্টি করেছেন।"[২৫৭]

অর্থাৎ এ জগতে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য ও অগণিত জিনিস সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে একটি জিনিসও অসুন্দর, অসৌষ্ঠব ও বেখাপ্পা নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের একটি আলাদা সৌন্দর্য ও মাধুর্য আছে। প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের

---

২৫৫. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ: তাহরীমুল কিব্‌র..), হা. নং: ২৭৫; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-বির্‌র.., পরিচ্ছেদ: আল-কিব্‌র), হা. নং: ১৯৯

২৫৬. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (পরিচ্ছেদ ৪০: আল-মালাবিস...), হা. নং: ৫৭৮৩; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, (পরিচ্ছেদ: সীন/ সাওয়াদ ইবুন 'আম্‌র রা.), হা. নং: ৬৪৭৯

২৫৭. আল-কুর'আন, ৩২ (সূরা আস-সাজদাহ): ৭

জায়গায় সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও উপযোগী। কাজেই তিনি কামনা করেন যে, তাঁর বান্দাহরাও সৌন্দর্যকে পছন্দ করুক এবং তাদের প্রতিটি কাজ সুন্দর ও নিখুঁত হোক। এতে প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও নৈপুণ্যেরই প্রকাশ ঘটে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ.

"তোমাদের কেউ কোন কাজ করলে সে তা উৎকর্ষ ও দক্ষতার সাথে করুক তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন।"[২৫৮]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾

"বলুন, আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে, যা তিনি তাঁর বান্দাহদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কে হারাম করেছে?"[২৫৯]

এ আয়াতে সেসব লোককে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে, যারা 'ইবাদাতে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বকল্পিত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে হালাল বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং হারাম মনে করাকে 'ইবাদাত জ্ঞান করে। সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণাবস্থায় থাকা, অস্বাস্থ্যকর ও অরুচিকর পরিবেশে বসবাস করা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও নয় যেমন অনেক জাহিল লোক মনে করে।

তবে ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করাকে অপছন্দ করে। কোনো মুসলিমের ঘর অপ্রয়োজনীয় বিলাস-উপকরণ এবং প্রাণীর ছবি ও প্রতিকৃতি প্রভৃতি পূজার সামগ্রী দ্বারা ভরপুর থাকা কুর'আন ও হাদীসের দৃষ্টিতে বাঞ্ছনীয় নয়। নিম্নে এ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তোলো ধরা হলো-

ঘ. ১. জীব-জন্তুর ছবি ও প্রতিকৃতি দ্বারা গৃহসজ্জা নিষিদ্ধ

ঘ. ১. ১. মানুষ ও জীব-জন্তুর চিত্র কিংবা প্রতিকৃতি দ্বারা ঘর সাজানো হারাম। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে উম্মাতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একসময় তাঁর ঘরের দরজায় চিত্রাঙ্কিত পর্দা দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং পর্দাটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন,

---

২৫৮. আবূ ইয়া'লা আল-মাওসিলী, *আল-মুসনাদ,* (তাহকীক : হুসাইন সালীম আসাদ, দিমাশ্‌ক : দারুল মামূন লিত্-তুরাছ, ১৯৮৪ খ্রি.), হাদীস নং-৪৩৮৬। হাদীসটির সনদ সহীহ। (আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিস সহীহাহ,* হা. নং- ১১১৩)

২৫৯. আল-কুর'আন, ৭ (সূরা আল-আ'রাফ): ৩২

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ.

"কিয়ামাতের দিন কঠিনতম শাস্তি ভোগ করবে যারা এসব চিত্র অঙ্কন করে।"[২৬০]

অন্য একটি হাদীসে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, একবার তিনি প্রাণীর চিত্র সম্বলিত একটি তাকিয়া[২৬১] কিনেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, ভেতরে ঢুকলেন না। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) তাঁর চেহারায় অপছন্দের ভাব দেখতে পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাওবা করছি, আমার কি কোনো অপরাধ হয়ে গেলো? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, তাকিয়াটির এ কি হাল? আমি বললাম, এটা তো আমি আপনার বসার ও হেলান দেয়ার জন্য কিনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ.

"কিয়ামাতের দিন এ সব চিত্রের অঙ্কনকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবে, তোমরা যা সৃজন করেছো, তাতে জীবন দাও। অধিকন্তু যে ঘরে চিত্র থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।"[২৬২]

---

২৬০. বুখারী, *আস-সাহীহ* , (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: মা ইয়াজূয়ু মিনাল গাদাব), হাদীস নং: ৫৭৫৮

২৬১. তাকিয়া: বৃহদাকার বালিশ, যাতে আরামের জন্য হেলান দেওয়া হয়।

২৬২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়: আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ: মান লাম ইয়াদখুল বাইতান ফীহি সূরুতুন),হা. নং: ৫৬১৬; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ: লা তাদখুলুল মালায়িকাতু বাইতান...), হা. নং: ৫৬৫৫

কতিপয় 'আলিম মনে করেন যে, ছবির নিষেধাজ্ঞাটি কেবল হাতে গড়া মূর্তি কিংবা প্রতিকৃতি বা শরীরী (ছায়াদার) চিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁদের এ মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক। কেননা, উপর্যুক্ত হাদীসে যে চিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে হাতে গড়া প্রাণীর মূর্তি কিংবা প্রতিকৃতি বা শরীরী ছিল না; তা ছিল সম্পূর্ণ অঙ্কিত বা মুদ্রিত। এ মত সম্পর্কে ইমাম নাবাবী (রাহ.) মন্তব্য করেন-

وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلّى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة.

"এটা একটি অমূলক ও বাজে অভিমত। কেননা চিত্রসম্বলিত পর্দার যে কাপড়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেনে নিতে পারেন নি, সেটি সন্দেহাতীতভাবে নিন্দনীয় ছিল এবং তা ছিল অশরীরী অর্থাৎ ছায়াবিহীন। তদুপরি

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,

لا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا تَصَاوِيرُ/ تَمَاثِيلُ.

"ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, [২৬৩] যাতে কুকুর রয়েছে এবং (প্রাণীর) ছবি/প্রতিকৃতি রয়েছে।"[২৬৪]

সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকেও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, একবার জিব্রা'ঈল ('আলাইহিস সালাম) আমার কাছে এসে বললেন,

أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِى الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِى الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِى فِى الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ.

"আমি গত রাত্রিতেও আপনার কাছে এসেছিলাম; কিন্তু দরজায় (প্রাণীর) প্রতিকৃতি, চিত্রাঙ্কিত পর্দা এবং ঘরের মধ্যে কুকুর দেখে আমি ফিরে গিয়েছিলাম। কাজেই আপনি প্রতিকৃতিটির মাথা কেটে গাছের আকৃতিতে

এতদসংক্রান্ত অবশিষ্ট হাদীসগুলো প্রত্যেক প্রকারের চিত্রকেই শামিল করে।" (নাবাবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৪,পৃ. ৮১)

বিশিষ্ট ফকীহ কাযী আবূ বাক্‌র ইবনুল 'আরাবী [৩৬৮-৪৫৩ হি.] (রাহ.) বলেন,

إن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لا وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز.

"অশরীরী চিত্রের আকৃতি যদি বিদ্যমান থাকে, তবে তা ব্যবহার করা হারাম হবে, চাই তা সম্মানজনক উপায়ে ব্যবহার করা হোক কিংবা অন্য উপায়ে। তবে তার মাথা যদি কেটে ফেলা হয় কিংবা তাকে টুকরো টুকরো করে আকৃতি পরিবর্তন করা হয়, তবে তা ব্যবহার করা জায়িয হবে।" (ইবনু হাজার, *প্রাগুক্ত*, খ. ১০, পৃ. ৩৮৮; মুবারাকপুরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৫০)

আমরা মনে করি যে, এ মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও নিরাপদ। বিশিষ্ট তাবি'ঈ ইমাম যুহরী (রাহ.) থেকে এ মত বর্ণিত রয়েছে। ইমাম নাবাবী (রাহ.) এ মতকেই সঠিক মতরূপে উল্লেখ করেছেন। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনু 'আবদিল বার্ [মৃ.৩৩৮ হি.] (রাহ.) এমতকে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ মত (أعدل الأقوال) রূপে অভিহিত করেছেন।

২৬৩. এমন ধরনের ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না; কিন্তু যে সব ফেরেশতা মানুষের 'আমাল লিপিবদ্ধ করেন কিংবা মানুষের হিফাযাতে নিয়োজিত থাকেন অথবা রূহ কবজ করার জন্য আসেন, তাঁরা এর অন্তর্ভুক্ত নন।

২৬৪. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আল-লিবাস, পরিচ্ছেদঃ আত-তাসাভীর), হা. নংঃ ৫৬০৫; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ, পরিচ্ছেদঃ লা তাদখুলুল মালায়িকাতু বাইতান...), হা. নংঃ ৫৬৪২, ৫৬৪১, ৫৬৬৭

রূপ দিতে, পর্দাটি ছিঁড়ে তাকে দুটি বালিশে পরিণত করতে এবং কুকুরকে ঘর থেকে বের করে দিতে নির্দেশ দান করুন।"[২৬৫]

এ হাদীসগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, মানুষ ও জীবজন্তুর যে কোনো ধরনের চিত্র- চাই তা শরীরী হোক কিংবা অশরীরী, অঙ্কিত হোক বা মুদ্রিত- ঘরের সাজসজ্জা হিসেবে ব্যবহার করা, দেওয়ালে স্থাপন করা বা লটকানো জায়িয নেই; হারাম।[২৬৬]

ইমাম নাবাবী [৬৩১-৬৭৬ হি.] (রাহ.) বলেন,

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان (أي تعليقه ونصبه في المنازل وغيرها)، فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام .... ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل ومالا ظل له.

"ঘর বা অন্যত্র কোথাও প্রাণীর চিত্র টাঙানো ও স্থাপন করা, চাই তা দেওয়ালে টাঙানো হোক কিংবা তুচ্ছরূপে বিবেচিত নয় এমন কোনো বস্তুরূপে যেমন পরিধেয় কাপড় বা পাগড়ী ইত্যাদিরূপে ব্যবহার করা হোক, হারাম। চিত্রটি চাই শরীরী হোক কিংবা অশরীরী- তাতে হুক্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না।"

ইমাম নাবাবী (রাহ.) আরো বলেন, এটিই শাফি'ঈ ইমামগণের মত। জুমহুর সাহাবী, তাবি'ঈ ও পরবর্তী বিশিষ্ট ইমামগণ এ মত পোষণ করেন। অধিকন্তু, এটিই হলো সুফইয়ান আছ-ছাওরী, মালিক ও আবূ হানীফাহ (রাহ.) প্রমুখ ইমামগণের অভিমত।[২৬৭]

---

২৬৫. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ: আস-সুওয়ার), হা. নং: ৪১৬০; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আল-মালা'য়িকাতু লা তাদ্খুলু বাইতান...), হা. নং ২৮০৬ ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান ও সাহীহ বলেছেন। এ হাদীস থেকেও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরজার পর্দায় প্রাণীর যে চিত্রটি ছিল তা ছিল অশরীরী ও হাতে অঙ্কিত বা মুদ্রিত। তা নিঃসন্দেহে হাতে গড়া প্রাণীর মূর্তি কিংবা প্রতিকৃতি ছিল না।
উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরে প্রাণীর চিত্র থাকার ব্যাপারটি জানতেন না। হযরত জিব্রা'ঈল (আ.) থেকে জানার পর তিনি পর্দাটি সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন, এক সফরে জনৈকা মহিলা তাঁদেরকে এ চিত্রাঙ্কিত পর্দাটি হাদিয়া দিয়েছিল। অতএব, প্রাণীর চিত্রের ব্যাপারে যখন ইসলামের এ কঠোর অবস্থান, তা হলে একজন মুসলিমের ঘরে কিভাবে প্রাণীর চিত্র শোভা পেতে পারে! এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

২৬৬. বুহূতী, মানছূর, *কাশশাফুল কিনা',* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪০২ হি.), খ. ১, পৃ. ২৭৯

২৬৭. নাবাবী, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৪, পৃ. ৮১

ঘ.১.২. প্রাণীর চিত্র থেকে মাথা কেটে ফেলা হলে সেটি ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে শরীরের নিচের অর্ধাংশের চিত্র ব্যবহার করতেও কোনো দোষ নেই। কেননা প্রাণীর প্রধান অংশ হলো মাথা। কাজেই চিত্রে মাথা কেটে ফেলা হলে কিংবা শরীরের উপরের অর্ধাংশ না থাকলে সেটা আর প্রাণীর চিত্র থাকে না। সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

الصُّورَةُ الرَّأْسُ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَة.

"চিত্র হলো মাথাই। যদি মাথা কেটে ফেলা হয়, তা হলে এটা চিত্ররূপে ধর্তব্য হবে না।"[২৬৮]

তবে এরূপ কোনো চিত্রও ঘরের কোথাও বা অন্য কোনো জায়গায় টাঙানো বা স্থাপন করা উচিত নয়।[২৬৯]

ঘ.১.৩. অনেকের মতে, প্রাণীর চিত্র যদি সম্মানজনক উপায়ে ব্যবহার না করে তুচ্ছ কাজে ও পদদলিত হয় এরূপ স্থানে ব্যবহার করা হয় তাও বৈধ।[২৭০] এ মতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বিছানার চাদর, তাকিয়া, চাটাই বা পাপোষে প্রাণীর চিত্র থাকলে তা ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু প্রাণীর চিত্র সম্বলিত পর্দার কাপড় ঘরে ব্যবহার করা কিংবা দেয়ালে টাঙানো হারাম।

ঘ.১.৪. মানুষ ও জীব-জন্তু ছাড়া অন্যান্য বস্তু যেমন গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, চাঁদ-সুরুজ প্রভৃতির চিত্র ব্যবহার করতে কোনো বাধা নেই। সা'ঈদ ইবনু আবিল

---

২৬৮. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* (অধ্যায়ঃ আস-সাদাক, পরিচ্ছেদঃ মা ইয়ুতাউ মিনাস সূওয়ার...), হা. নংঃ ১৪৯৭৪; ইবনু আবী শায়বাহ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-লিবাস, পরিচ্ছেদঃ আর-রাজুলু ইয়াত্তাকিউ 'আলাল মারাফিকিল মুসাওয়ারাহ), হা. নংঃ ২৫৮০৮

২৬৯. যুহাইলী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ২২৩

২৭০. নাবাবী, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৪, পৃ. ৮১; ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত,* খ. ১, পৃ. ৬৪৮
তবে তা অবশ্যই উত্তম নয়; কারো কারো মতে, মাকরূহও। (মুহাম্মাদ আল-ফুদাইল, *আল-ফাজরুস সাতি' 'আলাস সাহীহিল জামি',* খ. ৭, পৃ. ৯১) কারো মতে হারামও। বিশিষ্ট তাবি'ঈ ইবনু শিহাব আয-যুহরী [৫৮-১২৪ হি.] (রা.)-এর মতে, প্রাণীর চিত্রের নিষেধাজ্ঞাটি ব্যাপকতাজ্ঞাপক। কোনো অবস্থাতেই প্রাণীর চিত্র সম্বলিত কোনো কিছু ব্যবহার করা জায়িয হবে না। চাই তা দেওয়ালে ব্যবহারে করা হোক কিংবা কাপড়ে বা বিছানার চাদরে, চাই তা সম্মানজনক উপায়ে ব্যবহার করা হোক কিংবা তুচ্ছ কাজে ব্যবহার করা হোক। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কাযী আবূ বাক্র ইবনুল 'আরাবী [৩৬৮-৪৫৩ হি.] (রাহ.)-এর মতে, অশরীরী চিত্রের ব্যবহার- চাই তা সম্মানজনক উপায়ে করা হোক কিংবা অন্য উপায়ে- সর্বাবস্থায় হারাম। (ইবনু হাজার, *প্রাগুক্ত,* খ. ১০, পৃ. ৩৮৮) ইমাম নাবাবী (রাহ.) এ মত সম্পর্কে মন্তব্য করেন, وهذا مذهب قوي.- "এটি শক্তিশালী অভিমত।" (নাবাবী, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৪, পৃ. ৮১)

হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক চিত্রকর ইবনু 'আব্বাস (রা.)কে বললেন, আমি এ ছাড়া কোনো কাজ জানি না। তখন তিনি বললেন,

إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ.

"যদি তোমার নেহায়েত প্রয়োজন হয়, তা হলে তুমি গাছপালা এবং এমন সকল বস্তুর চিত্র আঁকতে পারো, যাদের কোনো প্রাণ নেই।"[২৭১]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা-সমুদ্র প্রভৃতির চিত্র ব্যবহার করতে কোনো দোষ নেই।

ঘ. ২. দরজা-জানালা ও দেওয়ালে পর্দা ঝুলানো

শীত-গরম বা ধুলোবালি থেকে আত্মরক্ষা কিংবা পর্দা-পুশিদার প্রয়োজনে ঘরের দরজা ও জানালাসমূহে প্রয়োজনমাফিক পর্দা (বস্ত্রাদি নির্মিত আচ্ছাদন) ঝুলাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে প্রয়োজন ছাড়া কেবল গর্ব ও অহঙ্কার প্রদর্শন এবং বড় মানুষী প্রকাশ করার নিমিত্ত দরজা, জানালা ও দেওয়ালসমূহ পর্দা দ্বারা সুসজ্জিত করা সমীচীন নয়। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে আসছিলেন। এ সময় তিনি আমার ঘরের দরজায় একটি পর্দা দেখলেন। এতে আমি তাঁর চেহারায় অপছন্দ ভাব ফুটে ওঠতে দেখলাম। অতঃপর তিনি তা টেনে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ.

"আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পাথর ও মাটিকে পর্দাবৃত করার নির্দেশ দেন নি।"[২৭২]

সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.)-এর নিকট গেলেন। তিনি তাঁর দরজায় একটি পর্দা দেখতে পেয়ে ঘরে ঢুকলেন না। এরপর 'আলী (রা.) ঘরে এসে যখন ফাতিমা (রা.)কে চিন্তিত দেখতে পেলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো যে, তোমাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে ? ফাতিমা (রা.) জবাব দিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ঘরে এসে না ঢুকে চলে গেলেন। এ কথা শোনে 'আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

২৭১. মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-লিবাস ওয়ায যীনাত, পরিচ্ছেদঃ লা তাদখুলুল মালায়িকাতু...), হা. নং: ৫৬৬২

২৭২. মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ আল-লিবাস ওয়ায যীনাত, পরিচ্ছেদঃ লা তাদখুলুল মালায়িকাতু...), হা. নং: ৫৬৪২

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি ফাতিমার ঘরে গিয়ে না ঢুকে চলে এলেন- বিষয়টি তাঁকে ভীষণ পীড়া দিচ্ছে! এ কথা শোনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমার সাথে দুনিয়ার এবং দুনিয়ার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। অনুরূপ আমার এবং সাজসজ্জার মধ্যেও কোনো সম্পর্ক নেই।" এরপর 'আলী (রা.) ফাতিমা (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মনোভাব অবহিত করলেন। তখন ফাতিমা (রা.) বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে গিয়ে বলো, তিনি আমাকে এ বিষয়ে কী নির্দেশ দেবেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি তাকে গিয়ে বলো যে, সে যেন তা অমুকের সন্তান-সন্ততির কাছে পাঠিয়ে দেয়।"[২৭৩]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, ঘরের দরজা, জানালা ও দেওয়ালসমূহ পর্দা দ্বারা সুসজ্জিত করা সমীচীন নয়। বিশিষ্ট ফাকীহগণের মতে, প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে পর্দা ঝুলানো মাকরূহ। কেননা প্রয়োজনাতিরিক্ত যে কোনো ব্যয় অপচয়ের পর্যায়ভুক্ত, এমনকি তা সাজসজ্জার জন্য হলেও।[২৭৪] এ সব বিষয়ে হানাফী ইমামগণের মূলনীতি হলো-

أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّكَبُّرِ يُكْرَهُ وَإِنْ فُعِلَ لِحَاجَةٍ وَضَرُورَةٍ لَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

"যা কিছু অহঙ্কার ও বড় মানুষী প্রদর্শনের নিমিত্ত করা হবে, তা মাকরূহ। পক্ষান্তরে যা কিছু প্রয়োজন ও জরূরতের কারণে করা হবে, তা মাকরূহ হবে না। এটাই পছন্দনীয় অভিমত।"[২৭৫]

---

২৭৩. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ: ইত্তিখাযুস সুতূর), হা. নং: ৪১৫১। হাদীসটি সাহীহ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى فَاطِمَةَ رضى الله عنها فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ قَالَ وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلاَّ بَدَأَ بِهَا فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ مَا لَكِ قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ رضى الله عنه فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا. قَالَ « وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالرَّقْمَ ». فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ قُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا يَأْمُرُنِى بِهِ. قَالَ « قُلْ لَهَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِى فُلاَنٍ ».

২৭৪. ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩৫৪

২৭৫. ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩৫৪

সৌদী আরবের বিশিষ্ট মুফতী ইবনু বায (রাহ.) বলেন,

ستر الجدار أقل أحواله الكراهة لأنه نوع إسراف لاحاجة إليه وأما ستر النوافذ فلا بأس به، وكذا إذا كان على الأبواب أما الجدر فينكر.

"দেওয়াল পর্দাবৃত করার ন্যূনতম হুকুম হবে মাকরূহ। কেননা তা প্রকারান্তরে অপচয়। কেননা এ কাজের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে জানালায় পর্দা দিতে কোনো অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে দরজাগুলোতেও পর্দা দিতে অসুবিধা নেই। তবে দেওয়ালে পর্দা দেওয়ার বিষয়টি সমর্থনযোগ্য নয়।"[২৭৬]

ঘ. ৩. বাঘ ও সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর চামড়া ফরাশ হিসেবে ব্যবহার করা ও দেওয়ালে ঝুলানো

অনেকেই ঘরে বাঘ ও সিংহ প্রভৃতি জীবজন্তুর চামড়া ঘরের সাজসরঞ্জাম হিসেবে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখে, আবার অনেকেই এগুলোর চামড়া ঘরের ফরাশ (মেঝের কার্পেট) হিসেবেও ব্যবহার করে। এ সব বস্তু দ্বারা ঘরের সাজসজ্জার পেছনে যেহেতু উদ্দেশ্য থাকে নিতান্তই অহঙ্কার ও বড় মানুষী প্রদর্শন, তাই এ সব বস্তু সাজসরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করা সমীচীন নয়; মাকরূহ। মু'আবিয়া ও মিকদাদ ইব্ন মা'দীকারাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চামড়া পরা এবং তার (জীন বা গদীর) ওপর আরোহন করা থেকে নিষেধ করেছেন।"[২৭৭]

অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চামড়াকে মেঝের কার্পেট হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"[২৭৮]

---

২৭৬. 'উতাইবী, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদিল্লাহ, *মিন আদাবিল বুয়ূত*, পৃ. ৪ (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহর অন্তর্গত 'মাওসূ'আতুল বুহুছি ওয়াল মাকালাতিল 'ইলমিয়্যাহ' থেকে সংগৃহীত)।

২৭৭ আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত* , (অধ্যায়: আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ: জুলুদুন নুমূর ওয়াস সিবা'), হা. নং: ৪১৩৩ ; নাসা'ঈ, নাসা'ঈ, আহমদ, *আস-সুনান*, (অধ্যায়: আল-ফার'উ ওয়াল 'উতাইরাহ, পরিচ্ছেদ: আল-ইন্তিফা' বি-জুলূদিস সিবা'), হা. নং: ৪২৫৫

২৭৮ তিরমিযী, *প্রাগুক্ত* , (অধ্যায় আল-লিবাস:; পরিচ্ছেদ: শাদ্দুল আসনান বিয যাহাব), হা. নং: ১৭৭১

এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিংস্র জীব-জন্তুর চামড়া পরিধান করা, এর ওপর বসা এবং একে মেঝের কার্পেট হিসেবে ব্যবহার করা জায়িয নেই। কাযী আবূ ইয়া'লা আল-হাম্বালী [৩৮০-৪৫৮হি.] (রাহ.)-এর মতে, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চামড়াকে কোনো কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়, প্রক্রিয়াজাত করার আগেও নয়, পরেও নয়। তবে হানাফীগণের দৃষ্টিতে, মৃত কিংবা জবাই করা হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চামড়াগুলো প্রক্রিয়াজাত করা হলে তা ব্যবহার করতে দোষ নেই।[২৭৯] কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

" যে কোনো চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলে তা পবিত্র হয়ে যায়।"[২৮০]

তাঁদের মতে, নিষেধাজ্ঞাসূচক হাদীসসমূহের উদ্দেশ্য হলো- কেবল প্রক্রিয়াজাত বিহীন চামড়াগুলোই; প্রক্রিয়াজাত চামড়াগুলো উদ্দেশ্য নয়। তবে সর্বাবস্থায় হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চামড়ার ব্যবহার পরিহার করে চলাই উত্তম। কেননা এতে অহংকার ও বড় মানুষী ভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে।[২৮১] তবে প্রয়োজনে যেমন ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করতে কোনো দোষ নেই।

ঘ. ৪. স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা গৃহসজ্জা

স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা ঘর-বাড়ি ও বৈঠকখানা প্রভৃতি সৌন্দর্যমণ্ডিত করা জায়িয নয়; হারাম।[২৮২] অনুরূপভাবে ঘরের মেঝে বা দেওয়ালসমূহে স্বর্ণ বা রৌপ্যের প্রলেপ দেওয়াও জায়িয নয়। কারণ, এরূপ সাজসজ্জা ও অলঙ্করণের পেছনে উদ্দেশ্য গর্ব ও বড় মানুষী প্রদর্শন বৈ অন্য কিছু থাকে না। আর এ উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো কাজ করা ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত, হারাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَيْسَ لِي أَنْ أَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا.

"আমি কোনো সুসজ্জিত ও অলংকৃত ঘরে প্রবেশ করতে পারি না।"[২৮৩] অর্থাৎ এটা আমার জন্য শোভা পায় না।

---

২৭৯ যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩০৮

২৮০ নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-ফার'উ ওয়াল 'উতাইরাহ, পরিচ্ছেদ: জুলূদুল মাইতাহ), হা. নং: ৪২৪১; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ: উহুবুল মাইতাহ), হা. নং: ৪১২৫

২৮১ যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩০৯

২৮২. যুহাইলী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৬৩২

২৮৩ ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আত'ইমাহ, পরিচ্ছেদ: ইযা রা'আদ দায়ফু মুনকারান..), হা. নং: ৩৩৬০; আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, (হাদীসু আবী 'আবদির রাহমান সাফীনাহ রা.), হা. নং: ২১৯৭৬

উল্লেখ্য যে, হাদীসে উল্লেখিত مُزَوَّق শব্দের মূল অর্থ হলো- স্বর্ণের প্রলেপযুক্ত (gold plated) এমন যে কোনো বস্তু, যা আগুনের ওপর রাখা হলে প্রলেপটা চলে যায়; স্বর্ণের অংশ বহাল থাকে।[২৮৪] তবে শব্দটি যে কোনো কৃত্রিম ও উৎকট সাজসজ্জা ও অলঙ্করণ অর্থে বহুলভাবে প্রচলন লাভ করে। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ঘরকে প্রয়োজনাতিরিক্ত অতিশয় সুসজ্জিত ও অলংকৃত করা সমীচীন নয়।

ঙ. বিলাসবহুল অট্টালিকা তৈরি না করা

বাড়ি-ঘর প্রয়োজন মাফিক পরিপাটি ও সুসজ্জিত হওয়া দূষণীয় নয়; বরং শারী'আতের দৃষ্টিতে তা কাম্যও।

তবে প্রয়োজন ব্যতীত কেবল বিলাসিতা ও আয়েশের জন্য এ ধরনের প্রাসাদ, যাতে অহঙ্কার ও গর্বের প্রদর্শনী হয়, নির্মাণ করা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ- وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾

> "তোমরা প্রতিটি উঁচুস্থানে স্মৃতি (সৌধ হিসেবে বড় বড় ঘর) বানিয়ে নিচ্ছো, যা তোমরা একান্ত অপচয় হিসেবেই করছো, আর এমন (নিপুণ শিল্পকর্ম দিয়ে) প্রাসাদ বানাচ্ছো, (যা দেখে) মনে হয়, তোমরা বুঝি এ পৃথিবীতে চিরকাল ধরে থাকবে।"[২৮৫]

এ আয়াতে থেকে জানা যায় যে, প্রয়োজন ছাড়া কেবল অহঙ্কার ও বড় মানুষী দেখানোর জন্য বড় বড় দালান-কোঠা ও বিলাসবহুল প্রাসাদ নির্মাণ করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। হাদীসে একে কিয়ামতের একটি নির্দশন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ.

> "কিয়ামতের একটি নিদর্শন হলো যখন মেষপালের রাখালেরা[২৮৬] অট্টালিকা নিয়ে পরস্পর অহঙ্কার করবে।"[২৮৭]

অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلا فِي التُّرَابِ أَوْ قَالَ فِي الْبِنَاءِ.

বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ আলবানী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি 'হাসান' পর্যায়ের।

২৮৪ ইবনুল আছীর, আবুস সা'আদাত, *আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আছার,* (বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯), খ. ২, পৃ. ৭৯৯

২৮৫. আল-কুর'আন, ২৬ (সূরা আশ-শু'আরা'): ১২৮-৯

২৮৬. মেষপালের রাখাল দ্বারা মরু ও প্রত্যন্ত গ্রামের নিঃস্ব ও গরীব লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে।

২৮৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* অধ্যায়: আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ: মা জা'আ ফিল বিনা

> "বান্দাহকে তার প্রত্যেকটি অর্থব্যয়ে পুরস্কৃত করা হবে; কিন্তু মাটির কাজে তথা ঘরের নির্মাণ কাজে যে অর্থ ব্যয় করা হবে তাতে নয়।"[২৮৮]

এ হাদীসটিতে সে ঘরের কথাই বলা হয়েছে, যা প্রয়োজন ছাড়াই কেবল বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। অথচ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যে ঘর তৈরি করা হয় তাতে এবং মাসজিদ, মাদ্রাসা ও সরাইখানা প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণে পর্যাপ্ত ছাওয়াব রয়েছে। হাফিয ইবন হাজার আল-'আসকালানী [৭৭৩-৮৫২হি.] (রাহ.) বলেন,

> وهذا كله محمول على مالا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر ... وليس كل ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم ... وأن كان في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي يحصل به النفع لغير الباني فإنه يحصل للباني به الثواب.
>
> 'যে সব বাড়ি-ঘর বসবাসের জন্য প্রয়োজন নয়, যা মানুষকে ঠাণ্ডা গরম থেকে বাঁচায় না, সে সব বাড়ি-ঘরের ক্ষেত্রেই হাদীসগুলোর উর্পযুক্ত বক্তব্যসমূহ প্রযোজ্য। ... যেসব বাড়ি-ঘর প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তা সবই নির্মাণ করা পাপ নয়। বরং এরূপ কিছু কিছু বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা ছাওয়াবের কাজ। যেমন যে বাড়ি-ঘর দ্বারা নির্মাতা ছাড়া অন্যরাও উপকৃত হয় তা দ্বারা নির্মাতা ছাওয়াব পাবেন।[২৮৯]

সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক আনসারী ব্যক্তির সদর দরজার ওপরস্থ একটি সুউচ্চ গম্বুজের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি গম্বুজটি দেখতে পেয়ে বললেন, এটা কী? সাহাবীগণ তাঁকে বললেন, এটা অমুক আনসারী ব্যক্তির। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শোনে নীরব রইলেন; তবে এটি তাঁর অন্তরে দাগ কেটেছে। পরে যখন একসময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে মালিক এসে লোকজনের মধ্যে তাঁকে সালাম করলো তিনি তাকে উপেক্ষা করে চললেন। এরপর তিনি আরো কয়েকবার এ ধরনের করলেন। অবশেষে সে বোঝতে পারলো যে, তার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষুব্ধ হয়েছেন ও তাকে উপেক্ষা করে চলছেন। ফলে সে তাঁর সাহাবীগণের নিকট অনুযোগের সুরে বললো, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে

---

২৮৮. ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আয-যুহ্দ, পরিচ্ছেদ: আল-বিনা' ওয়াল খারাব), হা. নং: ৪১৬৩; ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, (অধ্যায়: আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ: মা জা'আ ফিল হিরছ..), হা. নং: ৩২৪৩

২৮৯. ইবন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খ. ১১, পৃ. ৯৩

অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পেয়েছি। সাহাবীগণ বললেন, একসময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে তোমার গম্বুজটি দেখতে পেয়েছিলেন। তখন লোকটি ফিরে গিয়ে গম্বুজটি ফেলে দিলেন এবং মাটির সাথে সমান করে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার ঐ জায়গা দিয়ে গমন করার সময় গম্বুজটি দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, গম্বুজটি কী করা হলো? তখন সাহাবীগণ বললেন, গম্বুজের মালিক তার প্রতি আপনার উপেক্ষার বিষয়টি আমাদের নিকট অভিযোগ করেছিল। আমরা তাকে আপনার উপেক্ষার কারণ অবহিত করার পর সে নিজেই তা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ مَا لاَ إِلاَّ مَا لاَ.

"প্রত্যেকটি ঘর তার মালিকের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তবে যা প্রয়োজন, তবে যা প্রয়োজন তা ছাড়া।"[২৯০]

তবে কেউ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো প্রশস্ত অট্টালিকা নির্মাণ করে এবং তাতে যদি কোনো হারাম কিংবা মাকরূহ উপাদান না থাকে, তদুপরি তা যদি তাকে শারী'আতের কোনো নির্দেশ পালন করা থেকে বিরত না রাখে এবং তা গর্ব ও অহঙ্কার প্রকাশের জন্যও নির্মাণ করা হয় নি, তা হলে তাতে কোনো ধরনের অসুবিধা ও দোষ হওয়ার কথা নয়।[২৯১] এতদসত্ত্বেও যে তার সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশকে ঘরের প্রশস্তকরণ ও সজ্জায়ন ছাড়া পরকালের জন্য উপকারী হয়- এ ধরনের জনহিতকর ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে খরচ করবে, সে আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয় ও মর্যাদাবান হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[২৯২]

---

২৯০. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: মা জা'আ ফিল বিনা'), হা. নং: ৫২৩৯.; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আয-যুহ্‌দ, পরিচ্ছেদ: আল-বিনা' ওয়াল খারাব), হা. নং: ৪১৬১

২৯১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ بَنَى بُنْيَانًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ كَانَ أَجْرُهُ جَارِيًا عَلَيْهِ مَا انْتَفَعَ بِهِ أَحَدٌ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ.

"যে ব্যক্তি কোনোরূপ অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন ব্যতীত কোনো ইমারত নির্মাণ করলো, সে এর ছাওয়াব পেতে থাকবে, যতদিন পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার কোনো সৃষ্টি তা থেকে উপকৃত হবে।"

(বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, [পরিচ্ছেদ: যাম্মু বিনাই মা লা ইয়াহতাজু ইলাইহি], হা. নং: ১০২৮৮; তাবারানী, *মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৪১০, ৪১১) এ হাদীসের রাবী যাব্বান ইবনু ফা'য়িদ (রাহ.) দুর্বল। এ কারণে হাদীসটি সাহীহ মানে উত্তীর্ণ নয়।

২৯২. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৪১-২

চ. ঘরের মধ্যে নামাযের জন্য স্বতন্ত্র জায়গা রাখা

বাড়ি-ঘরের মধ্যে নামায আদায়ের সুন্দর ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ জন্য যদি সম্ভব হয়, পৃথক মাসজিদও নির্মাণ করা যেতে পারে। তা সম্ভব না হলে অন্তত নামায আদায়ের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করা উচিত, যাতে বাড়ির সদস্যরা একান্ত নিরিবিলি পরিবেশে নামায আদায় করতে পারে। অনেক সময় বয়োজ্যেষ্ঠ, দুর্বল ও অসুস্থ লোকেরা মাসজিদে যেতে পারে না এবং নারীরা প্রায় সময় ঘরেই নামায পড়ে থাকে। তা ছাড়া নফল নামায মাসজিদে পড়ার চাইতে ঘরে পড়াই শ্রেয়।[২৯৩] আল্লাহ তা'আলা সাইয়িদুনা মূসা ও তাঁর ভাই হারূন ('আলাইহুমাস সালাম)কে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾

"আর তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কিবলায় পরিণত করো এবং সালাত কায়িম করো।"[২৯৪]

এ আয়াত সম্পর্কে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো-

أمروا أن يتخذوها مساجد.

"তাঁদেরকে তাঁদের ঘরগুলো মাসজিদে পরিণত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।"[২৯৫]

---

২৯৩. সাইয়িদুনা যায়দ ইবনু ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ.

"তোমরা তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে নামায পড়বে। কেননা ফরয নামায ছাড়া মানুষের উত্তম নামায হলো তার গৃহাভ্যন্তরের নামায।"

(বুখারী, *আস-সাহীহ,* [অধ্যায়ঃ আল-আদাব, পরিচ্ছেদঃ মা ইয়াজুযু মিনাল গাদাব...], হা. নংঃ ৫৭৬২; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* [অধ্যায়ঃ সালাতুল মুসাফিরীন, পরিচ্ছেদঃ ইস্তিহবাবু সালাতিন নাফিলাতি ফিল বাইত], হা. নংঃ ১৮৬১)

সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

"তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যেও কিছু নামায পড়ো। ঘরগুলোকে তোমরা কবরসদৃশ বানিও না।"

(বুখারী, *আস-সাহীহ,* [অধ্যায়ঃ আস-সালাত, পরিচ্ছেদঃ কারাহিয়াতুস সালাত ফিল মাকাবির), হা. নংঃ ৪২২; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* [অধ্যায়ঃ সালাতুল মুসাফিরীন, পরিচ্ছেদঃ ইস্তিহবাবু সালাতিন নাফিলাতি ফিল বাইত], ১৮৫৬)

২৯৪. আল-কুর'আন, ১০ (সূরা ইউনূস): ৮৭

২৯৫. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম,* (রিয়াদঃ দারু তাইয়িবাহ, ১৯৯৯), খ. ৪, পৃ. ২৮৯

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে বাড়ির মধ্যে মাসজিদ নির্মাণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُول اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسَاجِد أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাড়িতে বাড়িতে মাসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন।"[২৯৬]

'আবদুল্লাহ ইবনু সুওয়াইদ আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার তাঁর ফুফু উম্মু হুমাইদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে এসে আরয করলেন, -يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সাথে নামায পড়তে পছন্দ করি।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِيَ ، فَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي.

"আমি জেনেছি যে, তুমি আমার সাথে নামায পড়তে পছন্দ করো। কিন্তু (মনে রেখো) তোমার হুজরায় নামায পড়ার চাইতে তোমার শয়ন কক্ষে নামায পড়া শ্রেয়। তোমার বাড়িতে নামায পড়ার চাইতে তোমার হুজরায় নামায পড়া শ্রেয়। তোমার গোত্রের মাসজিদে নামায পড়ার চাইতে তোমার বাড়িতে নামায পড়া শ্রেয়। আর আমার মাসজিদে নামায পড়ার চাইতে তোমার জন্য শ্রেয় হলো তোমার গোত্রের মাসজিদে নামায পড়া।"

রাবী বলেন, অতঃপর উম্মু হুমাইদ (রা.)-এর নির্দেশে তাঁর ঘরের সবচেয়ে ভেতরে অন্ধকারাচ্ছন্ন শয়নকক্ষে একটি মাসজিদ (অর্থাৎ নামাযের জায়গা) নির্মাণ করা হয়। তিনি সেখানে আমৃত্যু নামায পড়তেন।[২৯৭]

উল্লেখ্য যে, ঘরে নামায আদায়ের ব্যবস্থা রাখার মধ্যে ঘর ও ঘরের অধিবাসীদের জন্য অনেক উপকারিতাও রয়েছে। যেমন- এর ফলে ঘরের মধ্যে নামাযের একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং ঘর আল্লাহ তা'আলার যিকর ও

---

২৯৬. ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়:, আল-মাসাজিদ ওয়াল জামা'আত, পরিচ্ছেদঃ তাতহীরুল মাসাজিদ ওয়া তাতয়ীবুহা), হা. নংঃ ৭৫৮
আলবানী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি সাহীহ।

২৯৭. আহমাদ, *প্রাগুক্ত,* (হাদীসু উম্মি হুমাইদ), হা. নংঃ ২৭০৯০; ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ সালাত, পরিচ্ছেদঃ ফরযু মুতাবা'আতিল ইমাম), হা. নংঃ ২২১৭

'ইবাদাতে মাতানো থাকে। তদুপরি তা শয়তানের আক্রমণ থেকেও পরিবারের সকলকেই সুরক্ষিত থাকতে সহায়তা করে।[২৯৮]

ছ. শৌচাগার কিবলামুখী না করা

কিবলামুখী করে শৌচাগার নির্মাণ করা সমীচীন নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মল-মূত্র ত্যাগ করার সময় কিবলামুখী হতে কিংবা কিবলাকে পেছনে রাখতে নিষেধ করেছেন।[২৯৯] তিনি বলেন,

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

"তোমরা যখন শৌচাগারে যাবে, তখন কিবলার দিকে মুখও করবে না এবং পিঠও দেবে না; বরং তোমরা পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে।[৩০০]"

রাবী আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রাহ.) বলেন,

فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.

"আমরা যখন শামে আসলাম, তখন শৌচাগারগুলো কিবলামুখী বানানো পেলাম। ফলে আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।"[৩০১]

জ. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রতি নজর রাখা

বাড়ি-ঘর নির্মাণ করার সময় পানির প্রবাহ, এলাকার মাটির অবকাঠামো ও ধারণ ক্ষমতা প্রভৃতি যাচাই করা প্রয়োজন। খাল-বিল ও জলাশয় ভরাট করে অপরিকল্পিতভাবে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করলে স্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টিসহ পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া অপরিকল্পিত বাড়ি-ঘর নাগরিকদের জনজীবনেও নানা সমস্যা তৈরি করে। এ দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾

"জলে স্থলে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা মানুষের কৃতকর্মেরই ফসল।"[৩০২]

---

২৯৮. নাবাবী, *শারহু সাহীহি মুসলিম*, খ. ৩, পৃ. ১২৯; ইবনু হাজার, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৮৮

২৯৯. কারো কারো মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ নির্দেশ খোলা ময়দানে মল-মূত্র ত্যাগ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ঘরের মধ্যে দেয়াল কিংবা ঐরূপ কোনো আড়াল থাকলে ভিন্ন কথা। তবে অধিকাংশ 'আলিমের মতে, এ বিধান সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। (বিস্তারিতের জন্য দেখুন, নাবাবী, *আল-মিনহাজ শারহু সাহীহি মুসলিম*, (বৈরূতঃ দারু ইহয়াতিত তুরাছিল আরবী, ১৩৯২ হি.), খ. ৩, পৃ. ১৫৪)

৩০০. এ হুকুম মাদীনাবাসীদের জন্য প্রযোজ্য কারণ মদীনা থেকে কাবা শরীফ উত্তর দিকে।

৩০১. বুখারী, *আস-সহীহ*, (অধ্যায় : আবওয়াবুল কিবলাহ, পরিচ্ছেদ : কিবলাতু আহলিল মাদীনাহ্ ওয়া আহলিশ্ শাম ওয়াল মাশরিকি...), হাদীস নং-৩৮৬

৩০২. আল-কুর'আন, ৩০ (সূরা আর-রূম): ৪১

কাজেই এভাবে কোনো বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা সমীচীন নয়, যাতে পরিবেশের ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে কিংবা জনজীবনে কোনো দুর্ভোগ নেমে আসে।

১২. গৃহের আসবাবপত্র

বান্দাহদের ওপর আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত হলো, তিনি তাদের জন্য বাসস্থান তৈরির ব্যবস্থা করে দেয়ার পাশাপাশি এর প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿..... وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾

"....একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ভোগের উপকরণ হিসেবে ভেড়ার পশম, উটের কেশ ও ছাগলের লোম থেকে তোমাদের (ঘর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী) অনেক আসবাবপত্র ও দ্রব্যসামগ্রী বানাবার ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন"[৩০৩]

আয়াতটিতে 'আসবাবপত্র ও দ্রব্যসামগ্রী' বলে ঘরের বিছানাপত্র, ফরাশ, চাদর, গালিচা, কম্বল ও পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে। কাজেই মানুষ ঘরে তার জীবনযাপনকে সহজ ও আরামপ্রদ করার জন্য উপর্যুক্ত আসবাবপত্রসহ আরো যে সকল আসবাবপত্র ও দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করে (যেমন লেপতোষক, বালিশ, গদি, তাকিয়া, চেয়ার-টেবিল, সোফা, খাট, আলমিরা, থালা-বাসন-পাত্র ও অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক জীবনোপকরণসমূহ প্রভৃতি) সবই আল্লাহর দান। এগুলো ব্যবহারে কোনো দোষ নেই, তবে শর্ত হলো, এ সকল আসবাবপত্র ব্যবহারে শারী'আতের কোনো সীমারেখা লঙ্ঘিত হতে পারবে না। যেমন- অপচয় করা, বিলাসিতা ও অহঙ্কার প্রদর্শন এবং বাবুগিরি দেখানো প্রভৃতি। আমরা নিম্নে আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে শারী'আতের কতিপয় নির্দেশনা তোলে ধরছি।

ক. স্বর্ণ-রৌপ্যের আসবাবপত্র ব্যবহার

ক.১. স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র বা বাসন-কোসন ব্যবহার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কারো জন্য জায়িয নয়। রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

... وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ.

"...তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করবে না এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের প্লেটে আহার করবে না। কারণ, এ সব দুনিয়াতে তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং পরকালে আমাদের জন্য।"[৩০৪]

---

৩০৩. আল-কুর'আন, ১৬ (সূরা আন-নাহল): ৮০

৩০৪. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়:আল-আত'ইমাহ, পরিচ্ছেদ: আল-আকলু ফী ইনায়িন মুফাদ্দাদ), হা. নং: ৫১১০; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-লিবাস ওয়ায যীনাত, পরিচ্ছেদ: তাহরীমু ইস্তি'মালি ইনায়িয যাহাব), হা. নং: ৫৫২১

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রৌপ্যের পাত্রে পানকারীদের সম্পর্কে বলেন,

الَّذِى يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

"যে রৌপ্যের পাত্রে পান করে, সে তো তার পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুন ভরে।" [৩০৫]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, নারী-পুরুষ কারো জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা জায়িয নয়; হারাম।[৩০৬] ইমাম নাবাবী [৬৩১-৬৭৬ হি.] (রাহ.) বলেন, স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য হারাম। এ বিষয়ে উম্মাতের নির্ভরযোগ্য 'আলিমগণ সকলেই একমত।[৩০৭]

ক.২. স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভোজন ও পানপাত্র এবং বাসন-কোসনের মতো স্বর্ণ ও রৌপ্যের চামচ, কাঁটা চামচে, কাঁটা ছুরি, আতরদানি, সুরমাদানি, ধূপদানি, তেলদানি, পানদানি, আয়না এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের শলা, যা দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয় প্রভৃতি ব্যবহার করাও জায়িয নয়। আধুনিক কালে অনেক বিত্তশালী লোককে স্বর্ণের কলম, কলমদানি, স্বর্ণের সিগ্রেট লাইটার, সিগ্রেট কেস ও হোল্ডার ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ সব ব্যবহার করা হারাম। ড. ওয়াহ্বাহ আয-যুহাইলী বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ঘড়ি, কলম, লেখার উপকরণাদি, আয়না ও বিবিধ সৌন্দর্যাপকরণ ব্যবহার নিষিদ্ধ।[৩০৮]

ক.৩. স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত পাত্র ও অন্যান্য বস্তু প্রয়োজনে ব্যবহার করতে কোনো দোষ নেই, যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ অতি অল্প হয় এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের অংশটি সরাসরি ব্যবহৃত না হয়। সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

৩০৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়:আল-আশরিবাহ, পরিচ্ছেদ: আনিয়াতুল ফিদ্দাহ), হা. নং: ৫৩১১; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-লিবাস ওয়ায যীনাত, পরিচ্ছেদ: তাহরীমু ইস্তি'মালি ইনায়িয যাহাব), হা. নং: ৫৫০৬
কোনো কোনো সূত্রে হাদীসটি এভাবেও বর্ণিত রয়েছে- إِنَّ الَّذِى يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ ... -" যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে আহার করে বা পান করে, ...।"
(মুসলিম, *আস-সাহীহ,* হা. নং: ৫৫০৮)

৩০৬. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ. ১০, পৃ. ৯৭

৩০৭. নাবাবী, *আল-মিনহাজু শারহু সাহীহি মুসলিম,* খ. ১৪,পৃ. ২৯
তবে হানাফীগণের ফিকহের কিতাবসমূহে এর জন্য يكره (মাকরূহ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁরা খবরে ওয়াহিদের সূত্রে প্রমাণিত নিষেধ বোঝানোর জন্য 'মাকরূহ' পরিভাষা ব্যবহার করেন। আর এ মাকরূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'মাকরূহ তাহরীমী'।

৩০৮. যুহাইলী, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, পৃ. ২৬৩২

أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেয়ালাটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি ফাটাস্থলে একটি রৌপ্যের চেইন লাগিয়ে দিয়েছিলেন।"

রাবী 'আসিম আল-আহওয়াল (রাহ.) বলেন, আমি পেয়ালাটি দেখেছি এবং তা দিয়ে পানিও পান করেছি।[৩০৯] রাবী হুমাইদ (রাহ.) বলেন,

رَأَيْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَدَحًا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ.

"আমি আনাস (রা.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেয়ালাটি দেখেছি। সেখানে রৌপ্যের জোড়া ছিল।"[৩১০]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, ভোজন বা পানপাত্রে রৌপ্যের চেইন বা জোড়া লাগানো জায়িয। বিশিষ্ট হাম্বালী ফাকীহ ইমাম আবুল কাসিম আল-খারাকী [মৃ.৩৩৪ হি.] (রাহ.) বলেন, যদি পাত্রে জোড়া থাকে এবং জোড়াস্থল বাদ দিয়ে অন্য জায়গা দিয়ে পান করা হয়, তা হলে কোনো অসুবিধা নেই। তাঁর এ কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশিষ্ট ফাকীহ ইবনু কুদামাহ আল-হাম্বালী [৫৪১-৬২০ হি.] (রাহ.) বলেন,

"তিনটি শর্তে জোড়া ব্যবহার করা যাবে। এক. জোড়ার পরিমাণ হবে অল্প। দুই. জোড়াটি হবে রৌপ্যের। স্বর্ণ কম হোক বা বেশি সর্বাবস্থায় হারাম। তবে আবূ বাকর আছ-ছায়রাফী (রাহ.)-এর মতে, জোড়ায় অল্প পরিমাণ স্বর্ণের ব্যবহারে দোষ নেই। তিন. এ ব্যবহার নিছক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হতে হবে। যেমন কোনো ফাটায় ব্যবহার করা। তবে কাযী 'ইয়াদ (রাহ.) তৃতীয় শর্তটি বিবেচনা করেন নি। তাঁর মতে, প্রয়োজন ছাড়াও রৌপ্যের জোড়া সম্বলিত পাত্র ব্যবহার করা যাবে, যদি তা পরিমাণে অল্প হয় এবং জোড়ার স্থলটি সরাসরি ব্যবহার করা না হয়। হানাফীগণের মতে, রৌপ্যের জোড়া সম্বলিত পাত্র ব্যবহার করতে অসুবিধা নেই। সা'ঈদ ইবনু যুবাইর, তাউস ও শাফি'ঈ, আবূ ছাওর ও ইবনুল মুনযির (রাহ.) প্রমুখ ইমামগণও এ মত পোষণ করেন। 'আলী ইবনুল হুসাইন, 'আতা ও সালিম (রাহ.) প্রমুখ ইমামগণের মতে, রৌপ্যখচিত পাত্র দিয়ে পানি পান করা মাকরূহ। ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর মতে, সরাসরি জোড়ার স্থানটি ব্যবহার

---

৩০৯. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়:আল-খুমুস, পরিচ্ছেদ: মা যুকিরা মিন দির'ইন নবী সা. ...), হা. নং:২৯৪২

৩১০. আহমাদ, *প্রাগুক্ত,* (মুসনাদ আনাস ইবনু মালিক রা.), হা. নং: ১২৪১১, ১২৫৭৬

করা মাকরূহ। তাই পাত্রের জোড়ার স্থান দিয়ে পান করা যাবে না। কেননা, এমতাবস্থায় তার অবস্থা হবে রৌপ্যের পাত্র দিয়ে পান করার মতো। তাঁর মতে, পেয়ালায় রৌপ্যের হাতল ব্যবহার করা মাকরূহ। কেননা, এর মাধ্যমে যেহেতু পেয়ালাটি ওঠানো হয়, তাই তা সরাসরি কাজে ব্যবহৃত হয়।"[৩১১]

ক. ৪. হানাফীগণের মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত (gold plated & silver plated) পাত্র ব্যবহার করাও বৈধ নয়, যদি তা আগুনের ওপর রাখা হয় এবং তা থেকে কোনো পদার্থ (metal) বের হয়ে আসে। তবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত পাত্র, যদি তা আগুনের ওপর রাখা হয় এবং তা থেকে কোনো পদার্থ বের না হয়, তা হলে ঐরূপ পাত্র ব্যবহার করতে কোনো দোষ নেই।[৩১২]

ক. ৫. স্বর্ণ-রৌপ্যের আসবাবপত্র ব্যবহার করা যেমন জায়িয নয়, তেমনি তা ঘরে সৌন্দর্যের জন্য কিংবা সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবে সাজিয়ে রাখা ও জমা করে রাখাও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কারো জন্য জায়িয নয়।[৩১৩] এ ক্ষেত্রে শারী'আতের প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো- .ما حرم استعماله حرم اتخاذه -"যা ব্যবহার করা হারাম তা গ্রহণ করা, জমা করে রাখাও হারাম।"[৩১৪] ইমাম নাবাবী (রাহ.) বলেন,

وأما اتخاذ هذه الاوانى من غيراستعمال فللشافعى والأصحاب فيه خلاف والأصح تحريمه والثانى كراهته.

"এ সকল পাত্র ব্যবহার ব্যতীত জমা করে রাখার ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ ও তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের বিশুদ্ধতম অভিমত হলো- এ সকল পাত্র সাজিয়ে রাখাও হারাম। আর দ্বিতীয় মতটি হলো, (হারাম নয়; বরং) মাকরূহ।"[৩১৫]

খ. ধাতব বস্তু ও দামী পাথরের আসবাবপত্র ব্যবহার

স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য যে কোনো ধাতব বস্তুর (যেমন সীসা, পিতল, লোহা, তামা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি) কিংবা কোনো দামী পাথরের (যেমন- জমরুদ, ইয়াকুত, নীলা ও আকীক পাথর প্রভৃতি) বা কাঁচের তৈরি আসবাবপত্র ব্যবহারে

৩১১. ইবনু কুদামাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১০, পৃ. ৩৪০
৩১২. 'আইনী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩০, পৃ. ৩৮৬
৩১৩. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৮১
৩১৪. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযা'য়ির*, (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.), পৃ. ১৫০
৩১৫. নাবাবী, *আল-মিনহাজু শারহু সাহীহি মুসলিম*, খ. ১৪, পৃ. ৩০

কোনো দোষ নেই। এ বিষয়ে ইসলামী শারী'আতে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসে নি। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ...

"একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তাঁর খিদমতে পিতলের পাত্রে কিছু পানি বের করে দিলাম। তিনি তা দিয়ে ওযু করলেন। ..."[৩১৬]

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনতু জাহ্শ (রা.) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ.

"রাসূলুল্লাহ সা. পিতলের পাত্রে ওযু করতেন।"[৩১৭]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, ওযু ইত্যাদির কাজে পিতলের পাত্র ব্যবহার করতে কোনো দোষ নেই।

গ. রেশমের তৈরি চাদর, পর্দা, মশারী, গালিচা ও লেপ প্রভৃতি আসবাবপত্র ব্যবহার করা

গ. ১. রেশমী বস্ত্র পোশাক হিসেবে এর ব্যবহার পুরুষদের জন্য হারাম[৩১৮] এবং মহিলাদের জন্য জায়িয। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ .

"রেশমের পোশাক ও সোনার জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের ওপর হারাম করা হয়েছে। আর এগুলো তাদের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"[৩১৯]

---

৩১৬. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়: ওযু, পরিচ্ছেদ: আল-গুসলু ওয়াল ওদু ফিল মিখদাব...), হা. নং: ১৯৪

৩১৭. আহমাদ, *প্রাগুক্ত,* (হাদীসু যায়নাব বিনতু জাহ্শ রা.), হা. নং: ২৬৭৫৩

পুরুষদের জন্য রেশমী বস্ত্র দুটি কারণে হারাম করা হতে পারে। এক. মানুষকে তার মহান নৈতিক লক্ষ্য দৃষ্টে কঠিন শ্রমাশ্রয়ী এবং সদাসর্বদা সংগ্রামী জীবন যাপন করতে বাধ্য মনে করা হয়েছে। সুতরাং বিলাস-ব্যসন ও কেতাদুরস্ত জীবনকে শ্রম-সাধনার স্পৃহার পরিপন্থী গণ্য করা হয়েছে। দুই. ইসলামের সর্বজনীন সাম্যের দৃষ্টিকোণে পোশাকের সে মানকে পছন্দ করা হয়েছে, যা একজন সাধারণ মানুষের জন্যেও হয় সহজলভ্য। তা ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান রেশমী কাপড়ের ব্যবহারকে পুরুষের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণ করেছে। (আহমদ আলী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক, পর্দা ও সাজসজ্জা,* চট্টগ্রাম: রিলেটিভ পাবলিকেশন্স, ২০১৩, পৃ. ৩১)

৩১৯. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ: আল-হারীর ওয়ায যাহাব), হা,নং: ১৭২০ নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আয-যীনাত, পরিচ্ছেদ: তাহরীমু লুবসিয যাহাব), হা. নং: ৫২৬৫

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন,

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

"তোমরা রেশম পরো না। কারণ, দুনিয়াতে যে রেশম পরলো, আখিরাতে সে তা পরতে পারবে না।"[৩২০]

গ. ২. হানাফী ইমামগণের মতে- বিশেষ প্রয়োজনে যেমন কোনো ব্যথা সারানো বা চর্মরোগের নিরাময় হিসেবে[৩২১] অথবা সাধারণভাবে অনূর্ধ্ব চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়িয আছে। যেমন জামার মধ্যে ঝালর বা পাড় লাগান হয়।[৩২২] 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তবে এই পরিমাণ। (এই কথা বলে) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুলীদ্বয়কে একত্রে মিলিয়ে ওপর দিকে উঠিয়ে ইশারা করলেন।[৩২৩] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুলের অধিক পরিমাণ রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।[৩২৪] সাইয়িদুনা আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুবায়র (রা.) ও 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা.)কে তাঁদের উভয়ের খোস-পাঁচড়ার জন্য রেশম পরিধান

---

৩২০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আল-লিবাস, পরিচ্ছেদঃ লুবসুল হারীর...), হা. নংঃ ৫৪৯৫; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ, পরিচ্ছেদঃ তাহরীমু ইস্তি'মাল ইনা'য়িয যাহাব), হা. নংঃ ৫৫৩১

৩২১. হানাফীগণের মতে- এমতাবস্থায় রেশম মিশ্রিত কাপড় পরা জায়িয, যদিও রেশমের ভাগ বেশি হয়। তবে পুরো খাঁটি রেশমের কাপড় পরা জায়িয নেই। তবে ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর মতে, এমতাবস্থায় পুরো খাঁটি রেশমের কাপড় পরা জায়িয রয়েছে।

৩২২. 'আস্‌সাফ , আহমদ মুহাম্মাদ, *আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম,* (বৈরূত : দারু ইহ্‌য়া'য়িল 'উলূম, ১৯৮৮), পৃ. ৫৪৫; তাহমায, *প্রাগুক্ত,* খ. ৫, পৃ. ৩৪৬

৩২৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আল-লিবাস, পরিচ্ছেদঃ লুবসুল হারীর...), হা. নংঃ ৫৪৯২; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ, পরিচ্ছেদঃ তাহরীমু ইস্তি'মাল ইনা'য়িয যাহাব), হা. নংঃ ৫৫৩৪

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَصَفَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ.

৩২৪. মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়ঃ, পরিচ্ছেদঃ তাহরীমু ইস্তি'মাল ইনা'য়িয যাহাব), হা. নংঃ ৫৫৩৮

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.

করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৩২৫] সাহীহু মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে: "তাঁরা উভয়ে উকুনের অভিযোগ করেছিলেন[৩২৬], তাই তিনি তাঁদেরকে রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি দেন।"[৩২৭] তা ছাড়া কাপড়ের বানা (প্রস্থ) যদি সূতার হয় এবং তানা (দৈর্ঘ্য) রেশমের হয়, হানাফীগণের মতে- তা সর্ব অবস্থায় ব্যবহার করা জায়িয আছে।[৩২৮] কেননা কাপড়ের মূল ভিত্তি হল বানা। আর বানা থাকে কাপড়ের সামনে, তানা থাকে ভেতরে। তাই যে কাপড়ের বানা সূতার হবে আর তানা হবে রেশমের, তাতে বাহ্যত রেশমের ঔজ্জ্বল্য বাইর থেকে দেখা যাবে না। কেননা এমতাবস্থায় রেশম ভেতরে লুকায়িত থাকে। তাই এ ধরনের কাপড় পরতে কোনো দোষ নেই। অপরদিকে যে কাপড়ের বানা হবে রেশমের আর তানা হবে সূতার, তার বাহ্যিক রূপ রেশমী কাপড়ের মতোই হবে। তাই এ ধরনের কাপড় পরা যে কোনো অবস্থাতেই জায়িয হবে না।[৩২৯]

গ. ৩. রেশমের তৈরি বস্ত্রকে ঘরের ফরাশ, বিছানার চাদর, তাকিয়া, বালিশ, লেপ ও দরজা-জানালার পর্দারূপে ব্যবহার করা জায়িয নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

---

৩২৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়: আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ: মা ইয়ুরাখ্‌খাসু লির-রিজালি...), হা. নং: ৫৫০১; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়:, পরিচ্ছেদ: ইবাহাতু লুবসিল হারীর...), হা. নং: ৫৫৫২

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- - أَوْ رُخِّصَ - لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِى لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

৩২৬. গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সুতী কাপড়ের জামায় একপ্রকার উকুন জন্ম নেয়, যা শরীরের রক্ত চোষে। এর ফলে খোস-পাঁচড়ার সৃষ্টি হয়। রেশম গরম জাতীয় পোশাক। এর ব্যবহারে উকুন দূরীভূত হয়। এ জন্য ঔষধ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে রেশমী জামা পরার অনুমতি দেন।

৩২৭. মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়:, পরিচ্ছেদ: ইবাহাতু লুবসিল হারীর...), হা. নং: ৫৫৫৪

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِى قُمُصِ الْحَرِيرِ فِى غَزَاةٍ لَهُمَا.

৩২৮. *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ,* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯১), খ. ৫, পৃ. ৩৩১; থানভী, মাওলানা আশরাফ আলী, *বেহেশতী জেওর,* (অনু.: মাওঃ আবুল খায়ের মো. ছিদ্দিক, ঢাকা: সালমা বুক ডিপো, ১৯৯৯), খ. ৩, পৃ. ২৭৯

৩২৯. 'উছমানী, মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী, *দারসে তিরমিযী,* (দেওবন্দ: মাকতাবায়ে থানবী, ১৯৯৯), খ. ৫, পৃ. ৩৩০

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে মোটা ও মিহি রেশমের বস্ত্র পরতে এবং এর ওপর বসতে নিষেধ করেছেন।"[৩৩০]

এ হাদীসের প্রেক্ষিতে ইসলামী আইনবিদগণ বলেন, রেশমের বস্ত্রের ওপর বসা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি রেশমের বস্ত্র থেকে ঘরে অন্যান্য উপকার অর্জন ও ব্যবহারও নিষিদ্ধ। যেমন-

❖ হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ (রাহ.) প্রমুখের মতে, রেশমের বস্ত্রের ওপর হেলান দেয়া, বসা ও ঘুমানো মাকরূহ। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ (রাহ.)-এর মতে, মাকরূহ নয়। কিন্তু সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, রেশমের বস্ত্র দিয়ে তৈরি লেপ ব্যবহার করা জায়িয নয়। কেননা লেপের ব্যবহার প্রকারান্তরে তা পরিধান করার নামান্তর। আর রেশমের বস্ত্র পরা সর্বসম্মত মতানুযায়ী নিষিদ্ধ।[৩৩১]

❖ শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণের মতে- পরিধান, উপবেশন, হেলান ও আবৃতকরণ প্রভৃতি কাজে রেশমের ব্যবহার পুরুষদের জন্য হারাম। অনুরূপভাবে ঘরের পর্দা ও অন্যান্য কাজেও রেশমের ব্যবহার নিষিদ্ধ।[৩৩২]

❖ হাম্বালীগণের মতে, রেশমকে ফরাশরূপে ব্যবহার করা হারাম। অনুরূপভাবে রেশমের বস্ত্রে বসা, হেলান দেয়া ও শোয়া এবং তা ঘরে ঝুলানো ও দেওয়ালে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করা হারাম। অর্থাৎ পুরুষের জন্য রেশমের ব্যবহার সর্বাবস্থায় হারাম।[৩৩৩]

❖ অধিকাংশ মালিকীগণের মতে, রেশমের যে কোনো ব্যবহার রেশমের বস্ত্র পরিধান করার হুক্মের পর্যায়ভুক্ত।[৩৩৪]

গ. ৪. হানাফী ইমামগণের মতে- মশারী ও শিশুদের দোলনার ঝাঁপ রেশমের হলে কোনো অসুবিধা নেই। তাঁদের কথা হলো- দোলনার ঝাঁপরূপে ব্যবহৃত রেশমের চাদর পরিধানের পর্যায়ে পড়ে না। আর মশারী দেখতে ঘরের মতোই।[৩৩৫] তবে অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতে, রেশমের এরূপ ব্যবহারও জায়িয নয়।

---

৩৩০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়: আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ: ইফতিরাশুল হারীর), হা. নং: ৫৪৯৯

৩৩১. কাসানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ১৩১; নিযাম ও অন্যান্য, *আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ,* (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯১),খ. ৫, পৃ. ৩৩১

৩৩২. নাবাবী, ইয়াহয়া ইবনু শারফ, *আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব,* (বৈরূত: দারুল ফিকর), খ. ৪, পৃ. ৪৩৫

৩৩৩. বুহুতী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৮১

৩৩৪. রু'আইনী, আল-হাত্তাব, *মাওয়াহিবুল জালীল,* (দারু 'আলামিল কিতাব, ২০০৩), খ. ২, পৃ. ১৯০

৩৩৫. নিযাম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৩১

গ. ৫. অধিকাংশ ফাকীহের মতে, রেশমের ঝালর বা পাড়যুক্ত জামা পরিধান করা জায়িয। কেননা সাধারণত এরূপ জামা অহঙ্কার ও বড় মানুষী দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয় না।[৩৩৬] অনুরূপভাবে রেশমের পাড়যুক্ত বিছানাপত্র ও বালিশ ব্যবহার করাও জায়িয। তবে মালিকীগণের মতে, যে কোনো ব্যবহার, চাই তা ভেতরে থাকুক, কিংবা পাড় লাগানো হোক অথবা নকশার কাজে ব্যবহার করা হোক- জায়িয নয়। কিন্তু কাযী আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী আল-মালিকী [৪০৩-৪৭৪ হি.] (রাহ.) বলেন, এ হুকম তখনই প্রযোজ্যই হবে, যদি রেশমের পরিমাণ বেশি হয়।[৩৩৭]

গ. ৬. ঘরের দরজা-জানালা ও দেওয়ালসমূহে রেশমের তৈরি পর্দা টাঙানো জায়িয নয়। এটা হাম্বালী ও শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণের অভিমত।[৩৩৮] হানাফীগণের মতে, ঘরের দরজায় রেশমের তৈরি পর্দা টাঙাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ (রাহ.) প্রমুখের মতে, তা মাকরূহ।[৩৩৯] মালিকীগণের মতেও, রেশমী বস্ত্রকে পর্দারূপে টাঙাতে কোনো অসুবিধা নেই।[৩৪০]

আমরা মনে করি যে, যেহেতু সাধারণভাবে অনূর্ধ্ব চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়িয আছে (যেমন ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে), তাই এর ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, যে সব পর্দার কাপড় রেশম ও অন্য সূতা দ্বারা প্রস্তুতকৃত, তা ব্যবহার করতে কোনো দোষ নেই, তবে শর্ত হলো পুরো পর্দার মধ্যে কিংবা এর পাড় বা নকশার মধ্যে রেশমের পরিমাণ চার আঙ্গুল অতিক্রম করতে পারবে না।

গ. ৭. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রেশমী বস্ত্র পরিধান করার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিধানগত পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ তা নারীর জন্য জায়িয এবং পুরুষের জন্য হারাম। কিন্তু পরিধান ব্যতীত অন্যান্য কাজে (যেমন- বসা, শোয়া ও হেলান দেওয়া প্রভৃতিতে) রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিধানগত পার্থক্য আছে কি-না? এ বিষয়ে ইমামগণের বিভিন্ন মত

---

৩৩৬. তবে ফাকীহ ইবনু কুদামাহ আল-হাম্বালী (রাহ.) এরূপ জামা পরতেও নিষেধ করেন। (ইবনু কুদামাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫৯০)

৩৩৭. নাবাবী, *আল-মাজমূ'*, খ. ৪,পৃ. ৪৩৫; ইবনু কুদামাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫৯০; রু'আইনী, *মাওয়াহিবুল জালীল*, খ. ২, পৃ. ১৯০

৩৩৮. বুহুতী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৮১; নাবাবী, *আল-মাজমূ'*, খ. ৪, পৃ. ৪৩৫

৩৩৯. নিযাম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৩১

৩৪০. রু'আইনী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯০

পরিলক্ষিত হয়। কারো কারো মতে, পরিধান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নেই। অর্থাৎ পুরুষদের জন্য যেমন তা না-জায়িয, তেমনি নারীদের জন্যও না-জায়িয। হাফিয ইবনু হাজার আল-'আসকালানী (রাহ.) এ মতের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

> "যাঁদের মতে নারীদের জন্য রেশমের (পরিধান ব্যতীত) বিবিধ ব্যবহার নিষিদ্ধ, তাঁরা মূলত স্বর্ণের পাত্রের ব্যবহারের ওপর কিয়াসকেই দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নারীদের জন্য স্বর্ণের অলঙ্কার ব্যবহার করা জায়িয; কিন্তু স্বর্ণের পাত্র ব্যবহার করা জায়িয নয়। অনুরূপভাবে রেশম পরিধান করা তাদের জন্য জায়িয হবে; কিন্তু অন্যান্য ব্যবহার জায়িয হবে না।"[৩৪১]

বিশিষ্ট ফাকীহ মুহাম্মাদ আল-খাতীব আশ-শারবীনী (রাহ.) বলেন,

> "বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, রেশমকে ফরাশরূপে ব্যবহার করা নারীর জন্যও হারাম। কেননা এতে সম্পদের অপচয়ও হয় এবং বড় মানুষী প্রদর্শনের মনোবৃত্তিও থাকে। পরিধানের ব্যাপারটি এর ব্যতিক্রম। কেননা, রেশমী বস্ত্র পরিধানে নারীকে সুন্দর দেখায়। এতে তার প্রতি স্বামীর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে অপর একটি মত হলো, রেশমকে ফরাশরূপে ব্যবহার করা নারীর জন্য জায়িয। ইমাম নাবাবী (রাহ.) এ মতকে বিশুদ্ধতম বলে উল্লেখ করেছেন।"[৩৪২]

মালিকীগণের মতে, নারীদের জন্য রেশমী বস্ত্রের বিবিধ ব্যবহার (যেমন বসা, শোয়া ও হেলান দেওয়া প্রভৃতি) জায়িয। তাঁরা আরো মনে করেন যে, নারীদের জন্য যা জায়িয, তা তাদের অনুষঙ্গী হিসেবে স্বামীদেরও জন্য জায়িয হবে। কাজেই স্ত্রীর অনুষঙ্গী হিসেবে স্বামীর জন্য রেশমের ওপর বসা জায়িয হবে। তবে স্ত্রীর অনুষঙ্গী হিসেবে পুরুষের জন্য রেশমের বিছানা ও লেপ ব্যবহার করা জায়িয হবে না। কেউ কেউ এ কথার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে- 'স্বামী রেশমের বিছানায় গমন করবে না, যে যাবত না তার স্ত্রী সেখানে গমন করবে আর স্ত্রীর বিছানা ত্যাগের পর'সে আর সেখানে অবস্থান করবে না।'[৩৪৩]

ঘ. ক্রুস চিহ্নিত এবং মানুষ বা জীবজন্তুর চিত্রাঙ্কিত কিছু ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

ক্রুস চিহ্নযুক্ত বা ক্রুসের আকৃতিতে ডিজাইনকৃত কোনো বস্তু ঘরে রাখা ও ব্যবহার করা জায়িয নয়। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

---

৩৪১. ইবনু হাজার, *প্রাগুক্ত*, খ. ১০, পৃ. ২৯২

৩৪২. শারবীনী, মুহাম্মাদ আল-খাতীব, *মুগনিউল মুহতাজ*, (বৈরূত: দারুল ফিকর), খ. ১, পৃ. ৩০৬

৩৪৩. রু'আইনী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২,পৃ. ১৯০-১

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا نَقَضَهُ.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরের এমন কিছুই না ভেঙ্গে ছাড়তেন না, যাতে ক্রুস চিহ্ন থাকতো।"[৩৪৪]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, ক্রুস চিহ্নযুক্ত বা ক্রুসের আকৃতিতে ডিজাইনকৃত যে কোনো বস্তু (যেমন- ঘরের পর্দা, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি) ব্যবহার করা জায়িয হবে না। তদ্রূপ কুফ্র ও শির্ক কিংবা কাফিরদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত যে কোনো চিহ্ন সম্বলিত বস্তু ব্যবহার করাও জায়িয হবে না। এ ধরনের কোনো বস্তু মুসলিমদের ব্যবহার করতে হলে হয়তো চিহ্নযুক্ত স্থানটি কেঁটে ফেলতে হবে অথবা মুছে ফেলতে হবে অথবা শারী'আতসম্মত উপায়ে নতুনভাবে তৈরি করে নিতে হবে।

অনুরূপভাবে মানুষ কিংবা অন্য কোনো জীবজন্তুর চিত্রসম্বলিত কোনো বস্তু ব্যবহার করাও জায়িয নয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে জীবজন্তুর চিত্র অঙ্কন করতে নিষেধ করেছেন। ঐ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষ ও জীব-জন্তুর চিত্র সম্বলিত যে কোনো বস্তু ব্যবহার করা জায়িয হবে না।

উল্লেখ্য যে, জীবজন্তুর চিত্রসম্বলিত বস্তু ব্যবহার করা যেমন জায়িয নয়, তেমনি মানুষ কিংবা যে কোনো জন্তুর আকৃতিতে তৈরি বস্তু ব্যবহার করাও জায়িয হবে না। কারণ, এ অবস্থায় বস্তুটি হয়তো মূর্তি কিংবা শরীরী চিত্রে পরিণত হবে, যা তৈরি করা ও ব্যবহার করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

ঙ. খেলাধুলার সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র

ঘরে অবৈধ খেলাধুলার যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র রাখা ও ব্যবহার করা জায়িয নয়। অনুরূপভাবে বাদ্যযন্ত্র রাখা ও ব্যবহার করাও জায়িয নয়; হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

"এক শ্রেণির লোক আছে, যারা অবান্তর কথাবার্তা খরিদ করে, যাতে করে তারা অজ্ঞতার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে (মানুষদেরকে) দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। তারা একে হাসি, বিদ্রূপ, তামাশা হিসেবেই গ্রহণ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।"[৩৪৫]

---

৩৪৪. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (অধ্যায়: আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ: নাকযুয সুওয়ার), হা. নং: ৫৬০৮; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত* (অধ্যায়: আল-লিবাস, পরিচ্ছেদ:) হা. নং: ৩৬২১

৩৪৫. আল-কুর'আন, ৩১ (সূরা লুকমান): ৬

অধিকাংশ মুফাসসিরের দৃষ্টিতে, আয়াতটিতে لَهْوَ الْحَدِيث দ্বারা গান, বাদ্যযন্ত্র, খেলাধুলা ও অনর্থক কিস্‌সা-কাহিনীসহ যে সব কিছু মানুষকে আল্লাহর 'ইবাদাত ও যিকর থেকে গাফিল করে, সে সবকেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, যে সব বস্তুতে কোনো পার্থিব বা দীনী উপকারিতা নেই, সে সব কিছু নিন্দনীয় এবং এ জাতীয় কোনো কিছু ক্রয় করা, ব্যবহার করা ও ঘরে রাখা প্রভৃতি জায়িয নয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শারী'আতের একটি মূলনীতি হলো, যে সকল জিনিস ব্যবহার করা হারাম, তা রাখাও হারাম। বলাই বাহুল্য, ইসলামের দৃষ্টিতে গান গাওয়া ও শোনা দুটিই জায়িয নয়[৩৪৬], কাজেই ঘরে গানের যন্ত্রপাতি (যেমন ঢোল, তবলা, পাখোয়াজ, ধামসা, করতাল, মন্দিরা, সেতার, বেহালা, গিটার, সারেঙ্গি, এসরাজ, বীণা, তানপুরা, একতারা, দোতারা, বাঁশি, সানাই, শিঙা, ক্ল্যারিনেট ও হারমোনিয়াম ইত্যাদি) রাখাও জায়িয হবে না, যদিও তা গানের কাজে ব্যবহার করা না হয়। রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে উম্মাতকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। যেমন সাইয়্যিদুনা আবূ 'আমির অথবা আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَام يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِير وَالْخَمْر وَالْمَعَازِف.

"আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী বস্ত্র, মাদক দ্রব্য ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।..."[৩৪৭]

---

৩৪৬. তবে কেউ যদি একান্তে একাকিত্ব কাটানোর জন্য বা সফরের ক্লান্তি বা ভারী বোঝা বহনের কষ্ট লাঘব করার জন্য অথবা শিশুদের মনোতুষ্টির জন্য বা অবসর সময়ে মানসিক ও ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য গান গায়, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৪, পৃ. ৯২ - ৪) তবে শর্ত হলো গানের কথা অশ্লীল কিংবা ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী হতে পারবে না এবং কোনো বাদ্যযন্ত্র থাকবে না। তা ছাড়া বিয়ের সময় ও 'ঈদের দিনগুলোতে ছোট বালক-বালিকাদের জন্য গান গেয়ে আমোদ-প্রমোদ করতেও কোনো অসুবিধা নেই। তারা ইচ্ছে করলে এর সাথে দুফ (খঞ্জরী)ও বাজাতে পারে। কোনো কোনো হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। (দ্র. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (অধ্যায়ঃ সালাতুল আল-'ঈদায়ন), হা. নংঃ ৯০৯; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়ঃ সালাতুল 'ঈদায়ন), হা. নংঃ ২০৯৮; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়ঃ আন-নিকাহ), হা. নংঃ ৩৩৮৩; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (অধ্যায়ঃ আন-নিকাহ), হা. নংঃ ১০৮৯; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (অধ্যায়ঃ আন-নিকাহ), হা. নংঃ ২৭৫২)

৩৪৭. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (অধ্যায়ঃ আল-আশরিবাহ, পরিচ্ছেদঃ মান ইয়াস্তাহিল্লুল খামরা...), হা. নংঃ ৫২৬৮

আবূ মালিক আল-আশ'আরী (রা.) থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন,

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ.

"আমার উম্মাতের কিছু লোক মাদক দ্রব্য সেবন করবে এবং এর নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখবে। তাদের মাথার ওপরে বাজনা বাজানো হবে এবং গায়িকারা গান পরিবেশন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেবেন। তাদের মধ্য থেকে অনেককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।"[৩৪৮]

'ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ.-"এই উম্মাতের মধ্যে ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি রয়েছে।" এমন সময় জনৈক মুসলিম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটি কখন ঘটবে? তিনি বললেন,

إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ.

"যখন গায়িকাদের সংখ্যা ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যাবে এবং মাদকদ্রব্য সেবন ব্যাপকতা লাভ করবে।"[৩৪৯]

সাইয়্যিদুনা আবূ উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَأَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ.

"আমার রাব্ব আমাকে গান-বাজনার যন্ত্রপাতি ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩৫০]

এ ধরনের আরো বহু হাদীস বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে।
এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, ইসলামে গান-বাজনা করা নিষিদ্ধ। জুমহুর ইমামগণের দৃষ্টিতে, গান-বাজনা করা ও শোনা হারাম বা মাকরূহ (তাহরীমী)। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) গান-বাজনাকে মাকরূহ[৩৫১] মনে করতেন। ইব্রাহীম

---

৩৪৮. ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়ঃ আল- ফিতান, পরিচ্ছেদঃ আল-'উকূবাত), হা. নংঃ ৪০২০
৩৪৯. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়ঃ আল-ফিতান, পরিচ্ছেদঃ 'আলামাতু হুলিলিল মাসখ ওয়াল খাসফ), হা. নংঃ ২২১২
ইবনু হিব্বান তাঁর *সাহীহ* (অধ্যায়ঃ আত-তারীখ, হা. নংঃ ৬৭৫৯)-এর মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকেও অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত নকল করেছেন।
৩৫০. আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নংঃ ২২৩০৭;তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নংঃ ৭৮০৩
৩৫১. এখানে 'মাকরূহ' দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য। বিশিষ্ট মুফাসসির আলূসী (রাহ.) বলেন, পূর্ববর্তী আলিমগণ অধিকাংশ সময় মাকরূহ বলে হারাম বোঝাতেন। (আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৫, পৃ. ৪১১)

আন-নাখ'ঈ [৪৬-৯৬ হি.], 'আমির আশ-শা'বী [১৯-১০৩ হি.], সুফইয়ান আছ-ছাওরী [৯৭-১৬১ হি.] ও হাম্মাদ [মৃ.১৬৭ হি.] (রাহ.) প্রমুখ বিশিষ্ট ইমাম ও মুহাদ্দিসগণও, এমনকি কূফা ও বাসরার সকল ইমামই এ মত পোষণ করতেন। অধিকাংশ হানাফী মতাবলম্বী ইমামগণ এ ব্যাপারে বেশ কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের অনেকের মতে, গান বাজনা করা ও শোনা হারাম। তাঁদের কোনো কোনো কিতাবে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে,

اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي مَعْصِيَةٌ وَالْجُلُوسُ عليها فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا كُفْرٌ.

"গান-বাজনা শোনা গুনাহের কাজ, গান-বাজনার আসরে বসা ফাসিকী এবং গান-বাজনা থেকে স্বাদ আস্বাদন করা কুফরী।"[৩৫২]

একবার ইমাম মালিক [৯৩-১৭৯ হি.] (রাহ.) থেকে জানতে চাওয়া হয় যে, মাদীনাবাসী কোন্ ধরনের গান করার অনুমোদন দিয়েছেন? তখন তিনি জবাব দেন, إِنَّمَا يَفْعَلُهُ عِنْدَنَا الْفُسَّاقُ.-"এ কাজ তো আমাদের সমাজে কেবল পাপিষ্ঠ লোকেরাই করে থাকে।" তিনি গান গাওয়া ও শোনা থেকে নিষেধ করতেন। ইমাম শাফি'ঈ [১৫০-২০৪ হি.] (রাহ.) বলেন,

إنَّ الْغِنَاءَ لَهْوٌ مَكْرُوهٌ يُشْبِهُ الْبَاطِلَ وَالْمُحَالَ , مَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْهُ فَهُوَ سَفِيهٌ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ .

"গান অমূলক ও বাজে বিষয়গুলোর মতো একটি অবাঞ্ছনীয় বিনোদন। যে বেশি গান করে সে নির্বোধ। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।"[৩৫৩]

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শায়খ আবূ ইসহাক [মৃ. ৩৪০ হি.], কাযী আবুত তাইয়িব আত-তাবারী [৩৪৮-৪৫০ হি.] ও ইবনুস সাব্বাগ [৪০০-৪৭৭ হি.] (রাহ.) প্রমুখের মতে, গান-বাজনা করা হারাম।[৩৫৪] অধিকাংশ হাম্বালীগণের মতেও, গান-বাজনা হারাম। একবার ইমাম আহমাদ [১৬৪-২৪১ হি.] (রাহ.) থেকে তাঁর ছেলে গান শোনার হুক্‌ম জানতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি জবাব দেন, الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني.-"গান অন্তরে মুনাফিকীর জন্ম দেয়। তাই তা আমার পছন্দনীয় নয়।" এরপর তিনি ইমাম মালিক (রা.)-এর উপর্যুক্ত মন্তব্যটি

---

৩৫২. হানাফী মাযহাবের গ্রন্থসমূহে উপর্যুক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তব্যরূপে বর্ণিত রয়েছে। (ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৮, পৃ. ২১৫; হাসফাকী, *আদ-দুররুল মুখতার*, খ. ৬, পৃ. ৩৪৯) কিন্তু আমি কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থে কথাটি খুঁজে পাই নি।

৩৫৩. আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৫, পৃ. ৪১১; ইবনুল হাজ্জ, *আল-মাদখাল*, (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৮১), খ. ৩, পৃ. ১৮৪; সাফারীনী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১২৫

৩৫৪. আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৫,পৃ. ৪১১; সাফারীনী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১,পৃ. ১২৫

(অর্থাৎ এটা পাপিষ্ঠ লোকদেরই কাজ) উল্লেখ করেন।[৩৫৫] বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনুস সালাহ [৫৭৭-৬৪৩ হি.] (রাহ.) এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার পর শেষে এভাবে মন্তব্য করেন-

فإذن هذا السماع حرام بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين.

"অতএব, গান শোনা বিশিষ্ট বিজ্ঞজনদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী হারাম।"[৩৫৬]

ইসলামী শারী'আতে কয়েকটি খেলা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। যেমন দাবা ও পাশা।[৩৫৭] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

"যে পাশা খেলে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে।"[৩৫৮]

অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.

"যে ব্যক্তি পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শূকরের গোশত ও রক্তে রঞ্জিত করে।"[৩৫৯]

'আবদুল্লাহ ইবনু নাফি' (রাহ.) দাবা ও পাশা খেলা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,

مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ عُلَمَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُهَا.

"আমি আমাদের আলিমদের মধ্যে একজনকেও এ খেলাগুলো জায়িয বলতে দেখি নি। তাঁরা এ খেলাগুলোকে মাকরূহ জানতেন।"[৩৬০]

অনুরূপভাবে যে সব খেলা হারাম ও গুনাহ কাজে লিপ্ত করে দেয় (যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতের সকল প্রকার খেলা), তাও হারাম। তা ছাড়া যে সব খেলায় কোনো দীনী বা পার্থিব উপকারিতা নেই, উপরন্তু তা দীনী ও পার্থিব দায়িত্ব পালন থেকে গাফিল করে রাখে তাও জায়িয নয়। কাজেই এ সব খেলার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা ও ঘরে রাখাও জায়িয হবে না। তবে যে সব খেলা শারীরিক

---

৩৫৫. আলূসী, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৫, পৃ. ৪১১; 'আযীমাবাদী, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৩, পৃ. ১৮৭

৩৫৬. আলূসী, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৫, পৃ. ৪১১

৩৫৭. ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রা'য়িক,* (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ), খ. ৮, পৃ. ২৩৫-৬

৩৫৮. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আন-নাহয়ু 'আনিল লা'বি বিন নারদি), হা. নং: ৪৯৪০

৩৫৯. মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আশ-শি'র, পরিচ্ছেদ: আত-তাহরীমুল লা'বি বিন-নারদিশীর), হা. নং: ৬০৩৩; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আন-নাহয়ু 'আনিল লা'বি বিন নারদি), হা. নং: ৪৯৪১

৩৬০. আলূসী, *প্রাগুক্ত,* খ. ১৫, পৃ. ৪১১

ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অথবা অন্য কোনো দীনী বা পার্থিব উপকারিতা লাভের জন্য অথবা ন্যূনপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য খেলা হয় (যেমন দৌড় প্রতিযোগিতা, সাঁতার কাটা, ভার উত্তোলন, লক্ষ্য ভেদ করা ও অশ্বারোহন প্রভৃতি), সে সব খেলা শারী'আত অনুমোদন করে। এসব খেলা খেলতে কোনো অসুবিধা নেই, যদি তাতে শারী'আতের সীমারেখা লঙ্ঘন করা না হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। আর দীনী প্রয়োজনের নিয়্যাতে খেলা হলে তাতে ছাওয়াবও পাওয়া যাবে। কাজেই এ সব খেলার সরঞ্জামাদি ঘরে রাখতে কোনো অসুবিধা নেই।

চ. শিশুদের খেলনাসামগ্রী

ঘরে শিশুদের খেলনাসামগ্রী (যেমন- গাড়ি, হাঁড়িপাতিল ও পুতুল প্রভৃতি) রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। শিশুরা এ সব সামগ্রী নিয়ে খেলতে পারে। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) বলেন,

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي.

> **"আমি** রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমার কিছু সখীও ছিল। তারা আমার সাথে খেলতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ঘরে আসতেন, তখন তারা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে যেতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে আমার কাছে পাঠাতেন, তারা আবার আমার সাথে খেলতো।"[৩৬১]

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, তাঁর ঘরের খোপের মধ্যে একটি পর্দা ছিল। সেখানে তিনি কয়েকটি পুতুল রেখেছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক যুদ্ধ থেকে আসলেন। এ সময় হঠাৎ বাতাসে খোপ থেকে পর্দাটি সরে গেল এবং পুতুলগুলো দেখা যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়িশা! এগুলো কী? তিনি জবাব দিলেন, "এগুলো আমার পুতুল।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুতুলগুলোর মধ্যে টুকরো কাপড় দিয়ে তৈরি দু ডানা বিশিষ্ট একটি ঘোড়া দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এ আবার আমি কী জিনিস দেখছি!" 'আয়িশা (রা.)

---

৩৬১. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আল-আদাব, পরিচ্ছেদঃ আল-ইনবিসাত ইলান নাস), হা. নং: ৫৭৭৯

বললেন, ঘোড়া। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তা হলে এগুলো কী?" 'আয়িশা (রা.) বললেন, "এগুলো দুটি ডানা।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, .فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَان -" ঘোড়াতে কী দুটি ডানা থাকে?" 'আয়িশা (রা.) বললেন, أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ -"আপনি কী শোনেন নি যে, সুলাইমান ('আলাইহিস সালাম)-এর ঘোড়াগুলোতে ডানা ছিল?" 'আয়িশা (রা.) বললেন, "এ কথা শোনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবে হাসলেন যে, আমি তাঁর পেষক দন্তগুলো দেখতে পেয়েছি।"[৩৬২]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) তাঁর সখীদেরকে নিয়ে যে পুতুলগুলো নিয়ে খেলছিলেন তা টুকরো কাপড়ের তৈরি বিভিন্ন প্রাণীর ছোট ছোট প্রতিকৃতি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে এগুলো নিয়ে খেলতে দেখে না তাদেরকে বারণ করেছেন, না পুতুলগুলোর ব্যাপারে নেতিবাচক কোনো মন্তব্য করেছেন। তা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বাড়িতে শিশুদেরকে পুতুল নিয়ে খেলতে দিতে কোনো অসুবিধা নেই। কাযী 'ইয়াদ আল-মালিকী [৪৭৬-৫৪৪ হি.] (রাহ.) বলেন,

> "যেহেতু ছোটদের জন্য পুতুল নিয়ে খেলার সুযোগ রয়েছে, সেহেতু কন্যাশিশুদের পুতুল নিয়ে খেলার উদ্দেশ্যে এ প্রতিকৃতিগুলো তৈরি করা ও বেচাকেনা করাও জায়িয হবে।"[৩৬৩]

তিনি জুমহুর 'আলিম থেকে এরূপ মত নকল করেছেন।[৩৬৪]

---

৩৬২. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আল-লা'য়িব বিল বানাত), হা. নং: ৪৯৩৪

৩৬৩. ইবনু হাজার, *প্রাগুক্ত*, খ. ১০,পৃ. ৫২৭; 'আযীমাবাদী, শামসুল হক, *'আওনুল মা'বূদ শারহু সুনানি আবী দাউদ*, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫হি.), খ. ১৩, পৃ. ১৯১; যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৬০
وخص ذلك (أي جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات هن) من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن.

৩৬৪. ইবনু হাজার, *প্রাগুক্ত*, খ. ১০, পৃ. ৫২৭; 'আযীমাবাদী, শামসুল হক, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৩, পৃ. ১৯১। তবে এ বিষয়ে কতিপয় বিশিষ্ট 'আলিমের ভিন্ন মতও রয়েছে। যেমন- ইবনু বাত্তাল, দাউদী, মুনযিরী, কাযী হুসাইন আল-হালিমী ও ইবনুল জাওযী, (রাহ.)সহ অনেকেই মনে করেন যে, 'আয়িশা (রা.)-এর পুতুল খেলা সংক্রান্ত উপরিউক্ত বর্ণিত হাদীসগুলো মানসূখ। (ইবনু হাজার, *প্রাগুক্ত*, খ. ১০, পৃ. ৫২৭; 'আযীমাবাদী, শামসুল হক, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৩, পৃ. ১৯১; মুবারাকপুরী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৫০) অবশ্যই তাঁদের এ মতের পক্ষে যুক্তিও আছে। 'আয়িশা (রা.) পুতুল নিয়ে খেলতেন বাল্যকালে। আর তাঁর ছবি সম্বলিত পর্দা টাঙানোর ঘটনা অনেক পরের। কোনো

আমরা মনে করি যে, পুতুল খেলা যেমন কন্যাশিশুদের জন্য জায়িয রয়েছে, তেমনি ছেলেশিশুদের জন্যও জায়িয রয়েছে। এ খেলা কেবল কন্যাশিশুদের জন্য জায়িয, ছেলেশিশুদের জায়িয নয়- এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, এ খেলা জায়িয হবার জন্য কেবল দেখার বিষয় হলো, যারা খেলছে- ছেলে হোক বা মেয়ে- তারা কচি ও ছোট কি-না? তবে অবশ্যই এ কথা বলা যেতে পারে যে, যেমন মেয়ে শিশুদের খেলা তাদের স্বভাব ও রুচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত (যেমন- রন্ধনশিল্প ও শিশু পরিচর্যা প্রভৃতি), তেমনি ছেলেদের খেলাও এরূপ হওয়া উচিত, যা তাদের স্বভাব ও রুচির সাথে মানানসই হয় এবং আগামী দিনে তা তাদের কাজে ও উপকারে আসবে (যেমন- ড্রাইভিং ও নির্মাণশিল্প প্রভৃতি)।

১৩. বাড়ি-ঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় বিষয়

ক. ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আল্লাহর যিকর করা

ঘরে প্রবেশ করার সময় এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া উচিত। যদি কেউ আল্লাহর নাম নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে, তা হলে শয়তান ঐ ঘরে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এবং সে শয়তান ও জিন্নের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.

"যদি কেউ তার ঘরে আল্লাহর কথা স্মরণ করে প্রবেশ করে এবং খাবার সময় আল্লাহর নাম নেয়, তা হলে শয়তান (তার অনুসারীদেরকে) বলে, এখানে না তোমাদের রাত যাপন হবে, না রাতের খাবারের ব্যবস্থা হবে। পক্ষান্তরে যদি সে ঘরে প্রবেশ করে; কিন্তু আল্লাহর কথা স্মরণ করে নি এবং এবং খাবার সময় আল্লাহর নামও নেয় নি, তা হলে শয়তান (তার অনুসারীদেরকে) বলে, এখানে তোমরা রাতও যাপন করতে পারবে এবং রাতের খাবারও পাবে।"[৩৬৫]

কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাইবার বা তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর এ ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, পুতুল খেলার বৈধতাজ্ঞাপক ঘটনাটি অনেক আগের ঘটনা। অতএব, প্রাণীর চিত্র সম্বলিত হাদীস দ্বারা পুতুল নিয়ে খেলার বৈধতাজ্ঞাপক হাদীসটি মানসূখ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। (যুবাইর, মুহাম্মদ এহসানুল হক, *চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ৩২)

৩৬৫. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, (পরিচ্ছেদ: ৪১/তাহরীমুল মালা'য়িব ওয়াল মালাহী), হা. নং: ৬১০৭

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ فِى بَيْتِهِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ.

"যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করবে, সে যেন এ দু'আ পড়ে- 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সর্বোত্তম প্রবেশ ও সর্বোত্তম নির্গমন প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি, আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর ওপরই আমরা একান্ত ভাবে ভরসা করছি।' অতঃপর সে পরিবারকে সালাম করবে।"[৩৬৬]

অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. قَالَ : يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ .

"যখন কোনো ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ -এ দু'আ পড়ে, তখন তাকে উদ্দেশ্য করে (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) বলা হয় যে, তুমি সঠিক পথপ্রাপ্ত, (আল্লাহর) সাহায্যপ্রাপ্ত ও (শত্রুদের অনিষ্ট থেকে) সুরক্ষিত হলে! এ সময় শয়তানরা তার থেকে দূরে সরে যায়।"[৩৬৭]

খ. ঘরে প্রবেশ করে গোসল করা, মিসওয়াক করা

মানুষ যতক্ষণ বাইরে থাকে, ততক্ষণ বিভিন্ন পরিবেশে ও কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে অনেক সময় তার শরীরে বিভিন্ন ময়লা পড়তে পারে। তাই ঘরে প্রবেশ করে পরিবারের লোকদের সাথে মেলামেশার আগে যদি সম্ভব হয় সে গোসল করে নেবে, অন্যথায় ভালোভাবে হাত-মুখ ধৌত করবে ও মিসওয়াক করবে। এতে একদিকে সে নিজে স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভব করবে, অপরদিকে ঘরের লোকেরাও তার শরীর ও মুখের দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পাবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি অভ্যাস ছিল, তিনি ঘরে প্রবেশ করেই সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.

---

৩৬৬. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: মা ইয়াকুলুর রাজুলু ইযা দাখালা বাইতাহা), হা. নং: ৫০৯৮; এ হাদীসটি যা'ঈফ (দুর্বল)।

৩৬৭. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: মা ইয়াকুলুর রাজুলু ইযা দাখালা বাইতাহা), হা. নং: ৫০৯৭; এ হাদীসটি সাহীহ।

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে প্রবেশ করেই শুরুতেই মিসওয়াক করতেন।"[৩৬৮]

গ. বাড়িতে কুকুর পোষা নিষিদ্ধ

বাড়িতে সাধারণত কুকুর রাখা ও পালন করা জায়িয নয়। এ ধরনের ঘরে আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হয় না। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ঘরে কুকুর ও জীব-জন্তুর ছবি থাকে, সেখানে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না। তবে শিকার, ক্ষেত ও গবাদি পশুর কাজে ব্যবহৃত হয়- এরূপ কুকুর ঘরে রাখতে ও পালতে কোনো অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِى عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِه كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

"যে ব্যক্তি ক্ষেত এবং গবাদি পশুর কাজে লাগে না- এমন কুকুর পালন করে, প্রতিদিন তার নেক 'আমাল থেকে এক কীরাত করে কমে যায়।"[৩৬৯]

অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন,

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِه كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

"যে ব্যক্তি গবাদি পশু, ক্ষেত এবং শিকারের কাজে লাগে না- এমন কুকুর পালন করে, প্রতিদিন তার (নেক 'আমালের) ছাওয়াব থেকে এক কীরাত করে কমে যায়।"[৩৭০]

ঘ. ঘুমানোর সময় দরজা বন্ধ করা, বাতি ও চুলার আগুন নিভানো এবং পাত্র ঢেকে রাখা

রাত্রি বেলায় ঘর ও এর আসবাবপত্র ও বস্তুগুলোর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য ঘুমানোর সময় ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করা, বাতি ও চুলার আগুন নিভানো, খোলা পাত্রগুলো ঢেকে রাখা এবং মশকগুলোর মুখ বন্ধ করা উচিত। কারণ, রাতে দরজা খোলা রাখা হলে সহজেই চোর ঢুকে ঘরের জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারে এবং সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি বিষাক্ত প্রাণী ঢুকে ঘরবাসীর জীবন হরণ কিংবা সংকটাপন্ন করে দিতে পারে। অনুরূপভাবে বাতি ও চুলার আগুন নিভিয়ে ফেলা না হলে যে কোনো সময় ঘরে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে এবং পাত্র ও মশকগুলোর

---

৩৬৮. মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আত-তাহারাত, পরিচ্ছেদ: আস-সিওয়াক), হা. নং: ৬১৪

৩৬৯. বুখারী, আস-সাহীহ. (অধ্যায়: আল-মুযা'রাআহ, পরিচ্ছেদ: ইকতিনাউল কাল্‌ব লিল হারছ), হা. নং: ২১৯৮; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-মুসাকাত, পরিচ্ছেদ: আল-আমরু বি কাতলিল কিলাব), হা. নং: ৪১১৯

৩৭০. মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-মুসাকাত, পরিচ্ছেদ: আল-আমরু বি কাতলিল কিলাব), হা. নং: ৪১১৪

মুখ বন্ধ করা না হলে তাতে বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ পতিত হতে পারে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ.

"যখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে, তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখো। কেননা, এ সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। যখন রাতের কিছু সময় অতিক্রান্ত হবে, তখন তাদেরকে বাড়িতে ছেড়ে দিতে পারো। তবে আল্লাহর নাম স্মরণ করে ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খোলতে পারে না। আল্লাহর নাম স্মরণ করে তোমাদের পানির মশকগুলো মুখ বন্ধ করে রাখবে, তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ করে (খাদ্যদ্রব্যের) পাত্র ঢেকে রাখবে, (ঢাকার কিছু না থাকলে) যে কোনো কিছু হোক তার ওপর দিয়ে রাখবে এবং তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে।"[৩৭১]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

خَمِّرُوا الْآنِيَةَ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتْ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ.

"পাত্রগুলো ঢেকে রাখো, ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখো এবং বাতিগুলো নিভিয়ে দাও। কেননা নিকৃষ্ট ইঁদুর কখনো কখনো (জ্বলন্ত বাতির) সলিতা টেনে নিয়ে যায়। এভাবে সে গৃহবাসীদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সর্বনাশ করে।"[৩৭২]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, রাতে ঘুমানোর সময় সতর্কতামূলক সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাতে রাতের বেলা কোনো অনাকাঙ্খিত বিপদ ঘটতে না পারে কিংবা জিনিসপত্র নষ্ট বা দূষিত হতে না পারে।

---

৩৭১. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়: বাদ'উল খালক, পরিচ্ছেদ: সিফাতু ইবলীস ওয়া জুনূদিহি), হা. নং: ৩১০৬; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-আশরিবাহ, পরিচ্ছেদ: আল-আমরু বি-তাগতিয়াতিল ইনা'...), হা. নং: ৫৩৬৮

৩৭২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়: আল-ইস্তি'যান, পরিচ্ছেদ: লা তুতরাকুন নারু ফিল বাইতি..), হা. নং: ৫৯৩৭

ঙ. নিয়মিত কুর'আন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকর দ্বারা ঘর মাতিয়ে রাখা

ঘরে নিয়মিত কুর'আন তিলাওয়াত, নফল নামায ও আল্লাহর যিকর করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لا تتَّخذُوهَا قُبُورًا-"তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরসদৃশ বানিও না।"[৩৭৩] অর্থাৎ ঘরগুলোকে তিলাওয়াত, নামায ও আল্লাহর যিকর দ্বারা মাতিয়ে রাখো, কবরের মতো এগুলোকে এমন আবাসে পরিণত করো না, যেখানে না সালাত আদায় করা হয়, না কুর'আন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকর করা হয়। কাজেই যে ঘরে এ সব 'আমাল করা হয়, সেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাহমাত ও বারকাত নাযিল করেন এবং একে বিপদাপদ, জিন্ ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে হিফাযাত করেন। পক্ষান্তরে যে ঘরে এসব 'আমাল করা হয় না, তা যাবতীয় কল্যাণ ও বারকাত থেকে বঞ্চিত থাকে। অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

"যে ঘরে আল্লাহর যিকর করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহর যিকর করা হয় না- এ ঘরগুলোর উদাহরণ যথাক্রমে জীবিত ও মৃত মানুষের মতোই।"[৩৭৪]

এ হাদীসে যে ঘরে আল্লাহর যিকর করা হয় তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত মানুষের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ এরূপ ঘরের লোকদের অন্তর সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানের আলোতে উদ্দীপ্ত হবার কারণে ঘরের সার্বিক পরিবেশ প্রাণবন্ত ও শান্তিদায়ক হয়। পক্ষান্তরে যে ঘরে আল্লাহর যিকর করা হয় না তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত মানুষের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ এরূপ ঘরের লোকদের অন্তর অজ্ঞতা ও মূর্খতায় আচ্ছন্ন হবার কারণে ঘরের সার্বিক পরিবেশ প্রাণবন্ত ও প্রশান্তিময় থাকে না।

সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন,

الْبَيْتُ الَّذِي لاَ يُقْرَأُ فِيه الْقُرْآنُ كَمَثَلِ الْبَيْتِ الْخَرِب الَّذِي لاَ عَامِرَ لَهُ.

"যে ঘরে কুর'আন তিলাওয়াত করা হয় না, তা জনমানব শূন্য বিরাণ ঘরের মতোই।"[৩৭৫]

---

৩৭৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ:), হা. নং: ৪১৪; মুসলিম, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: সালাতুল মুসাফিরীনা, পরিচ্ছেদ:), হা. নং: ১২৯৬

৩৭৪. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়: সালাতুল মুসাফিরীনা, পরিচ্ছেদ: ইস্তিহবাবু সালাতিন নাফিলাতি ফী বাইতিহি..), হা. নং: ১৮৫৯

বিশিষ্ট তাবি'ঈ ইবনু সীরীন [৩৩-১১০ হি.] (রাহ.) বলেন,

> الْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيه الْقُرْآنُ تَحْضُرُهُ الْمَلائكَةُ وَتَخرُجُ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ وَيَتَّسِعُ بِأَهْلِه وَيَكْثُرُ خَيْرُهُ ، وَالْبَيْتُ الَّذِي لاَ يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ ، وَتَخْرُجُ مِنْهُ الْمَلائكَةُ ، وَيَضِيقُ بِأَهْلِه وَيَقِلُّ خَيْرُهُ.

> "যে ঘরে কুর'আন তিলাওয়াত করা হয়, তথায় ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন, শয়তানরা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। অধিকন্তু, এ তিলাওয়াত পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রশস্তি ও সুখ টেনে আনে এবং এর কল্যাণময়তা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে যে ঘরে কুর'আন তিলাওয়াত করা হয় না, তা শয়তানদের আখড়ায় পরিণত হয়, ফেরেশতাগণ সেখান থেকে চলে যান। অধিকন্তু, তা পরিবারের সদস্যদের জন্য দুর্ভোগ ও সংকীর্ণতা টেনে নিয়ে আসে এবং এর কল্যাণময়তা হ্রাস পায়।"[৩৭৬]

মোট কথা, ঘরকে এভাবে গড়ে তোলতে হবে, যাতে সেখানে নিয়মিত আল্লাহর চর্চা করা হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন ও তাঁর আদর্শের কথা আলোচনা করা হয়। এভাবে তা ইসলাম চর্চার একটি কেন্দ্রে পরিণত হবে। এর ফলে সেখানে আল্লাহর রাহমাত ও বারকাত নাযিল হবে এবং ঘরের সদস্যরা এক একজন সত্যিকার আদর্শ মু'মিন ও মুসলিমরূপে গড়ে ওঠবে। আমরা নিম্নে ঘরকে ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা তোলে ধরছি।

ঙ. ১. ইসলামী পাঠাগার গড়ে তোলা

ঘরে একটি পারিবারিক পাঠাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন। এখানে পরিবারের সকল সদস্যের বয়স ও মেধা অনুপাতে পাঠ করার জন্য উপযোগী আল-কুর'আনুল কারীম, হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, নবী-রাসূল ও সাহাবীগণের জীবনী ও ইসলামের জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিকের ওপর লিখিত বই-পুস্তক রাখতে হবে। ঘরের লোকেরা অবসর সময়ে কিংবা যখনই সময়-সুযোগ পাবে, নিয়মিত এ সব বই-পুস্তক পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলবে।

---

৩৭৫. ইবনু আবী শায়বাহ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়ঃ ফাদা'য়িলুল কুর'আন, পরিচ্ছেদঃ আল-বায়তুল লাযী ইয়ুকরা'উ ফীহিল কুর'আন), হা. নংঃ ৩০৬৪৫

৩৭৬. ইবনু আবী শায়বাহ, *প্রাগুক্ত*, (অধ্যায়ঃ ফাদা'য়িলুল কুর'আন, পরিচ্ছেদঃ আল-বায়তুল লাযী ইয়ুকরা'উ ফীহিল কুর'আন), হা. নংঃ ৩০৬৪৬
সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা ও ইবনু সাবিত (রা.) থেকেও অনুরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (দ্র. ইবনু আবী শায়বাহ, *প্রাগুক্ত*, হা. নংঃ ৩০৬৪৮, ৩০৬৫০)

ঙ. ২. শিক্ষামূলক ও সুস্থ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা

ঘরের মধ্যে শিক্ষামূলক ও সুস্থ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা রাখাও প্রয়োজন। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি সমানতালে বেড়েছে অশ্লীল ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অপরাধ সংঘটনের মাত্রাও। মানুষের চারিত্রিক স্খলনের জন্য রয়েছে নানা সাইট, নানা আয়োজন। গুগল সার্চ ইঞ্জিন, ফেসবুক, বিভিন্ন ওয়েব সাইটে নগ্ন ও অশ্লীল ছায়াছবি, ভিডিও ইত্যাদি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। সামাজিক নেটওয়ার্কের নামে ছেলে-মেয়েদের অবৈধ সম্পর্ক তৈরির সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার এই সর্বনাশা অপব্যবহার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে শিশু-কিশোর ও যুবসমাজের চারিত্রিক অবনতি ঘটাচ্ছে।

কাজেই ছেলেমেয়েদেরকে তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার এ অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা করতে হলে ঘরের মধ্যে শিক্ষামূলক ও সুস্থ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল বিষয়ক দেশ-বিদেশের ভিডিও ও ডকুমেন্টারি এবং ইসলামী আদর্শ ও নীতি শিক্ষামূলক টিভি সিরিয়াল দেখার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। তদুপরি স্বাস্থ্য রক্ষা ও মানসিক অবসাদ দূর করার উদ্দেশ্যে ঘরের মুক্ত ও সীমিত পরিসরেও সন্তান-সন্ততিদের জন্য নিয়মিত কিছুসময় খেলাধুলা এবং কখনো কখনো বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। আমাদেরকে এ কথা ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম কোনো শুষ্ক ও কঠোর সাধনার নাম নয়; এতে সুস্থ ও রুচিসম্মত আনন্দ-ফূর্তি, খেলাধুলা ও পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতির অনুশীলনের অবকাশও রয়েছে। কাজেই প্রত্যেক সংস্কৃতিবান ও রুচিশ্নিগ্ধ মুসলিম তার ঘরে অন্তত কচি ছেলেমেয়েদের জন্য এ সব কিছুর সুন্দর আয়োজন রাখবে- এটাই প্রত্যাশা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

...لِتَعْلَمُ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ.

"...ইয়াহুদীরা জেনে নিক যে, আমাদের দীনের মধ্যে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও রয়েছে। আমাকে একটি তাওহীদী চেতনা সম্বলিত উদার জীবন ব্যবস্থা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।"[৩৭৭]

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لاَ تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ...

৩৭৭. আহমাদ, *প্রাগুক্ত,* (হাদীসুস সাইয়িদাতি 'আয়িশা রা.), হা. নং: ২৪৮৫৫

"তোমরা নিজেদের প্রতি কঠোর আচরণ করো না। তা হলে তোমাদের প্রতিও কঠোর আচরণ করা হবে। (তোমাদের পূর্ববর্তী) একটি জাতি নিজেদের প্রতি কঠোর আচরণ করেছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করেন। আর ওরা (অর্থাৎ সংসারত্যাগী বৈরাগীরা)ই হলো বিভিন্ন উপাসনালয় ও আশ্রমে তাদের উচ্ছিষ্ট।"[৩৭৮]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য চিত্ত বিনোদন ও মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কিছু সময় ব্যয় করা যেতে পারে।

ঙ. ৩. ঘরে নিয়মিত ইসলামী শিক্ষার আসরের আয়োজন করা

ঘরে নিয়মিত ইসলামী শিক্ষার আসরের আয়োজন করা উচিত। অভিভাবক কিংবা পিতামাতা সম্ভব হলে প্রতিদিন, তা না হলে অন্তত সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ঘরের পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে ইসলামী শিক্ষার আসরের আয়োজন করতে পারেন। এখানে কুর'আন ও হাদীসের শিক্ষা, ইসলামী 'আকীদা, নবী-রাসূল ও সাহাবীগণের ঈমানদীপ্ত কাহিনী, ইসলামী নৈতিকতা ও আদর্শের বিভিন্ন দিক এবং জান্নাত-জাহান্নাম প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

চ. ঘরের সদস্যদেরকে দীনী অনুশাসন মেনে চলতে অভ্যস্ত করা

সন্তান-সন্ততিকে উন্নতমানের ইসলামী আর্দশ শিক্ষাদান এবং ইসলামী আইন-কানুন পালনে আল্লাহ্কে ভয় ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস সালাম)কে অনুসরণ করে চলার জন্য অভ্যস্ত করে তোলা পিতা-মাতার বিশেষ কর্তব্য এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অতি বড় হক। ইমামগণের মতে, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফর্‌য কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলি শিক্ষা দেয়া এবং তা পালন করতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ফর্‌য।[৩৭৯] পবিত্র কুর'আনে ঘরের লোকদেরকে সত্যনিষ্ঠ দীনদার ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"[৩৮০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাইয়িদুনা আলী (রা.) বলেছেন, عَلِّمُوهُم وأَدِّبُوهُم. "তোমরা তাদেরকে শিখাও (সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি) এবং সে সব কাজে তাদেরকে অভ্যস্ত করে তোলো।"[৩৮১]

---

৩৭৮. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত,* (অধ্যায়: আল-আদাব, পরিচ্ছেদ: আল-হাসাদ), হা. নং: ৪৯০৬
৩৭৯. আলূসী, *প্রাগুক্ত,* খ. ২১, পৃ. ১০২
৩৮০. আল-কুরআন, ৬৬ (সূরা আত-তাহ্‌রীম) : ৬
৩৮১. তাবারী, *প্রাগুক্ত,* খ. ২৩, পৃ. ৪৯১

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهُ اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِه إلا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

"যদি কোনো বান্দাহকে আল্লাহ তা'আলা কারো পরিচর্যার দায়িত্ব অর্পণ করেন; কিন্তু সে আন্তরিকভাবে তার যথাযথ দেখভাল ও পরিচর্যা না করে, তবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"[৩৮২]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, পিতামাতা যেহেতু সন্তান-সন্ততিদের একান্ত অভিভাবক ও দায়িত্বশীল, তাই তারা যদি তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে পরিচর্যা না করে এবং সত্যনিষ্ঠ ও দীনদাররূপে গড়ে তোলতে চেষ্টা না করে, তা হলে এর দায়ভার দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে অবশ্যই বহন করতে হবে। এজন্য বলা হয় যে,

إنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَهِلَ أهْلُهُ .

"সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠোর শাস্তি পাবে, যার পরিবার-পরিজন দীন সম্পর্কে মুর্খ ও উদাসীন হবে।"[৩৮৩]

অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো, বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত অভিভাবক তাদের সন্তানদেরকে ছোট বেলা থেকেই পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ভাবধারার ওপর গড়ে তোলতে উৎসাহ বোধ করে। ফলে তাদের সন্তানরা দীন শেখার পরিবর্তে ভিডিও গেমস, নগ্ন ও অশ্লীল ছায়াছবি এবং খেলাধুলার প্রতি ঝুঁকে যায় বেশি। এমনিভাবে তারা বড় হয়ে আস্তে আস্তে দীন তো হারিয়েই ফেলে, অনেকেই নীতি-নৈতিকতার কথাও ভুলে যায়।

বর্তমানে আমরা অনেক ঘরেই দেখতে পাই যে, ঘরের অনেক সদস্যই না নামায পড়ে, না রোযা রাখে। যদি আমরা তাদের ব্যাপারে তাদের পিতা বা অভিভাবককে জিজ্ঞেস করি, তা হলে তারা বলে যে, তাদের উপদেশ দিতে দিতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ঘরের লোকেরা সচরাচর যেখানে ঘরের কর্তার যে কোনো আদেশ অমান্য ও লঙ্ঘন করতে সাহস করে না, সে ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে তারা তার কথা শোনবে না- তা কী করে সম্ভব হয়! আসল কারণ হলো- ছেলেমেয়েদের ছোট বেলা থেকেই ধর্ম-কর্ম শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে তাদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের যেরূপ যত্নবান হবার প্রয়োজন ছিল, সেভাবে তারা তাদের যত্ন ও দেখাশোনা

---

৩৮২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (অধ্যায়ঃ আল-আহকাম, পরিচ্ছেদঃ মান ইস্তার'আ রা'ইয়িতান...), হা. নংঃ ৬৭৩১

৩৮৩. যামাখশারী, আবুল কাসিম মাহমূদ, *আল-কাশশাফ 'আন হাকা'য়িকিত তানযীল,* (বৈরূতঃ দারু ইহয়াতিত তুরাছিল 'আরবী), খ. ৪, পৃ. ৫৭২

করে নি। এ কারণেই তারা বড় হয়ে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কথা শোনে না। তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো চলাফেরা করে, অশালীন বেশভূষা ধারণ করে এবং নিয়মিত নামাযও পড়ে না, রোযাও রাখে না।

আমরা নিম্নে সন্তান-সন্ততিদেরকে ইসলামী জীবনধারায় অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার জন্য কতিপয় পরামর্শ দিচ্ছি:

- ঘরে সন্তান-সন্ততিদের জন্য কুর'আন শেখার ব্যবস্থা করুন।
- ঘর থেকে বাইরে যেতে কিংবা বাইরে থেকে ঘরে আসতে সালাম দেওয়ার রীতি চালু করুন।
- ছোট বেলা থেকেই ছেলে-মেয়েদের মাঝে পর্দা মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তুলুন।
- ছোটদের শয়নকক্ষে যেতে নিজেরা অনুমতি নিন। ওদেরকেও অনুমতি নিতে শিখান।
- নিজেরা বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করুন, যাতে ছোটরা দেখে শিখতে পারে।
- প্রতিবেশীদের সাথে নিজেরা ভালো আচরণ করুন, যাতে ছোটরা দেখে শিখতে পারে।
- ঘরের মধ্যে খানাপিনা, শয়ন-জাগরণ ও অধ্যয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা আনুন, যাতে ছোটরা দেখে তাতে অভ্যস্ত হতে পারে।
- ছোটদের হাত দিয়ে দান-সাদাকাহ করুন।
- মেহমানদারিতে ছোটদেরকে শরীক করুন। তাদেরকে বন্টনের দায়িত্ব দিন।
- ছোটদের সাথে নিয়ে মাসজিদে নামাযের জামা'আতে শরীক হোন। যদি কখনো মাসজিদে যেতে অপারগ হন, তা হলে ঘরে সকলকে নিয়ে জামা'আত কায়িম করুন। কখনো শেষ রাতে ঘরের সকলকেই নিয়ে নামায পড়ুন।[৩৮৪] নামায শেষে তাদেরকে কুর'আনের আয়াত বা হাদীস শোনান।

---

৩৮৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি শেষ রাতে পরিবারের সদস্যগণকে নামাযের জন্য ডেকে দিতেন। 'আয়িশা (রা.) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ « قُومِى فَأَوْتِرِى يَا عَائِشَةُ .

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের বেলা নামায পড়তেন। যখন তিনি বিতরের নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, তখন আমাকে ডেকে বলেন, "আয়িশা! ওঠো, বিতরের নামায পড়ে নাও।" (মুসলিম, *আস-সাহীহ,* অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: সালাতুল লাইল..., হা. নং: ১৭৬৮)

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

❖ মাঝে-মধ্যে নিজেরা নফল রোযা রাখুন এবং সন্তান-সন্ততিদেরকেও গুরুত্বপূর্ণ দিনসমূহে (যেমন- 'আশূরা, আরাফা প্রভৃতি দিনে) নফল রোযা রাখতে অভ্যস্ত করুন।

❖ ঘরে সকলেই নিয়মিত রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যান এবং ভোরে ওঠুন, আর ফজরের নামাযের পর কুর'আন তিলাওয়াত করুন।

❖ কখনো ছোটদের সাথে নিয়ে দীনী মাহফিলগুলোতে যোগদান করুন।

❖ ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবাইকে সাথে নিয়ে উপভোগ করুন।

❖ কখনো কখনো ঘরে সৎ, দীনদার ও জ্ঞানী-গুণী লোকদের দা'ওয়াত জানান, যাতে ছোটরা তাদেরকে দেখে অনুপ্রাণিত হতে পারে।

❖ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গীদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখুন, তারা কাদের সাথে চলাফেরা, ওঠাবসা ও খেলাধুলা করে, সে বিষয়ে খোঁজখবর রাখুন।[৩৮৫]

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

"আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে রহম করুন, যে রাতে ওঠে নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়। যদি সে ওঠতে না চায়, তা হলে সে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা সে নারীকেও রহম করুন, যে রাতে ওঠে নামায পড়ে এবং তার স্বামীকে জাগিয়ে দেয়। যদি সে ওঠতে না চায়, তা হলে সে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়।" (আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: কিয়ামুল লাইল, হা. নং: ১৩১০)

৩৮৫. এর কারণ হলো, ছেলেমেয়েদের চিন্তা-চেতনা, চরিত্র ও আচার-আচরণ গঠন ও বিকাশে সৎ ও আদর্শবান সঙ্গীদের গভীর প্রভাব রয়েছে। সাধারণত যে ব্যক্তির সাথে যার নিরন্তর ওঠাবসা হয়, তার চিন্তা, আচার-আচরণের প্রভাবও ঐ ব্যক্তির ওপর পড়ে থাকে। কেননা বন্ধুত্ব, সাহচর্য ও সংশ্রব প্রভৃতি ক্রিয়াশীল। এর দ্বারা মানুষ স্বভাবতই দ্রুত প্রভাবিত হয়। কথায় বলা হয়, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' কাজেই সৎ ও আদর্শবান সাথীদের সাহচর্য সন্তানদেরকে সত্য ও ন্যায় পথে চলতে প্রেরণা যোগায়। পক্ষান্তরে অসৎ ও দূরাচারী সাথীদের সাহচর্য সন্তানদেরকে বিপথগামী করে দেয়। এ কারণেই ইসলামে সৎ লোকদের সুহবাত ও সংসর্গ অবলম্বনের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে অসৎ সঙ্গ বর্জনের জন্যও কঠোরভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً.

- ❖ ঘরে ইসলাম বিরোধী বা ইসলামে অনুমোদিত নয়- এরূপ যে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন করা থেকে বিরত থাকুন। যেমন, জন্মদিন পালন ও বিবাহবার্ষিকী ইত্যাদি।
- ❖ ঘরে অশ্লীল ও ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী বইপুস্তক, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি রাখবেন না। টিভি, কম্পিউটার, ডিভিডি প্লেয়ার ইত্যাদি ব্যবহারে ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করুন। বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদেরকে একাকী নির্জন আড়ালে কম্পিউটার চালাতে ও ফোন করতে দেবেন না।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মানবাধিকার সম্পর্কে বিশ্ববাসীর সচেতন হওয়ার অনেক আগেই ইসলামই হলো একমাত্র জীবনব্যবস্থা, যা নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র এবং ছোট-বড় নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের জন্য বাসস্থানের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের প্রত্যেকের নিরাপদ, স্বাধীন, সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের কার্যকর ব্যবস্থা করেছে। এতে যেমন প্রত্যেককে তার সামর্থ্য ও পছন্দ মাফিক যে কোনো স্থানে বাসস্থান তৈরির স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, তেমনি প্রত্যেকেই যাতে নিজ নিজ গৃহে নির্বিঘ্নে ও নির্ঝঞ্ঝাটভাবে কাজ করতে পারে এবং বিশ্রাম নিতে পারে সে ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করা হয়েছে। তদুপরি ঘরের সুন্দর ও রুচিসম্পন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যও এর সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলি রয়েছে। এর পাশাপাশি প্রতিবেশীদেরকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন পরস্পর একে অপরের সাথে সৌহার্দ ও সহানুভূতির সাথে বসবাস করে। ইসলামের এসব বিধি-বিধান ও শিক্ষার আলোকে যদি আমরা আমাদের আবাসন আইন ঢেলে সাজাই, তা হলে আমরা যেমন অনৈতিকতার রাহুগ্রাস থেকে রক্ষা পেতে পারি, তেমনি আবাসিক আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও প্রভূত সুফল পেতে পারি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ সকল বিধি-বিধান মেনে চলার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

"সৎসঙ্গী হলো মেস্ক বহনকারী আর অসৎ সঙ্গী হলো হাপরে ফুঁকদানকারীর মতোই। মেস্ক বহনকারীর সান্নিধ্যে গেলে হয়তো সে তোমাকে আতর হাদিয়া দেবে অথবা তুমি তার নিকট থেকে আতর খরিদ করবে অথবা অন্ততপক্ষে তুমি সুঘ্রাণ পাবে। কিন্তু হাপরে ফুঁকদানকারীর সান্নিধ্যে গেলে হয়তো সে তোমার কাপড় জ্বালিয়ে ফেলবে অথবা তুমি দুর্গন্ধ পাবে।" (বুখারী, *আস-সাহীহ,* অধ্যায়ঃ আয-যাবা'য়িহ ওয়াছ ছাইদ, পরিচ্ছেদঃ আল-মিস্ক, হা. নংঃ ৫২১৪)

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আল-কুর'আন

খ. আত-তাফসীর

তাবারী, আবূ জা'ফার ইবনু জারীর (২২৪-৩১০হি.), *জামি'উল বায়ান ফী তা'ভীলিল কুর'আন,* বৈরূত : মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ২০০০

ইবনু আবী হাতিম, 'আবদুর রাহমান আর-রাযী (২৪০-৩২৭হি.), *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম,* ছায়দাঃ আল-মাকতাবাতুল 'আসারিয়্যাহ, তা.বি.

যামাখশারী, আবুল কাসিম মাহমূদ (৪৬৭-৫৩৮হি.),*আল-কাশশাফ 'আন হাকা'য়িকিত তানযীল,* বৈরূতঃ দারু ইহয়াতিত তুরাছিল 'আরবী, তা.বি.

কুরতুবী, 'আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ (মৃ. ৬৭১হি.), *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আনিল কারীম,* রিয়াদঃ দারু 'আলামিল কুতুব, ২০০৩

ইবনু কাছীর, আবুল ফিদা' ইসমা'ঈল (৭০০-৭৭৪ হি.), *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম,* রিয়াদঃ দারু তাইয়িবাহ, ১৯৯৯

আলূসী, শিহাবুদ্দীন মাহমূদ (১২১৭-১২৭০হি.), *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুর'আনিল 'আযীম ওয়াস সাব'ইল মাছানী,* বৈরূতঃ দারু ইহয়াতিত তুরাছিল আরবী, ১৯৮৫

শফী', মুফতী মুহাম্মদ, *মা'আরিফুল কুর'আন* (অনু. ও সম্পা.: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), আল-মাদীনাঃ বাদশাহ ফাহদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩হি.

খ. আল-হাদীস

ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯হি.), *আল-মুওয়াত্তা,* মু'আসসাসাতু যায়দ ইবনু সুলতান আলু নাহিয়ান, ২০০৪

বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল (১৯৪-২৫৬ হি.), *আস-সাহীহ,* বৈরূতঃ দারু ইবনু কাছীর, ১৯৮৭

---, *আল-আদাবুল মুফরাদ,* বৈরূতঃ দারুল বাশা'য়িরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৯

মুসলিম, ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (২০৪-২৬১হি.), *আস-সাহীহ,* বৈরূতঃ দারু ইবনু কাছীর, তা.বি.

আবূ দাউদ, সুলাইমান (২০২-২৭৫ হি.), *আস-সুনান,* বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরবী, তা.বি.

তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ (২০৯-২৭৯ হি.), *আস-সুনান*, বৈরূতঃ দারু ইহয়াতিত তুরাছিল 'আরবী, তা.বি.

ইবনু মাজাহ, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ (২০৯-২৭৩ হি.), *আস-সুনান*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.

নাসা'ঈ, আহমাদ (২১৫-৩০৩হি.), *আস-সুনান,* আলেপ্পোঃ মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬

'আবদুর রাযযাক আস-সান'আনী, (১২৬-২১১হি.), *আল-মুছান্নাফ* , বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.

ইবনু আবী শায়বাহ, 'আবদুল্লাহ (১৫৯-২৩৫হি.), *আল-মুছান্নাফ ফিল আহাদীস আছার, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ*

আহমাদ, ইমাম ইবনু হাম্বাল (১৬৪-২৪১হি.), *আল-মুসনাদ,* বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৯

ইবনু আবিদ্দুনিয়া, 'আবদুল্লাহ 'আবদুল্লাহ (২০৮-২৮১হি.), *কিরাদ দায়ফ,* রিয়াদঃ আদওয়াউস সালাফ, ১৯৯৭

-----, *মাকারিমুল আখলাক*, কায়রোঃ মাকতাবাতুল কুর'আন, ১৯৯০

ইবনু হিব্বান, আবূ হাতিম আল-বাস্তী (মৃ.৩৫৪হি.), *আল-মুসনাদুস সাহীহ,* বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৯

তাবারানী, সুলাইমান (২৬০-৩৬০হি.), *আল-মু'জামুল কাবীর,* মাওসিলঃ মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ১৯৮৩

----, *আল-মু'জামুল আওসাত,* কায়রোঃ দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.

হাকিম, মুহাম্মাদ আন-নাইশাপুরী (৩২১-৪০৫হি.), *আল-মুস্তাদরাক,* বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০

বাইহাকী, আবূ বাকর আহমাদ (৩৮৪-৪৫৮হি.), *শু'আবুল ঈমান,* রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৩

-----, *আস-সুনানুল কুবরা,* হায়দরাবাদঃ মাজলিসু দায়িরাতিল মা'আরিফ, ১৩৪৪ হি.

আবুল ফাদ্‌ল আল-'ইরাকী (মৃ.৮০৬ হি.), *আল-মুগনী 'আন হামলিল আসফার*, রিয়াদঃ মাকতাবাহ তাবারিয়্যাহ, ১৯৯৫

হাইছামী, নূরুদ্দীন (৭৩৫-৮০৭হি.), *মাজমা'উয যাওয়া'য়িদ*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪১২

ইবনু বাত্তাল, 'আলী ইবনু খালফ (মৃ.৪৪৯ হি.), *শারহু সাহীহিল বুখারী*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৩

নাবাবী, আবূ যাকারিয়া (৬৩১-৬৭৬হি.), শারহু সাহীহি মুসলিম, বৈরূতঃ দারু ইহয়াতিত তুরাছিল 'আরবী, ১৩৯২ হি.

ইবনু হাজার আল-'আসকালানী (৭৭৩-৮৫২হি.), *ফাতহুল বারী*, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি.,

'আইনী, বাদরুদ্দীন মাহমূদ (৭৬২-৮৫৫হি.), *'উমদাতুল কারী*, বৈরূতঃ দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল 'আরবী, তা.বি.

---, *শারহু সুনানি আবী দাউদ*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৯

মুনাবী, মুহাম্মাদ আবদুর রা'উফ (৯৫২-১০৩১ হি.), *ফায়যুল কাদীর*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪

'আযীমাবাদী, আবুত তাইয়িব (মৃ.১৩১০ হি.),*'আওনুল মা'বূদ*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.

মুবারাকপূরী, 'আবদুর রাহমান (মৃ. ১৩৫৩হি.), *তুহফাতুল আহওয়াযী*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

'উছমানী, মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী, *দারসে তিরমিযী*, দেওবন্দঃ মাকতাবায়ে থানবী, ১৯৯৯

ইবনুল আছীর, আবুস সা'আদাত, (৫৪৪-৬০৬ হি.) *আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আছার*, বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯

ঘ. ফিকহ, ফাতওয়া ও উসূল

নাবাবী, ইয়াহয়া ইবনু শারফ (৬৩১-৬৭৬হি.), *আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্‌যাব*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.

যায়লা'ঈ, ফাখরুদ্দীন 'উছমান (মৃ.৭৪৩হি.), *তাবয়ীনুল হাকা'য়িক*, (কায়রোঃ দারুল কিতাবিল ইসলামী, ১৩১৩ হি.

ইবনু কুদামাহ, আবূ মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী (৫৪১-৬২০হি.),, *আল-মুগনী,* বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি.

কাসানী, 'আলাউদ্দীন (মৃ.৫৮৭হি.), *বাদা'য়িউছ ছানা'ই,* বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'আরবী, ১৯৮২

ইবনুল হুমাম, কামাল উদ্দীন (৭৯০-৮৬১হি.), *ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়াহ,* দারুল ফিকর

সুয়ূতী, জালালুদ্দীন (৮৪৯-৯১১ হি.), *আল-আশবাহ ওয়ান নাযা'য়ির,* বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.

রু'আইনী, মুহাম্মাদ আল-হাত্তাব (৯০২-৯৫৪ হি.), *মাওয়াহিবুল জালীল,* দারু 'আলামিল কিতাব, ২ ০০৩

ইবনু নুজাইম, যায়নুদ্দীন (মৃ. ৯৭০ হি.), *আল-বাহরুর রা'য়িক শারহু কানযিদ দাকা'ইক,* বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ

শারবীনী, মুহাম্মাদ আল-খাতীব (মৃ. ৯৭৭ হি.), *মুগনিউল মুহতাজ,* বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.

বুহূতী, মানছূর (১০০০ - ১০৫১ হি.), *কাশশাফুল কিনা',* বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪০২ হি.

হাছফাকী, 'আলাউদ্দীন (মৃ.১০৮৮হি.), *আদ-দুররুল মুখতার,* বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৩৮৬ হি.

ইবনু 'আবিদীন, মুহাম্মাদ আমীন (১২৪৪-১৩০৬ হি.),, *রাদ্দুল মুহতার,* বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০০

তাহমায, আবদুল হামীদ, *আল-ফিকহুল ইসলামী ফী ছাওবিহিল জাদীদ,* বৈরূতঃ দারুল কলম, ২০০১

যুহাইলী, ড. ওয়াহ্বাহ, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু,* বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.

ইবনু তাইমিয়্যাহ, আবুল 'আব্বাস আহমাদ (৬৬১-৭২৮হি.), *মাজমু'উল ফাতাওয়া,* রিয়াদঃ দারুল ওয়াফা, ২০০৫

নিযাম ও অন্যান্য, *আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ,* বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯১

আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, কুয়েত : ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০

ঙ. বিবিধ

গাযালী, আবূ হামিদ মুহাম্মাদ (৪৫০ - ৫০৫ হি.), *ইহয়া 'উলূমিদ্দীন*, বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.

সিনামী, 'উমার ইবনু মুহাম্মাদ (মৃ. ৬৯৬ হি.), *নিসাবুল ইহতিসাব*, আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, আল-কিসম: আস-সিয়াসাতুশ শার'ইয়্যাতু ওয়াল কাদা'

সাফারীনী, মুহাম্মাদ (১১১৪ - ১১৮৮ হি.), *গিযাউল আলবাব*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

'আলী মাহফূয, শায়খ 'আলী, *আল-ইবদা' ফী মাদাররিল ইবতিদা'*, অনু. সুন্নাত ও বিদ'আত, মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন, দেওবন্দ: যমযম বুক ডিপো. লি. তা.বি.

থানবী, মাওলানা আশরফ আলী, *বেহেশতী জেওর*, অনু. মুহাম্মদ আবু তাহের, ঢাকা: সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৪

---, *ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম*, ঢাকা: সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০০

'আস্সাফ , আহমাদ মুহাম্মাদ, *আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম*, বৈরূত : দারু ইহ্য়া'য়িল 'উলূম, ১৯৮৮

আহমদ আলী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক, পর্দা ও সাজসজ্জা*, চট্টগ্রাম: রিলেটিভ পাবলিকেশন্স, ২০১৩

যুবাইর, মুহাম্মদ এহসানুল হক, চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯

নিজাম উদ্দিন, মুহাম্মদ, পরগৃহে প্রবেশের ইসলামী পদ্ধতি, *অগ্রপথিক*, ঢাকা: ইফাবা, বর্ষ:১৪, সংখ্যা:২, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর, ২০১১

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, অক্টোবর ১২, ২০১০

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের পারিবারিক আইন** (১ম খণ্ড) -সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত	৬০০/-
আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের পারিবারিক আইন** (২য় খণ্ড) -সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত	৬৫০/-
দি ইমারজেন্স অব ইসলাম (বাংলা অনুবাদ) -ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ	৩৫০/-
ইসলামী আইনের উৎস -মুহাম্মদ রুহুল আমিন	৩০০/-
ইসলামী দণ্ডবিধি (১ম খণ্ড) -ড. আবদুল আযীয আমের	৩০০/-
বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস -মোহাম্মদ আলী মনসূর	৩০০/-
ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান -নোয়াহ ফেল্ডম্যান	৩০০/-
CRIME PREVENTION IN ISLAM -(Proceedings of the Symposium held in Riyadh, Saudi Arabia)	৩০০/-
মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি -ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর রিযকী	১২০/-
ইসলামী শরীয়ত ও বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য -ড. আলী আত্ তানতাভী ও ড. জামাল উদ্দীন আতিয়া	৫০/-
ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার -মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী	৫০/-
মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর পর্যালোচনা ও সংশোধনী প্রস্তাব -ড. মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ও অন্যান্য	৪০/-
পঞ্চম সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল এবং প্রাসঙ্গিক জটিলতা -মোবায়েদুর রহমান	২৫০/-
ফতোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজন -সংকলন ও সম্পাদনা : আবদুল মান্নান তালিব	১০০/-
ইসলামী ফিকহের ঐতিহাসিক পটভূমি -মাওলানা তাকী আমিনী, অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব	৩৫০/-

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
প্রকাশিতব্য গ্রন্থ তালিকা

আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন**-১ম খণ্ড
-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন**-২য় খণ্ড
-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

আল-মাওসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন**-৩য় খণ্ড
-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

বিশ্বখ্যাত স্কলারদের রচনায় ইসলামী আইন
-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

ইসলামের কারা আইন ও কারাবন্দিদের অধিকার
-লেখক : ড. মুহাম্মদ রাশেদ উমর
অনুবাদ : ড. মুহাম্মদ আব্দুল জলীল ও প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান

ইসলামী দণ্ডবিধি (২য় খণ্ড)
-ড. আবদুল আযীয আমের

এক নজরে
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার এর কার্যক্রম

১. রিসার্চ প্রজেক্ট	২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট
ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন	ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ
খ. মুসলিম পারিবারিক আইন	খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি
গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার	গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা
ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস	ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা
ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন	ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ
চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারিতা উপস্থাপন	
৩. সেমিনার প্রজেক্ট	**৪. জার্নাল প্রজেক্ট**
ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার	ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)
খ. জাতীয় আইন সেমিনার	খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষান্মাসিক)
গ. মাসিক সেমিনার	গ. আরবী জার্নাল (ষান্মাসিক)
ঘ. মতবিনিময় সভা	ঘ. মাসিক পত্রিকা
ঙ. গোলটেবিল বৈঠক	ঙ. বুলেটিন
৫. বুক পাবলিকেশন প্রজেক্ট	**৬. লেখক প্রজেক্ট**
ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ	ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম
খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ	খ. আইনজীবী ভিত্তিক লেখক ফোরাম
গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা	ঘ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম
ঘ. ইসলামী আইন কোড	ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ
ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ	ঙ. লেখক সম্মেলন
৭. লাইব্রেরি প্রজেক্ট	**৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট**
ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ	ক. আইন কমপেক্স প্রতিষ্ঠা
খ. ফিক্‌হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ	খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ	গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা
ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ	ঘ. ই-লাইব্রেরি
ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ	ঙ. আইন ওয়েব সাইট

'স্বাধীন, নিরাপদ ও মনোরম আবাসন' রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই একান্ত কাম্য। প্রতিটি আবাসস্থলের অধিবাসীগণ যাতে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করতে পারে এবং বাসগৃহ ও আবাসস্থলগুলোতে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় এজন্য ইসলামের যে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ও বিধিবিধান রয়েছে "ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা" শীর্ষক এ পুস্তকে সেগুলো পর্যায়ক্রমে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিক্‌হের আলোকে তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

এ গ্রন্থে বাসস্থানের অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীর বাসগৃহের ব্যবস্থা করা, গৃহে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, পিতামাতার জন্য আবাসের ব্যবস্থা, চাকর-নফরদের জন্য আবাসের ব্যবস্থা, গৃহে অতিথিদের জন্য থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা করা, অংশীদারী বাসগৃহে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান, উপার্জন-অক্ষম নিঃস্ব ব্যক্তির আবাসন, নিঃস্ব ব্যক্তির বাড়ি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করা প্রসঙ্গ, নিরাপদ ও স্বাধীন আবাস প্রতিষ্ঠায় নির্দেশনা, পরগৃহে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা, পরগৃহে উঁকি মারা, পরগৃহে অবৈধ প্রবেশ করার শাস্তি, নিজ গৃহে প্রবেশের বিধান, গৃহাভ্যন্তরে স্বাধীনতা, গৃহে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অধিকার রক্ষা করা, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা, বাড়ি-মালিক ও ভাড়াটিয়ার অধিকার ও কর্তব্য, গৃহনির্মাণ ও গৃহসজ্জা, গৃহের আসবাবপত্র ও বাড়ি-ঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কতিপয় বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক এ গ্রন্থে বলিষ্ঠভাবে বাসস্থানের নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলি দলীলভিত্তিক আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, বাসগৃহের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, সাজসজ্জা ও নান্দনিকতা রক্ষায় এবং পারিবারিক অপরাধ প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিধিবিধান অনুসরণের বিকল্প নেই। ইসলামের এ নির্দেশনার আলোকে যদি আবাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো যায়, তা হলে আবাসিক আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। এ গ্রন্থে আবাসনের অধিকার, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইসলামের নির্দেশনাসমূহ আলোচনার পাশাপাশি আবাসন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইনেরও কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। আবাসগৃহের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ইসলামের নির্দেশনা সম্বলিত এ গবেষণা-গ্রন্থটি সকলের সংগ্রহে রাখার মত একটি আকর গ্রন্থ।

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার, সুট-১৩/বি, লিফট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭